ধৃতং প্রেম্ণা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ত্রয়স্ত্রিংশতম খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

ত্রয়স্ত্রিংশতম খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

(দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৭)

অভিক্ষা

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০

(মাশুলাদি স্বতন্ত্র)

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২২২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

সাধন কুঞ্জ
হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২৩১০৭১০

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

ত্রয়স্ত্রিংশতম খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সম-সাময়িক পত্রাবলি, যাহা ১৩৬৫ সাল হইতে ১৩৮১ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পৃথক্ পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইতেছে। ইহা তাঁহার ত্রয়স্ত্রিংশতম খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের বহু অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পর দেখা গেল যে,

(ক) সাময়িক-পত্রের সাময়িক প্রচারের ব্যবস্থাটুকু ছাড়াও পুস্তকের মধ্য দিয়া পত্রগুলির স্থায়ী প্রচারের একটা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন,

এবং

(খ) সমসমকালে "প্রতিধ্বনি"র যাঁহারা গ্রাহক হইতে পারেন নাই, ইচ্ছা করিলে সেই জনসাধারণ যাহাতে পাঠের জন্য পত্রগুলি ভবিষ্যতে হাতের কাছে পাইতে পারেন, তজ্জন্য—

পত্রগুলির পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশ আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেন্না" পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড হইতে দ্বাত্রিংশতম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশের দ্বারা আমরা সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, এই গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর আছে, কেহ কেহ পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন,—

"ধৃতং প্রেম্না'র পত্রগুলি পাঠ করিয়া আমরা অশেষ-রূপে উপকৃত বোধ করিতেছি।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"যদিও আমি পত্রলেখক অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সহিত চাক্ষুষ ভাবে বা পত্রযোগে পরিচিত নহি, তথাপি, এই সকল পত্রের অনেকগুলিই পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, ঠিক আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সকল মূল্যবান্ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"যদিও পত্রগুলি অন্য কোনও ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত ও প্রেরিত হইয়াছে, তথাপি, আমি ইহার ভিতর হইতে আমার জীবনের অতীব জটিল সমস্যা-সমূহের সমাধান পাইয়া বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্ হইয়াছি যে, এই ভাবেই শ্রীভগবান্ দিব্য পুরুষদের দ্বারা আপামর জনসাধারণকে উপকার বিতরণ করিয়া থাকেন।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"শত বক্তৃতা শ্রবণে যাহা হইতে পারিত না, "ধৃতং প্রেম্না"র পত্রগুলি পাঠ করিয়া সেই উপকার মানুষের হইয়াছে বলিয়া আমি আমার নিজ জীবনের অধিজ্ঞতা হইতেই উক্তি করিতে পারি।"

শ্রীশ্রীবাবামণি (অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব) পত্রোত্তরে তাঁহাদের জানাইয়াছেন,—

"অকপট জীবহিতৈষণা নিয়া একটী মাত্র ব্যক্তিকে যে পত্র লিখিয়াছি, অনুরূপ সমস্যায় আকুল অপর ব্যক্তির সেই পত্র হইতে

প্রেরণা ও উদ্দীপনা সংগ্রহ অস্বাভাবিক নহে। কাহারও নিকট লিখিত আমার কোনও পত্রের অনুলিপি পাঠ করিয়া যদি তোমাদের কাহারও নিজের কোনও লাভ হইয়া থাকে, তবে তজ্জন্য তোমরা আমাকে ধন্যবাদ জানাইও না, প্রশংসা জানাও তাঁহাকে, যিনি আমার হাতে লেখনীটী দিয়া নিজে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন মসী-মুখে সংশয়াপহারী রূপে।"

"ধৃতং প্রেম্না"র প্রথম খণ্ডটী প্রকাশের কালে আমাদের মনে কিছু অনিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু একটীর পর একটী করিয়া খণ্ড যেমন যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, তেমন তেমন পাঠক-পাঠিকাদের অভিনন্দনের মধ্য দিয়া আগ্রহ ও উল্লাস পরিলক্ষিত হইল। তাই আজ আনন্দ-ভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" ত্রয়স্ত্রিংশতম খণ্ড প্রকাশে উদ্যোগী হইলাম। নিবেদনমিতি মাঘ, ১৩৮১ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ এ, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী-১

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ধৃতং প্রেম্না

(ত্রয়স্ত্রিংশতম খণ্ড)

(১)

হরি-ও গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৪ঠা আশ্বিন, শনিবার, ১৩৮১
(২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অখণ্ড-পতাকায় যে অসিদ্বয় দেখিয়াছ, তাহা ত্যাগ ও বৈরাগ্য। ত্যাগ স্বার্থপরতাকে বিনাশ করে, বৈরাগ্য বিনাশ করে আসক্তিকে। এই দুইয়ের বিনাশ ঘটিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ করামলকবৎ হস্তগত হয়। ঐ কৃপাণদ্বয়ের কোনও রাজনৈতিক ব্যাখ্যা নাই বা করা সঙ্গত নহে।

কখনো কখনো আমার চখে জল দেখিয়াছ। দেখিতে পার। আমার খেয়াল নাই, কখন আমার চোখে জল আসিয়াছিল, কখন বা আসে নাই। আমি উদাস মানুষ। অনেক সময়ে লোকের হাসি দেখিয়া কাঁদি, কান্না দেখিয়া হাসি। কখনো কখনো অপরের অল্প কান্নায়ও নিজে

কাঁদিতে কাঁদিতে ভাঙ্গিয়া পড়ি। কেন কখন কাঁদি, তাহা আমি বলিতে পারিব না।

এই মাত্র একটী ভাঙ্গী ছেলে, নাম তার সুভাষ রাউথ, আমাকে কাঁদাইয়া গেল। সে গুরুদর্শন না করিয়া অন্নজল গ্রহণ করিবে না, পণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। সে হাওড়াতে একটা কারখানাতে ঝাড়ুদারের কাজ করে। বয়স ২০।২২ এর অধিক নহে। দর্শনমাত্র ৫০০ পাঁচ শত টাকা প্রণাম করিয়া দিয়া বলিল, গুরুদর্শনের প্রার্থনা-পূরণ হইয়াছে। তাহারই মানত ইহা দিলাম। কিন্তু ইহা তাহার হৃৎপিণ্ডের শোণিতেরই ত' রূপান্তর। সে ত' মানুষ ঠকাইয়া টাকা কামাই করে নাই। অকুলীন এক সমাজে জন্মিয়া সে হীন এক জীবিকার মাধ্যমে কঠোর পরিশ্রম করিয়া এই অর্থ অর্জ্জন করিয়াছে। নিতে আমার প্রাণে বাজিল। আমি কাঁদিলাম। বল ত', এই কান্নার কি ব্যাখ্যা দিব?

আমি কারণেও কাঁদি, অকারণেও কাঁদি। আমার কান্নার কোনও হেতুনির্ণয় সম্ভব নহে।

কবিতা ত' লিখিতেছ। যদি লিখিতেই চাহ, তবে ভাষার চমক দিয়া নহে, চোখের অশ্রু দিয়া কবিতাকে মধুর কর। কাঁদিতে শিখ। কেবল নিজের অভাব-অনটনে না কাঁদিয়া সকলের জন্য কাঁদ। সাহিত্যিক বলিয়া যদি যশ নাও পাও, কবি বলিয়া উচ্চাঙ্গের যদি প্রতিষ্ঠা নাও মিলে, তথাপি তোমার অশ্রুময়ী চিন্তাগুলি তোমার প্রাণকে পরম রসে সঞ্জীবিত করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরি-ও গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৪ঠা আশ্বিন, শনিবার, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অদ্য প্রাতেই তোমাকে এক পত্র লিখিয়াছি। তাহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, ধর্ম্মসঙেঘ রাজনৈতিক-সুলভ কূটকৌশল আমদানী করিলে সেই সঙঘ হেয় হইয়া যায়, টিকে না। তার চাইতে ধর্ম্মনেতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রাখিয়া কাজ করিবার প্রয়োজন অনেক বেশী। এই একটী বিষয় উচ্ছৃঙ্খলতা আসিলে সঙঘ হইতে প্রকৃত ভক্তেরা আস্তে আস্তে দূরে ছিটকাইয়া পড়ে এবং প্রকৃত কর্ম্মীরা আসল কাজে মন না দিয়া অপকর্ম্মে বা হেয় কর্ম্মে অভিনিবেশ স্থাপন করে। আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, ঐ একটী নির্দ্দিষ্ট শহরে কেন্দ্র হইতে প্রেরিত আদেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশকে চাপিয়া রাখিয়া বা অপব্যাখ্যা দিয়া বিকৃত করিয়া বা মিথ্যার বলে উড়াইয়া দিয়া কাজ করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত কাজ ত' এভাবে হইবে না, হইতে পারে না।

আমি অখণ্ডদিগকে বিচার এবং বিবেকের স্বাধীনতা দিয়াছি কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে অবাধ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, মিথ্যা-প্রচার বা আর্থিক ব্যাপারে অসাধুতার বা জটিলতার স্বাধীনতা দেই নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরি-ও মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৬শে আশ্বিন, রবিবার, ১৩৮১
(১৩ই অক্টোবর, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নানা স্থানে যদি তোমরা আমাকে কিছু কিছু করিয়া সম্পত্তি দান করিতে থাক, তাহা হইলে ইহা দ্বারা নানা স্থানে আমাদের প্রতিষ্টান গড়িবার দায়িত্ব আসিয়া যায়। এই দায়িত্ব পালন সম্ভব নহে। এইরূপ দায়িত্ব পালন করিতে গেলে মূল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবার ফলে মূল প্রতিষ্ঠান পুপুন্‌কীর প্রতি তোমাদের ঔদাসীন্য আসিবে বা সেবাশক্তির অপ্রাচুর্য্য ঘটিবে। কেবল সকলের আগ্রহের দাবী রাখিবার জন্য অসময়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় মাসটিভারসিটির দ্বারোদ্‌ঘাটন করিবার ফলে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট ও বিব্রত শরীরে অন্তহীন শ্রম আমাকে এই জন্যই করিতে হইতেছে। বিস্তারিত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া পত্র লেখা আমার রীতির বাহিরে বলিয়া অতিরিক্ত ইঙ্গিত আর কিছু করিলাম না।

এখানে যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে। এবারও তিন চারি শত তালবীজ বপন করিয়াছিলাম। কতক দিন কলিকাতা থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়া গত বৃহস্পতিবার এখানে শুনিলাম, নিশাযোগে চোরেরা

একটী অবধি তালবীজ তুলিয়া নিয়া গিয়াছে, ফোঁফড়া খাইবার জন্য। গত বৎসরও এইরূপই হইয়াছিল। তথাপি দুই একটী অঙ্কুর দেখা গিয়াছে। এবারও যদি তদ্রূপই তস্করদের ভুলে দুই চারিটী বীজ এখনো যথাস্থানে থাকিয়া থাকে, তবে যদি আগামী বর্ষায় দুই চারিটী অঙ্কুর দেখিতে পাই। বহুবর্ষব্যাপী অধ্যবসায় লইয়া জিদ করিয়া আমি যে সময়ে এখানকার মাটি কামড়াইয়া রহিয়াছি, সেই সময়ে স্থানীয়তা-দুষ্ট কর্ত্তব্যজ্ঞান নানা দিকে তোমাদের অভিনিবেশ টানিয়া নিতেছে এবং পুপুন্‌কী এভাবে প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, —এই কথাটা মুখ ফুটিয়া আমার বলা যে কত বড় সঙ্কোচের বিষয়, তাহা তোমাদের মধ্যে কজন বুঝিতে পারে?

পুপুন্‌কীতে মালটিভারসিটির ছাত্রদের আংশিক শারীরিক সহযোগিতায় বহুল ব্যয়ে তরিতরকারীর চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ তস্করদের নিয়মিত উৎপাতের ফলে এবারকার কৃষিতে খরচ করা হাজার পাঁচেক টাকা বোধ হয় একেবারে জলেই গেল বা যাইবে। তথাপি ইহা দ্বারা স্বাবলম্বী বিদ্যাপীঠের বিদ্যার্থীদের যে কৃষির রুচি, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ হইল, তাহাকে আমি দামী বলিয়া মনে করিয়া চিত্তে সান্ত্বনা সঞ্চরের চেষ্টা করিতেছি। ভুট্টাগুলি সব অসময়ে তুলিয়া আনিতে হইয়াছে কিন্তু ছেলেদের কিছু কৃষি-শিক্ষা হইয়াছে। লাভ এইটুকু। দশ বারো জন হাজরি কুলীর পয়সাটাও ওঠে নাই, অন্যান্য খরচ বাদ দাও। পুঞ্জীকৃত ঢেঁড়শ রাতারাতি উধাও হইয়াছে। প্রহরারত নেপালী দারোয়ান সশস্ত্র তস্করদের দ্বারা

আক্রান্ত হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। এই দৃশ্য পঁয়তাল্লিশটী বৎসর ধরিয়া দেখিতেছি। তবু কৃষি করি, তবু অর্থ ঢালি জলে। চিনাবাদাম ও কচু এখনো তুলিবার মত নহে, তবু রজনীতে রজনীতে কিছু না কিছু ক্ষতি এই ক্ষেত্রগুলির উপরও হইতেছে।

অতীব প্রতিকূল পরিবেশের সহিত লড়াই করিয়া যে সময়ে আমি জোর করিয়া এখানে লাগিয়া থাকিয়া কর্ম্মসিদ্ধি অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছি, সেই সময়ে তোমরা এমন কাজ করা ত' দূরের কথা, এমন একটা কথাও কেহ উচ্চারণ করিও না, যাহাতে আমার বা আমার প্রতি অনুরক্ত লোকদের কর্ম্মশক্তি, ত্যাগ-শক্তি, ভালবাসার শক্তি একমাত্র পুপুন্‌কী ছাড়া অন্য কোনও দিকে প্ররোচিত হইতে পারে।

আমার সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ দন্তপংক্তির জন্য আমি বিখ্যাত ছিলাম। সেই দন্তপংক্তি হইতে তিন মাড়ীর তিনটী দাঁত তুলিয়া ফেলিতে হইয়াছে। দাঁতগুলি এত শক্ত ছিল যে, দন্তচিকিৎসককেও ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। এত শক্ত দাঁত নাকি বাঘেরই হয়। এগুলি গিয়াছে, তার জন্য আফশোষ নাই কিন্তু চারিদিকের আগ্রহী মনগুলি আমাকে দিয়া মালটিভারসিটির দ্বারোমোচন করাইয়াই যে অন্য দিকে ছুটিয়া গেল, তাহা এক বাস্তব দুর্ঘটনা। আমাকে এখন আগের চেয়ে বেশী খাটিতে হয়, আগের চেয়ে নিদ্রা অনেক কমাইয়া দিতে হইয়াছে, আগের চেয়ে দ্রুত চলিতে চেষ্টা করিতে হইতেছে অথচ শরীরের পেশী, স্নায়ু, ধমনী, রক্তস্রোত ও হৃৎস্পন্দন সবই বয়সের ভারে পূর্ব্বের তুলনায় শিথিল। দুদিন পরে হঠাৎ একদিন লেখনী আর

চলিবে না, চিরতরে থামিয়া যাইবে। তখন আমি আর পত্র লিখিব কাহাকে?

চতুর্দ্দিকের মণ্ডলীগুলিতে কলহ বাধিয়াই রহিয়াছে। ভাগ্যে এই ধানবাদ জেলায় আমি অধিক মণ্ডলী গঠিত হইতে দেই নাই। সকলে মিলিত হইবার জন্য মণ্ডলী গড়ে কিন্তু মণ্ডলী গড়িয়া তাহাতে কলহ সৃষ্টি করে। কত মণ্ডলীর কত যে কলহের বয়ান দিস্তার পর দিস্তা কাগজে লিখিয়া আমাকে পাঠান হইতেছে আর পত্রোত্তর দেই না বলিয়া কত যে অভিযোগ আসিতেছে, তাহার হিসাব কি দিব? কিন্তু এসব পড়িতে পড়িতে চক্ষু ক্লান্ত হয়। চক্ষুগুলিরও কি বয়স হয় নাই? চক্ষুর চেয়ে বেশী ক্লান্ত হয় মন, যেই মনের প্রসন্নতাকে অটুট রাখিবার জন্য জীবনব্যাপী সংগ্রামকে আমি নিতান্ত সহজ ভাবে স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। কেহ সাধন করিবে না, তবু বলিবে "আমি অখণ্ড।" সাধন না করার ফলে অসততা দমিত হয় না, অহমিকা স্পর্দ্ধিত ফণায় কেবল দংশন করে আর বিষ ছড়ায়। কাণাকড়ির জনসেবাও যাহার দ্বারা হইবার নহে বা হয় নাই, সে অহঙ্কার বশতঃ নিজেকে জগদুদ্ধারকারী জ্ঞান করিয়া অন্যান্য সহযোগীদের সহিত এমন পার্থক্য ও দূরত্ব সৃষ্টি করিবে যে, অসৎ লোকের কুটিলতার কালকূট হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সরল লোকেরা ফিকির খুঁজিয়া মরিতেছে। মণ্ডলীর ফাইল পুরু হইতেছে কিন্তু কাজ কিছুই হইতেছে না। এই সকল অপদার্থ মণ্ডলী থাকার চাইতে না থাকাই ভাল বলিয়া আমার মনে হইতেছে। সৃষ্টি যাহার মিলনের জন্য, সে বিচ্ছেদ, বিরোধ, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ কেন বাড়াইবে, ইহা আমি বুঝিতে পারি না।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মণ্ডলীর টাকা-কড়ির হিসাব লইয়া প্রায় সকল স্থানেই কলহ। লক্ষ লক্ষ টাকা নহে, যৎসামান্য অর্থ নিয়াই প্রতিটি মণ্ডলীর কাজ হয়। তাহার মধ্যে হিসাব কেন পরিষ্কার থাকিবে না, হিসাবে কেন গোঁজামিল আছে বলিয়া সন্দেহ করার কারণ ঘটিবে, আর ইহারও মীমাংসা এক দিন বা দুই দিনে না হইয়া কেন গড়িমসি করিয়া মাসের পর মাস জুড়িয়া চলিবে, ইহাও আমার কাছে দুর্ব্বোধ্য। "যে ভাবেই হউক, মীমাংসা আমরা দুই তিন দিনেই করিয়া সারিব",—এই জিদ কেন কলহ-পরায়ণ মণ্ডলীগুলিতে আসে না, তাহা ভাবিয়া পাই না। জীবন কি এতই সুলভ যে, যেই সময়টুকুর অপব্যয় হইল, তাহার কোনও দাম ধরিতে হইবে না?

এসব আমাকে ক্লেশ দিতেছে। তোমাদের মধ্যে কোথায় কাহারা আছ, যাহারা আমার এই ক্লেশ অপনোদনে সমর্থ, তাহারা দ্রুত আত্ম-প্রকাশ কর। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৬শে আশ্বিন, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের দেওয়া চারিশত তালবীজ পুপুন্‌কী আশ্রমে ঠিক গত বৎসরের বপন-স্থানেই আনন্দ সহকারে স্বাবলম্বী বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা বপন করিয়া দিয়াছিল। আমি কলিকাতা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া দেখিলাম, চোরেরা নিশাযোগে একটী একটী করিয়া প্রত্যেকটি বীজ তুলিয়া নিয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসরই এই কুকাণ্ড ঘটিতেছে, প্রতিটী পরবর্ত্তী বৎসর আমি পুনরায় বীজ বপন করিয়া যাইতেছি। সারা দিন রাত্রি সশস্ত্র প্রহরী রাখিয়া তালবীজ রক্ষা করা ত' সম্ভব নহে। জমিটার আয়তনও অল্প নহে। চোরের যদি এরূপ উৎপাত না থাকিত, তবে এতগুলি বৎসরে এই দেশটা একেবারে তালের অরণ্যে পরিণত হইতে পারিত। রাগ করিব কাহার উপরে? সবাই যে আমার দেশবাসী! এমনই অজ্ঞানতা ইহাদের চখের পাতায় ভর করিয়া আছে যে, নিজেদের কিসে কুশল, তাহাও বোঝে না।

গতকাল গিয়াছিলাম দুইটী গ্রামে ফুলকপি বীজ বিতরণ করিতে। বৎসরের পর বৎসর আমি শত শত টাকা দিয়া বীজ কিনিয়া আনিয়া গ্রামে গ্রামে বিতরণ করি। বীজ আমি বিনামূল্যেই দেই। ফসল হইলে তার একটী কণাও আশ্রমে নিয়া কেহ দেউক, এমন কুবাসনাকে মনের কোণেও ঠাঁই দেই না। কিন্তু এতদিনেও ইহারা মানুষের মত আচরণ করিতে শিখিল না। প্রথম গ্রামটাতে কি যে হৈ-চৈ আর উচ্ছৃঙ্খলতা সুরু হইল, মনে হইল যেন আমার ভাঙ্গা জিপটীকে একেবারেই চূর্ণ করিয়া দিবে। মনে হইল না যে বীজ বিতরণ করিতেছি

বিনামূল্যে, বরং মনে হইল যেন ডাকাত পড়িয়াছে। অন্য গ্রামটাতে অবশ্য মানুষগুলি লাইন করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল এবং বিনা উপদ্রবে বেশ কম সময়ের মধ্যেই বেশী কাজ সারিয়া আসিলাম। ফুলকপি বীজ বিতরিত হইল প্রায় এক কেজি, গাজর বীজ তার চেয়ে কিছু কম। ওলকপি ও শালগম বীজ আর দেওয়াই গেল না। কি যে হুলস্থূল!

দেশটার হাল চিরকাল এক প্রকার থাকিবে না। গত পঁয়তাল্লিশ বৎসরে আমি মানুষের মধ্যে যৎসামান্য পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইয়াছি। সুতরাং আশায় বুক বাঁধিয়া লইয়াছি যে, এক শতাব্দী পরে হইলেও দেশটার সর্ব্বজনীন মন নিশ্চয়ই উন্নত হইবে। সেবা যে দেয়, তার অসীম ধৈর্য্যের প্রয়োজন, অফুরন্ত প্রতীক্ষা-শক্তি থাকা চাই। সেই গুণটা আমার ভিতরে কম আছে বলিয়াই পুপুন্‌কীর পরীক্ষা-ক্ষেত্রটাতে সেই গুণ আয়ত্ত করিবার এত চেষ্টা চলিতেছে।

আগামী বছর আবার তালবীজ বপন করিব। সাধ্য থাকে, পাহারা দিয়া বীজ রক্ষা করিব। সাধ্য না থাকিলেও বীজ বপন করিয়াই যাইতে থাকিব। হতাশ হইব না। এবারও তোমরা প্রচুর তালবীজের জোগাড় রাখিও। তবে, যত আগে পৌঁছাইতে পার, তত ভাল। লাউ, কুমড়া, সীম, বরবটি প্রভৃতি বীজগুলিও যত আগে পাঠাইতে পার, তত ভাল। চোরের জন্য বীজের ফসলও রক্ষা করা যাইতেছে না। দীক্ষার ঘরে এই মনোভঙ্গী নিয়াই তোমাদের কাণে কাণে ওঙ্কার-

মন্ত্র বা ব্রহ্মবীজ বপন করিয়া থাকি। চোরে যদি তোমাদের কাণ হইতে বীজ তুলিয়া না নেয়, তবে একদা তাহা মনে গিয়া বসিবেই এবং অঙ্কুরিত হইবেই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৬শে আশ্বিন, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মহিলা-কর্ম্মীরা যেখানে ঘরে ঘরে গিয়া অখণ্ড-সংহিতা-পাঠ প্রকল্প চালাইয়া যাইতেছেন, সেখানে সকল কাজ যদি মহিলাদের দ্বারাই সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে পুরুষদের সেখানে গিয়া ভিড় না করাই ভাল। মহিলাদের কাজের সহায়তার জন্য পুরুষদের সহযোগ প্রয়োজন হইলে অবশ্য অবস্থা বিবেচনায় স্থান-কাল-পাত্রের বিচারে যাহা সৌজন্য-সম্মত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, তাহা করিবে।

সর্ব্বত্রই মহিলাদের সমিতিগুলিকে মূল মণ্ডলীর শাখা হিসাবে কাজ করিতে দেওয়া ভাল। শাখা হইলেও তাহারা কাজ প্রায় অবাধ স্বাধীনতা নিয়াই করিতে পারিবেন কিন্তু মূল মণ্ডলীর কাজের সহিত অবিরোধ-ভাবে কাজগুলি করিতে হইবে। সুতরাং কতকগুলি ব্যাপারে আনুগত্যের প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকিবে।

মণ্ডলীতে মণ্ডলীতে, মণ্ডলীতে আর মহিলা-সমিতিতে, অঞ্চলে আর অঞ্চলে যাহাতে কলহের সৃষ্টি না ঘটিতে পারে, তদ্বিষয়ে সকলের প্রখর দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে মহিলা-সভা আহ্বান করিয়া পরস্পর পরস্পরের কাছে মার্জ্জনা চাহিয়া বা পরস্পর পরস্পরকে মার্জ্জনা করিয়া মন পরিষ্কার রাখা একান্তই আবশ্যক। নিজেদের মধ্যে মন কযাকষি করিয়া তোমরা সংঘের ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে কেন? প্রেমই তোমাদের উপজীব্য হইতে পারে, কলহ নহে।

অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত অখণ্ডেরা অনেকে শ্রীশ্রীউপাসনা প্রণালীতে লিখিত মন্ত্র বা উপদেশ-সমূহ বুঝিতে পারে না। তাহাদিগকে সংস্কার-মুক্ত মন লইয়া নির্ভুল ভাবে ঐ বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া শিক্ষিত কর্ম্মীদের পক্ষে একটী অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য।

সমবেত উপাসনার শুদ্ধ সুরে শিক্ষা লাভের জন্য এবং অন্যান্য শুদ্ধ সুর শিক্ষাদানের জন্য তোমাদের প্রতিজনের প্রবল আগ্রহ থাকা উচিত।

যেখালে যেখানে মণ্ডলী আছে, সেখানে প্রত্যেকটী কর্ম্মকর্ত্তা যাহাতে বিলাস-ব্যসন, অপবিণামদর্শিতা, মাদক দ্রব্যে আসক্তি, অনৈতিক আচরণ ও নিন্দনীয় বাক্যভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়া চলে, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে যে স্থানে নূতন মণ্ডলী স্থাপিত হইবে, সেই স্থানেও এই সকল বিষয় বিশেষ বিবেচ্য হইবে। মূল সঙেঘর প্রতি দ্রোহভাব নিয়া কোনও মণ্ডলীর সৃষ্টি, পুষ্টি বা প্রসার কদাচ ঘটিতে দিবে না।

তোমরা প্রত্যেকে যদি সদাচারী হও, সত্যশীল হও, প্রকৃতই সেবাভাবসম্পন্ন হও, তবেই বুঝিতে সমর্থ হইবে যে, আমি তোমাদিগকে কিরূপ দেখিতে চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২১শে কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৮১
(৮-১১-৭৪ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এই সঙ্গে একটী ভক্তিমান্ ছেলের আবেগাকুল একখানা পত্র পাইলাম। ভিতরে ভাব আছে, বাহিরে তাহা প্রকাশের প্রয়াস আছে, রুচি সুন্দরের প্রতি। তুমি নিয়ত তোমার সঙ্গ দিয়া তাহাকে অন্তর্মুখ করিবার চেষ্টা কর। আবেগ ভিতরে ধরিয়া রাখিলে মহাশক্তির সৃষ্টি হয়, প্রকাশ হয়, প্রসার হয়। আবেগকে কথার উচ্ছ্বাসে ফেনায়িত করিলে মহাশক্তির বিকাশ-পথ রুদ্ধ হয়। যুবকদের আবেগকে অন্তর্মুখ করিবার প্রয়াসে মন দাও। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবে যে, ব্রহ্মচর্য্যের প্রচারণা অপেক্ষা অনুশীলনকে কেন আমি বেশী মর্য্যাদা দেই। চতুর্দ্দিকে সৎপাত্রেরা স্ফুটনোন্মুখতা নিয়া অপেক্ষা করিতেছে। কেহ তাহাদের ভিতরের চক্ষুকে ফুটাইবার জন্য আগাইয়া আসিতেছে না। দিকে দিকে

কেবল অনর্থকর হুজুগ আর নিষ্ফল আড়ম্বর চলিতেছে। মন শান্ত করিয়া আমাদের এই সময়ে প্রতিটি তরুণের কাছে উচ্ছ্বাসবর্জ্জিত আবেগ-রিক্ত সারগর্ভ অনুশাসন লইয়া পৌছিতে হইবে।

তোমাদের স্থিতিস্থানের প্রতিবেশী গ্রামের মণ্ডলীটীর আত্ম-বিরোধ-জনিত উষ্ণ হওয়া আশা করি এতদিনে ঠাণ্ডা হইয়া থাকিবে। এখন হয়ত স্থির চিত্তে কথা শুনিবার লোক মিলিবে। একটি মাত্র কথাই বলিতে হইবে,—"দাদারা, দিদিরা, সাধন করুন, সাধন করুন। বৃথা তর্ক আর বৃথা দলাদলিতে অনর্থক পরমায়ু-ক্ষয় না করিয়া প্রতিজনে অল্পাধিক সাধন-প্রিয় হউন। তাহার ফলে সদ্‌গুরুর শুভ অভিপ্রায়গুলি অন্তরে সুস্পষ্ট অনুভূত হইবে।" বলিতে কি, অধিকাংশেই আমার কণ্ঠের আওয়াজ শুনিয়াছে, কথার অর্থ বোঝে নাই, প্রাণের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। অথচ, তাহাই ছিল সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। স্বার্থপর মানুষকে পরার্থপর কি করিয়া করা যায়, দিবানিশি আমার তাহাই একমাত্র ধ্যান ও চিন্তা। বিচ্ছিন্ন ভাবেও ভাবি, নিবিষ্ট ভাবেও ভাবি, কিসে সকলে সকলের কুশলের দিকে তাকায়। একার সুখে, একার তৃপ্তিতে ত' জগৎ তৃপ্ত হইবে না। প্রত্যেকটী পৃথক মানুষকে জগতের সকলের সহিত প্রেম-সম্বন্ধে সম্বন্ধায়িত আমি দেখিতে চাহি। আমার কর্ম্মিত্ব, বক্তৃত্ব, কবিত্ব, গুরুত্ব, দার্শনিকত্ব, ভাবুকত্ব, ভাবালুত্ব সব-কিছু ঐ একটী উদ্দেশ্যকে লইয়া।

পুনরপি স্নেহ ও আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২১শে কার্ত্তিক, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—,তোমরা উভয়ে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ভাল ভাল কথাগুলি, বাছা বাছা সচ্চিন্তাগুলি কবিতায় লিখিয়া রাখিবার অনুশীলনটী খুবই প্রশংসনীয়। এই অনুশীলনের লক্ষ্য হউক তোমার নিজের অন্তরের শুদ্ধতা-সম্পাদন, নিজের প্রাণের প্রসার-বর্দ্ধন। কবিতা ছাপাইবে, লোকে পড়িবে, বাহাবা দিবে, কবি-খ্যাতি অর্জ্জন করিবে, প্রতিষ্ঠা পাইবে,— এসব বুদ্ধি মনের কোণেও ঢুকিতে দিও না। আমি পূর্ব্বেও একবার তোমাকে এই জাতীয় উপদেশ দিয়াছিলাম। যখন যাহা মনে আসে, সাদরে সেই চিন্তাটীকে ছন্দোবদ্ধ করিয়া খাতায় লিখিয়া রাখ। দশ বৎসরের যাবতীয় রচনা জড় করিয়া তুমি যখন ঐগুলি নিজে নিজে পাঠ করিবে, তখন তোমার তৎকালীন মনোভঙ্গিমার সহিত তুলনা করিয়া তুমি দিঙ্‌নির্দ্দেশ পাইবে যে, পরে তোমাকে কি করিতে হইবে। নিজের লেখা যে এক প্রকারের নিজ জীবনী, একথা অনেকে জানে না, অথচ জীবন ভরিয়াই কত যে কি মাথামুণ্ড লিখিয়া যায়, তার ঠিকানা নাই। বাহিরে জাহির করিতে চাহিলেই জীবনীতে আসিয়া যায় নাটুকেপনা, অভিনয় এবং কৃত্রিমতা। পৃথিবীর কাছে আমাকে আমি সুন্দর দেখাইবার জন্য যদি কিছু লিখি,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তবে তাহা হাজার ভুলে ভরিয়া যাইবে। তখন আমি আমার নিজের রচনার ভিতরে নিজেকে কখনও আর খুঁজিয়া পাইব না। যাহা লিখিবে, অকপট সত্যনিষ্ঠা নিয়া লিখিবে, মনের প্রকৃত ভাবটীকে বিনা আড়ম্বরে এবং বিনা অলঙ্করণে স্বভাবের স্রোতে ছাড়িয়া দিয়া লিখিবে। এই লেখায় কি যে শান্তি আর কি যে আরাম, কি যে তৃপ্তি আর কি যে আত্মপ্রসাদ, তাহা ঠিক মত লিখিতে শিখিলে একদা আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইবে এবং নিশ্চয়ই আমার কথা স্মরণ করিয়া নিমেষের জন্য হইলেও কৃতজ্ঞ হইবে। সরল হও, সহজ হও, অনাবিল হও। লোকমান পাইবার, প্রকাশমান হইবার বিষয়টা একেবারে ভুলিয়া যাও। সোণার খনিতে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করে না কিন্তু স্বর্ণান্বেষীরা সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া সেই খনিতে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণ আহরণ করিবেই করিবে, ইহা ধ্রুব সত্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২১শে কার্ত্তিক, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমরা পরস্পর বিবদমান হইয়া বেশ কতক সময়

পরস্পরকে ভুল বুঝিয়া শুধু মনঃকষ্ট পাইয়াছ। এখন তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি উদার মনোভাব নিয়া একে অপরকে সহিয়া লও এবং একটী সুনির্দ্দিষ্ট নিষ্কাম কর্ত্তব্যকে লক্ষ্যে রাখিয়া কর্ম্মে, বাক্যে এবং চিন্তায় এক হও। পরমায়ু বৃথা বহিয়া যাইতেছে। জীবন-রবি অস্ত যাইবার আগেই প্রতিজনে সমগ্র জগতের হিতকর্ম্মসাধনের চেষ্টার সহিত নিজেদিগকে একাত্ম কর। তাহা করিবার তোমাদের সামর্থ্য আছে বলিয়াই এই উপদেশটী দিতেছি। তোমাদিগকে নিতান্ত বলহীন অপদার্থ জ্ঞান করিলে এমন প্রত্যাশা তোমাদের উপরে ন্যস্ত হইত না।

একে অন্যকে ভুল বুঝা সহজ, কিন্তু একে অন্যকে ক্ষমা করা কঠিন। একে অন্যের দ্বারা উৎপীড়িত হওয়া সহজ কিন্তু শত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও ভাইকে ভাই বলিয়া বুকে তুলিয়া নিবার সৎসাহস ও সবলতা দুর্ল্লভ। কিন্তু যাহা কঠিন, তাহাই তোমাদের প্রত্যেককে করিতে হইবে। যাহা দুর্ল্লভ, তাহাই তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমি দেখিতে চাহি।

নিজেদের মধ্যে যতদিন কলহ করিয়াছ, ততদিন বাহিরের লোকের কাছে ছিলে তোমরা উপহাস্যাস্পদ। তোমার বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে দেখিয়া তাহারা তোমাদের কাছ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে, কারণ, আগুনের অনুচিত উত্তাপ কে সাধ করিয়া সহিতে আসিবে? একের দোষে দশজন কলঙ্কিত হইয়াছ, দশের দোষে একজন ধিক্কৃত হইয়াছ। আত্মকলহের ইহাই পরিণাম। সুতরাং প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা কর যে, কেহ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কাহারও দোষ খুঁজিবে না, গুণ দেখিবে এবং জীবনের উজ্জ্বল অংশে সকলে সকলের সহিত মিলিত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২১শে কার্ত্তিক, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা অল্প কালের মধ্যেই সমবেত উপাসনা, এবং পাঠ-চক্রের অনুষ্ঠান আদি যাহা যাহা করিতে শুরু করিয়াছ, তাহার তালিকাটী পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। সমবেত উপাসনাতে সর্ব্বদাই চতুর্দ্দিকের কতকটা দূরান্ত হইতেও উপাসক-উপাসিকাদের আগমন একান্তই বাঞ্ছনীয় বলিয়া এই অনুষ্ঠানটি দিনের পর দিন উপর্য্যুপরি এবং অত্যন্ত ঘন ঘন না করিলেই ভাল। কিন্তু পাঠ-প্রকল্পে প্রধানতঃ স্থানীয় জনসাধারণকে পাওয়া প্রয়োজন বলিয়া ঘন ঘন এবং উপর্য্যুপরি কাছাকাছি স্থানে করার চেষ্টা সুবুদ্ধি-সঙ্গত। পাঠ-প্রকল্পেও কিছু স্তোত্র কিছু কীর্ত্তন আছে বলিয়া লোক-সমাগমের পক্ষে উহাও আশাপ্রদ বটে। এই সকল অনুষ্ঠানে যে সকল স্বতঃপ্রণোদিত বিগ্রহ-প্রণামী

পড়ে, তাহা মন্দির তহবিলে আসিয়া জড় হওয়া প্রয়োজন এবং ইহাই বিধি। ইহা অন্য কাজে ব্যয় না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তোমার শরীর গুরুতর পীড়িত, তবু কীর্ত্তন করিতে হইবে, লোকের সঙ্গে অনর্গল কথা কহিতে হইবে, ইহা ভাল কথা নহে। ডাক্তারের বিধান মান্য করিয়া চলিও।

যাহা করিলে তোমাদের মধ্যে একপ্রাণতা বৃদ্ধি পাইবে, তোমরা তাহা করিবার জন্য আপ্রাণ যত্নশীল থাকিও। যাহা করিলে নিজেদের মধ্যে বিরোধ, বিচ্ছেদ, মনোভঙ্গ, চিত্তমালিন্য, ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ বাড়িবে বা সৃষ্ট হইবে, তাহা হইতে সর্ব্ব-প্রযত্নে দূরে থাকিও। জিদ আর অহঙ্কার, ক্ষমতার গর্ব্ব আর অপরকে হেয় করার কুপ্রবৃত্তি যেন তোমাদের একজনেরও না থাকে। আর্থিক ব্যাপারে অসততা এবং ভক্তির ব্যাপারে ভাণ যেন তোমাদের কদাচ অভিভূত না করিতে পারে।

কদাপি কেহ বিশ্বাস করিও না যে, কথার দাপটে মানুষের মনোজয় করিতে পারিবে। আদর্শের ধ্যানে হও সকলে নিমগ্ন, জীবন-কর্ম্মগুলি হউক আদর্শোপেত সুন্দর,—তখন আপনা আপনি সমগ্র বিশ্ব তোমাদের পানে আকৃষ্ট হইয়া আসিবে। সাধন করিয়া চুম্বক হও,— লোহা আপনা আপনি আসিয়া ঠক্ করিয়া গায়ে লাগিয়া এক হইয়া থাকিতে চাহিবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরি-ও মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২১শে কার্ত্তিক, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। তুমি সমবেত উপাসনার ন্যায় পবিত্র অনুষ্ঠানে যাইবে, ইহা নিয়া তোমার গুরুভ্রাতারা তোমাকে কেন গঞ্জনা করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

যাহাতে প্রতিটি অখণ্ড-দীক্ষিত সন্তান নিকটবর্ত্তী সকল স্থানের প্রতিটি সমবেত উপাসনায় যোগদান করে, ইহাই ত' আমার এবং সকলের আকিঞ্চন। এমত অবস্থায় তুমি যোগদান করিলে সবাই চটিবে, বিরক্ত হইবে বা বিদ্রূপ করিবে কেন, তাহা ত' ধরিতে পারিলাম না।

একটা লোক যদি কেবল একটী নির্দ্দিষ্ট মহিলার বাড়ীতে উপাসনা থাকিলেই যোগ দিতে যায়, অন্যত্র না যায়, এমনকি, নিকটবর্ত্তী স্থানে হইলেও না, তবে অবশ্যই চপল লোকের চটুল রসনা অনুচিত কথা উচ্চারণ করিবে। হয়ত তোমার ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। লোককে কুকথা কহিবার সুযোগ কেন দিবে, বল ত'!

কেহ অপবিত্র দেহে, অপবিত্র মনে, দুরভিসন্ধি নিয়া, কৌশল হিসাবে বা অন্য কোনও আপত্তিজনক মতলবে উপাসনার আসরে

আসিলে, তাহার প্রতি অন্যদের অভিমত প্রতিকূল হইতে পারে বা হইয়া থাকে। অনেক সময়ে ভুল বুঝিবার ফলেও এরূপ হয়। আমি চাহি যে, তোমাকে যদি কেহ ভুল বুঝিয়া থাকে, তবে তাহার ভুল তুমিই নিজে চেষ্টা করিয়া ভাঙ্গিয়া দাও। ইহই শান্তি আসিবার পথ।

সমবেত উপাসনা আমার প্রাণপ্রিয় অনুষ্ঠান। দলে দলে লোক দীক্ষিত হইতেছে অথচ সমবেত উপাসনায় সপ্তাহের মাত্র একটী দিন আসিতে পারে না দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, আমার প্রদত্ত দীক্ষা ইহাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই এবং এই জন্যই ইহারা আমাকে ভালও বাসে না। তুমি যদি আমাকে ভালবাসার দরুণ সমবেত উপাসনাতে যোগদান কর, তবে কেহই কদাচ তোমাকে রুখিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১১)

হরি-ও মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২১শে কার্ত্তিক, ১৩৮১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দুর্গাপুরের গোপাল মঠ অঞ্চলের তোমরা চারিটী কুমারী মেয়ে প্রায় প্রত্যেকটী সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে চেষ্টা কর জানিয়া

অত্যন্ত প্রীত হইলাম। বস্তুতঃ সমবেত উপাসনা আমার প্রিয়তম অনুষ্ঠান, যাহাতে, আমাকে যাহারা ভালবাসে, তাহারা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই যোগদান করিবে এবং সুষ্ঠু সমাপনে আগ্রহী হইবে। তোমরা প্রায় কোনও সমবেত উপাসনাই বাদ দাও না জানিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি। তোমাদের জন্য গৌরব বোধ করিতেছি।

সমবেত উপাসনার প্রারম্ভে অখণ্ড-সংহিতা পাঠের ব্যাপারে তুমি যে কথাটি তুলিয়াছ, তাহা অতীব সঙ্গত। এই কথাটী আমি বহু স্থানে মৌখিক বলিয়াছি কিন্তু দেখিতেছি, তাহাতে কাজ হয় নাই। এখন আমি লিখিত ভাবে সেই কথাটী বলিতে চাহি এবং সেজন্য "প্রতিধ্বনি"তে এই পত্রখানা মুদ্রণের জন্য প্রেরণও করিব।

প্রত্যেক অখণ্ডের পক্ষে "অখণ্ড-সংহিতা" নিশ্চয়ই নিত্যপাঠ্য। তদবস্থায় এক দিক হইতে আরম্ভ করিয়া, কোনও অংশ বাদ না দিয়া পাঠ করিয়া যাওয়া তাহার কর্ত্তব্য। কিন্তু সমবেত উপাসনার প্রারম্ভকালে বা অনুরূপ অন্য কোনও অনুষ্ঠান শুরু হইবার পূর্ব্বে পাঠ করিতে হইলে, অনুষ্ঠানটীর প্রকৃতি অনুযায়ী অনুকূল সন্দর্ভ-সমূহ আগে হইতে বাছিয়া নিয়া তবে কার্য্যকালে পড়িতে হয়। "অখণ্ড-সংহিতা" একটা বিশ্বকোষ-বিশেষ, যাহাতে মানুষের প্রায় সকল সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা আছে। কিন্তু যেখানে কুমারী মেয়েরা বা কিশোর তরুণেরা উপাসনায় বা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিয়াছে, সেখানে যৌন সমস্যার সমাধানমূলক অংশগুলি পাঠ করিয়া স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলকে শুনান নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন ও অশোভন। অখণ্ড-সংহিতা

রূপ মহাসাগরে অবগাহন করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তদুচিত রত্ন-সমূহ বাছিয়া লইয়া তারপরে পাঠ করা উচিত। পাঠের সময় যখন নিতান্তই সুনির্দ্দিষ্ট ও সুসীমিত, তখন সুনির্ব্বাচিত অংশগুলিই ত' পাঠ করা কর্ত্তব্য। যে যে বাণীতে উপাসনার প্রতি অনুরাগ, সাধনে নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও একলক্ষ্যতার অনুশীলনে উৎসাহ জাগিবে, এই সকল ক্ষেত্রে তাহাই ত' পাঠ করিয়া শুনানো উচিত। বয়স্ক নরনারীদের মধ্যে অবাধে যে সকল কথা পাঠ করিয়া শুনানো চলে এবং যাহা তাহাদিগকে শুনানো হিতকর, এমন কথাও কচি কিশোর বা কুমারীদের কাছে পাঠ করিলে তাহাদের মনে কুণ্ঠা, দ্বিধা, লজ্জা ও সঙ্কোচ আসিতে পারে বৈ কি! নির্ব্বাচিত বাণী-সমূহ পাঠের পক্ষে ইহাই ত' সব চেয়ে বড় যুক্তি।

তবে, যেখানে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ-কার্য্যটাই একটা প্রকল্প, প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সবগুলি খণ্ডের প্রতিটি পংক্তি এবং অক্ষর সেখানে অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে। শ্রোতাদের মধ্যে যার যেটুকু গ্রহণ করিবার করিবে, যার যেটুকু পরিহার করিবার করিবে। হরিওঁ কীর্ত্তন যখন সমবেত উপাসনার অঙ্গ, তখন তাহাতে সুনির্দ্দিষ্ট ষ্টাণ্ডার্ড সুরটাই প্রযোজ্য, কিন্তু হরিওঁ-কীর্ত্তন নিজেই যখন সারাদিন-ব্যাপী অনুষ্ঠান, তখন যেমন ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর আর ছোট বড় সকল রকমের তালের আমদানীতে বাধা থাকে না, ব্যাপারটা কতকটা সেই রকম। জীবন ভরিয়া কত কথা কহিয়াছি, কত কথা লিখিয়াছি, তাহার লক্ষ ভাগের এক ভাগও তোমাদের কাছে পৌঁছে নাই। সব চেয়ে রোমাঞ্চকর অংশ ইংরাজের পুলিশের আতঙ্কে ভক্তহস্তে রহিমপুরের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গোমতীনীরেই চিরতরে ডুবিয়া গিয়াছে। কল্পনা দ্বারাও সেগুলি উদ্ধার করা সম্ভব নহে। অতীব দ্রুতকর্ম্মা লোকের অতীত সম্পর্কিত স্মৃতি প্রখর থাকে না।

পুষ্পা, নন্দা, রমা প্রভৃতি মাদিগকে আমার স্নেহ জানাইও। তোমরা যে সমবেত উপাসনার প্রতি এতই নিষ্ঠাবতী, তাহাতে আমি আহ্লাদিত হইয়াছি। তোমাদের নিষ্ঠা সকলের মধ্যে সংক্রামিত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২১শে কার্ত্তিক, ১৩৮১
(৮-১১-৭৪ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

হয়ত তুমি আমাকে জান না বা আমার নামও শোন নাই। কিন্তু আমি তোমাকে জানি। ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর আগ হইতে আমি আমার জীবনের সমস্ত আয় কেবল অপরিচিতদের কাছে পত্র লেখার ব্যাপারে ব্যয় করিয়াছি। বৃদ্ধ হইলেও এখনো আমি তরুণ আছি এবং দৈনিক এইরূপ পঞ্চাশ হইতে একশতখানা পত্র ডাকে দেই। দেশবাসী আমার সেবাটুকু মূল্য দিয়াছেন আমাকে অফুরন্ত ভালবাসা দিয়া।

বিচিত্র নহে যে, একদা তুমিও এই অপরিচিতকে কিছু ভালবাসা দিবে। তবে, ভালবাসা যেখানে সেখানে ফেলিবার জিনিষ নহে। ইহা অপাত্রে অসময়ে ন্যস্ত করিবার নহে।

তোমার দ্বারা আমার কোনও স্বার্থোদ্ধারের প্রয়োজন পড়িবে না। কারণ, জগতে আমার লোভনীয় বস্তু অতি অল্প এবং অকিঞ্চিৎকর। তাহা আমার কাছে আপনা আপনি আসিয়া থাকে। কিন্তু আমাকে তোমার জীবনে হয়ত কোনও সময়ে প্রয়োজন পড়িবে। কারণ, আমি মনুষ্যত্বের উন্নত আদর্শই দিয়া থাকি। আমি চাহি যে, তুমি একটী মানুষ হও অর্থাৎ মানুষের মত মানুষ হও।

আমি ক্লাস ফোর হইতে এম-এ ক্লাসের ছাত্র পর্য্যন্ত, যেখানে যে ছাত্রের ঠিকানা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাকেই উপযাচক হইয়া পত্র দিয়াছি। এক এক জনকে কখনো কখনো উপর্য্যুপরি শতাধিক পত্রও প্রেরণ করিয়াছি। উদ্দেশ্য, প্রাপকের অন্তরে মনুষ্যত্বের উদ্দীপনা জাগুক। তোমার ভিতরে কত কত সদ্‌গুণ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট সদ্‌ব্যবহার হইলে তুমি জগতের কাছে আদর্শ পুরুষ হইতে পার।

আজ এইখানেই শেষ। পরে সময় পাইলে আরও লিখিব। আমি বড়ই কর্ম্মব্যস্ত ব্যক্তি। অবসরেরই দারুণ অভাব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরি-ও মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৭শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৮১
(১৪-১১-৭৪ ইং)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস্ নিও। তোমরা আমার কয়েকটী কুমারী কন্যা কাছাড়ে আদর্শ-প্রচার সম্পর্কিত সংগঠন-মূলক কাজ করিতেছ জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তোমাদের কাছে কেহ এতটা কাজ পুর্ব্বে প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু তোমরা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িয়া সকলকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিলে যে, তোমাদের কাছে অনেক কিছুই প্রত্যাশা করিবার আছে। তোমরা যে মহাশক্তির অংশ-স্বরূপিণী, একথা আমি আমার তরুণ কৈশোরেই জানিতে পারিয়াছিলাম। তোমাদের সেই শক্তিকে জাগরিতা করিবার জন্য আমি লেখনী-হস্তে দীর্ঘকাল শ্রম করিয়াছি। কিন্তু তরুণ কিশোরদের মধ্যে যত বেপরোয়া ভাবে কাজ করিতে পারিয়াছি বা যত অধিক সুযোগ মিলিয়াছে, তোমাদের ব্যাপারে তত কাজ করিতে পারি নাই বা তত সুযোগ মিলে নাই। কোনও অভিভাবকের কুমারী কন্যাকে আমি নিজে যাচিয়া বা অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে পত্র লিখিতে নিশ্চয়ই পারি না। এবং তাহা আমি করিও নাই। কিন্তু তথাপি যে অল্প কয়েক জনের জন্য আমার লেখনী ধারাবাহিক রূপে সুদীর্ঘকাল শ্রম করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক। অথচ একথা ত' ধ্রুব

সত্য যে, চিরকাল আমার লেখনী চলিতে পারে না, একদিন সে হঠাৎ করিয়া থামিয়া যাইবে নিশ্চিত। এই কারণেই আমার কাজ তোমাদের হাতে তুলিয়া নিতে হইবে না। যে দেশের কুমারীরা শুদ্ধচরিতা, তপোব্রতী এবং তেজস্বিনী, সে জাতির ভবিষ্যৎ নিয়া দুর্ভাবনা করিবার কোনও কারণ নাই। সেই জাতি জগতে বরণীয় হইবেই হইবে। কেননা, আজিকার কুমারী কালিকার জগজ্জননী হইবেন।

তোমরা যে পল্লীগ্রামে গিয়া কাজ করিতেছ, তাহাতে কতকগুলি সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তোমাদের যে সকল নেতৃস্থানীয় ভ্রাতা বা নেত্রীস্থানীয়া ভগিনীরা কর্ম্মসূচী তৈরী করিয়া তোমাদিগকে দূর-দূরান্তরে নানা স্থানে নানা কর্ম্মে প্রেরণ করেন, তাঁহাদের প্রতি জনের দৃষ্টি এই একটী বিষয়ে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিও যে, তোমাদের চারিত্রিক মহিমাকে মালিন্যমুক্ত, অপবাদবর্জ্জিত ও স্বচ্ছন্দ রাখিবার পক্ষে যেখানে যে সতর্কতা রক্ষার প্রয়োজন আছে, তাহা তাঁহারা যেন সর্ব্বদাই সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করেন। কর্ম্মক্ষেত্র সবগুলিই সকল সময়ে সমান অনুকূল ও সমান শুচিতাসম্পন্ন থাকে না। এই কথাগুলি যেন সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া কাজ করেন।

তোমার নিজ গৃহ পিতা, ভ্রাতা আদির কাছ হইতে তুমি অনুকূল ব্যবহার হয়ত পাইতেছ না। এমতাবস্থায় বাহিরের কর্ম্মসূচী রক্ষার ব্যাপারে তোমাকে বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে। চরিত্রহীনতা দেশটাকে কতকগুলি পাগলা-কুকুরের আড্ডাখানায় পরিণত করিতে

চলিয়াছে। যাঁহারা এই পাপস্রোতকে বিদমিত করিতে পারিতেন, তাঁহারা অর্থার্জ্জনের অবৈধ নেশায় জাতির ভাগ্য লইয়া ফাটকাবাজিতে মজিয়া আছেন। এই অবস্থায় তোমার, আমার এবং আমাদের সম্পর্কিত সকলের দুর্দ্দমনীয় কর্ম্মাকাঙক্ষার সহিত সতর্ক-পদসঞ্চরকে মিলাইয়া নিয়া কাজ করিতে হইবে।

ঘরের বাধা যে তোমাকে নিদারুণ ভাবে পেষণ করিতেছে, ইহা ভাবিয়া মনের দুঃখ আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না। কিন্তু ইহার ভিতর দিয়াই যে তোমাকে আস্তে আস্তে উন্নতশির হইতে হইবে। আমি যদি দুনিয়ার সব চেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি না হইতাম, আমার যদি ধনৈশ্বর্য্য থাকিত, তাহা হইলে আমি তোমাদের অনেকের দুরবস্থার প্রতীকার করিতে পারিতাম। তোমাদের প্রতিজনকে যে নিজ প্রয়াসেই উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গ-রাশি উত্তরণ করিতে হইবে, এই কথাটী ভাবিয়া আমি নিয়ত জীবনের প্রতিটি সংগ্রামে তোমাদের সঙ্গে থাকিব, কেবল এইটুকু আশ্বাসই দিতে পারিতেছি।

জন্মিয়াছিলে হয়ত পরাধীন ভারতবর্ষে। কিন্তু বাড়িয়া উঠিয়াছ, স্বাধীন ভারতে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্বাধীনতার দুধের সরটুকু চোর আর ডাকাতে লুঠিয়া নিয়া গিয়াছে। তোমার, আমার আর সকলের জন্য রহিয়া গিয়াছে শুধু অভাব, অনটন, অনুযোগ ও অসুবিধা। তবু, যেহেতু আমরা দেশটাকে ভালবাসি, সেই হেতু প্রাণ দিয়া হইলেও দেশের জন্য কাজ করিয়া যাইব এবং শেষ রক্তবিন্দু ঢালিয়া দিয়াও একবার বলিব না—"হে আমার স্বদেশ, আমাকে মান দাও, ধন

দাও, যশ দাও, কীর্ত্তি দাও, প্রতিষ্ঠা দাও, সুখ দাও।" দুঃখের অনলে দগ্ধ হইতে হইতে আমরা বন্দনা-গীতি গাহিব, —"হে স্বদেশ, তুমি আমাকে বিশ্বকে চিনাইয়াছ, বিশ্ব আমাকে চিনাইয়াছে বিশ্বপতিকে, বিশ্বপতি চিনাইয়া দিয়াছেন বিশ্বজনকে। আমার মা রক্তগঙ্গায় স্নান করিয়া আমাকে আনিয়াছিলেন তোমার মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া একটা প্রণাম করিতে। সেই প্রণাম আজও আমার হয় নাই। তবু চাহি, তোমাকে প্রণাম করিতে করিতেই যেন হাসিমুখে একদিন এই নশ্বর তনু ছাড়িয়া দিতে পারি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ত্রিপুরা রাজ্যের পাঁচটী স্থানে তোমার পাঁচটী বক্তৃতাই অশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। তোমার রাণীর-বাজারের জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ শুনিয়া একজন প্রত্যক্ষদর্শী শ্রোতা আমাকে যে পত্র দিয়াছেন, তাহা এই সঙ্গে পাঠাইলাম। অবিমিশ্র প্রশংসা-ভাষণে তিনি তোমাকে

অভিনন্দিত করিতেছেন। কিন্তু বাবা মনে রাখিও, প্রশংসায় স্ফীত হইয়া ব্রতচ্যুত হইলে কিন্তু তোমার কথার দাম কমিয়া যাইবে। কথা জগতে অনেকেই ত' কহিয়াছে কিন্তু শ্রোতারা কয় জনে কয়টী বক্তার কথাকে মূল্য দিয়াছে? মূল্য দিবে, অবশ্যই দিবে, দিতে বাধ্য হইবে, যদি তুমি ব্রতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাক। তোমার জীবন-ব্রত কি, সেই ব্রতের অনুষঙ্গ কি, উপকরণ কি, তাহা তুমি জান। লক্ষ্য রাখিও, ব্রত-নিষ্ঠায় যেন এক চুলও তোমাতে ব্যতিক্রম না আসিতে পারে। তবেই তুমি সার্থক বক্তা হইবে, তবেই তুমি প্রচার-কর্ম্মে সফলতা লাভ করিবে। কর্ম্মী ত' শত শত চাই, কিন্তু সফল কর্ম্মীই সর্ব্বাংশে শ্লাঘ্য।

কাছাড় ও ত্রিপুরার নবোদ্‌ভিন্ন সুবক্তাদের প্রতিজনকে আমি এই একটী কথা বারংবার লিখিতেছি যে, কর্ম্মে স্থায়ী সফলতা অর্জ্জন করিতে হইলে তোমাদের প্রতিজনকে সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে, সদাচারী হইতে হইবে, কুচিন্তা বর্জ্জন করিতে হইবে, দেবমন্দিরে আসন পাতিয়া বসিবার যোগ্যতা দেহে, মনে, রুচিতে ও অভীপ্সায় অর্জ্জন করিতে হইবে। তোমরা আমার কণ্ঠ হও, ইহা ত' নিশ্চয়ই আমি আকাঙ্ক্ষা করিব। কিন্তু আমার কণ্ঠ হইতে হইলে আমাতে ডুবিতে হইবে, মজিতে হইবে, আমার ভাব-তরঙ্গে সাঁতার কাটিতে হইবে, আমার সমগ্র জীবনের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে নিবিড় গভীর, অনুভবী আত্মীয়তা স্থাপন করিতে হইবে, আমাকে ভালবাসিতে হইবে। যাহারা একাজগুলি করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তাহাদের শক্তি ও

মহিমাকে তাহাদের সাফল্য ও গৌরবকে জগতের কোনও শক্তি বা ষড়যন্ত্র, দুশ্চেষ্টা বা দুর্দ্দৈব কদাচ পরাহত করিতে পারিবে না।

শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিও। কারণ, এই শরীর দিয়াই ত' কাজ করিতে হইবে। শরীর অসুস্থ হইলে কি পূর্ণোদ্যমে কাজ করা যায়? আর, কাজ করিবার প্রকৃত বয়স যাহা, সেইখানেই ত' তুমি আসিয়া উপনীত হইয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, বজ্রদৃঢ় স্বাস্থ্য লইয়া অদম্য সৎসাহস লইয়া, নির্ভেজাল পবিত্রতা লইয়া কাজ করিতে সমর্থ হও। নাম-যশে পদাঘাত করিয়া নিঃশঙ্কে অগ্রসর হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৮শে কার্ত্তিক, শুক্রবার ১৩৮১
(১৫-১১-৭৪ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার বিলাপপূর্ণ আবেগকুল পত্রখানা পাঠ করিয়া কৌতুক বোধ করিলাম। লিখিয়াছ, তোমাদের নিজস্ব অতুল সম্পদ তোমরা চিনিতেছ না, অপরের ভাঙ্গা কুলায় যে ছাই-পাঁশ জমিয়া আছে, তাহাদের প্রচারের বিধূননে সেইগুলি যখন তোমাদের নাসারন্ধ্রে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে, তখন তোমরা হাঁ-চ্-চো হ্যাঁ-চ্-চো করিয়া হাঁচিতে

হাঁচিতে কেবলই বলিতেছ, আহা, কি সুবাস, কি মধুর সুগন্ধ, কি স্বর্গীয় সৌরভ। তোমরা এইরূপ কেন করিতেছ, তাহা উপলক্ষ্য করিয়া তোমার বিলাপ।

আমি বলি, তুমি যদি বুঝিয়াছ যে, তোমাদের অতুল সম্পদ বিলি করিবার প্রয়োজন আছে, অধিকার আছে, তবে অন্যান্যদের প্রচারণার বিরোধিতাকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া তুমি একাই ক্ষুদ্র ভাবে কাজটী শুরু করিয়া দাও না। তোমার ধনবল নাই বলিয়া, জনবল নাই বলিয়া প্রাণ-বল ত' কম থাকিবার কথা নহে। অন্যেরা যখন সিংহ-নিনাদে নিজেদের বক্তব্য বলিয়া যাইতেছেন, তখন তোমরা তোমাদের বক্তব্যটুকু অন্ততঃ পক্ষে কপোত-কণ্ঠেও ত' বলিতে পার। পুজি যখন তোমার পাকা সোণার, তখন তোমার ত' ভয় করিবার কিছু নাই। তোমার যে সকল সতীর্থ এই সোণাকে মূল্যবান্ বলিয়া বুঝিতে অক্ষম, তাহাদের বিষয়ে দুশ্চিন্তা করিতে অসম্মত হইয়া, যাহারা সত্যকে সভ্য বলিয়া মানিতে পারে, এমন মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে নিয়া কাজ আরম্ভ কর না! কাজটায় কিছুদিন লাগিয়া থাকিলেই দেখিতে পাইবে যে অনুরাগীর সংখ্যা বাড়িতেছে এবং এমন সব পরিবার হইতে তোমার প্রকৃত সহযোগীরা আত্মপ্রকাশ করিবে, যেই সকল স্থানে তোমার এমন অঘটন কদাচ স্বপ্নেও প্রত্যাশা কর নাই। ছোট্ট একটী পরিকল্পনা করিয়া একবার কাজে নামিয়া দেখ। আমি ত' আমার জীবনের অধিকাংশ কাজ একাই শুরু করিয়াছি এবং নিষ্ঠা ও সৎসাহসের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। ধনবলে বলীয়ান্

বিরাট একটা সঙ্ঘ তাহাদের সর্ব্বশক্তি দিয়া যাহা হয়ত করিতে পারিতেন না, জীবনের অনেক সময়ে আমাকে একা তাহা করিতে হইয়াছে। নিজ আত্মজীবনী প্রকাশ করিয়া কহা আমার স্বভাব নহে। তবু তোমাকে উৎসাহিত করিবার জন্য সংক্ষেপে একটুখানি বলিলাম। তুমি শক্তিহীন নহ, দুর্ব্বল নহ, অপারগ নহ,— রোগজীর্ণ দীর্ণ হৃদয় তোমাকে সাহস করিতে দিতেছে না। কিন্তু আমি জানি, অনেক সহযোগী লইয়া নহে, মাত্র গুটি-কয়েক নিষ্ঠাবান্ সঙ্গী লইয়া তোমাকেও একটা আশ্চর্য্য ঘটনার পত্তন করিতে হইবে। পরমেশ্বর তাহা তোমাকে দিয়া করাইবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বহুদিন ধরিয়া যাহারা ভাব-সূত্রে গুরুর সহিত একটা অদৃশ্য আত্মীয়তার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, দীক্ষা একমাত্র তেমন শিষ্যেরই হওয়া উচিত। কেননা, উহা যেন একটী সুকর্ষিত ক্ষেত্র, যাহা আগে হইতেই আগাছা-মুক্ত হইয়া আছে এবং যাহাতে বীজটী পড়িলে বিনা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিলম্বে স্বভাবের নিয়মে আপনা আপনিই অঙ্কুরিত হইবে। তৎস্থলে অঙ্কুরোদগমের পরে গুরুর কর্ত্তব্য বেড়া দিয়া গরু-ছাগলের রসনা ও দন্তপংক্তি হইতে তাহাকে রক্ষা করা। ইহা যে একটা অতীব বড় কথা, ইহা আমি বুঝি। অন্যেরা বোঝে কিনা, জানি না। আমি বুঝি বলিয়াই তোমাদের বারংবার বলি যে অবিরাম প্রযত্নে সর্ব্বত্র ক্ষেত্র প্রস্তুত কর। সময় হইলেই বীজ বপন করা যাইবে।

ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য অক্লান্ত ভাবে মানুষ যে বৎসরের পর বৎসর শ্রম করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত যে তোমাদের চখের সামনে নাই, এমন নহে। সুতরাং তোমরা কেহই তোমাদের ওখানে আমার আগমনের তারিখ বা সন জানিবার জন্য ব্যগ্র হইও না। সময় হইলেই আমি আসিব। বর্ত্তমানে আমি এত গুরুতর ভাবে কার্য্যব্যস্ত যে, ইচ্ছা করিলেও আসার উপায় নাই। আসিব নিশ্চয়ই, তবে দেরী হইবে। তোমাদিগকে মধ্যবর্ত্তী এই সময়টুকু সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। আমি যখন যাইব, তখন গিয়া সাহিত্য-রসিক পণ্ডিতগণের সহিত কাব্যসুষমার আলোচনায় কাহারও মনোহরণ করিব, দার্শনিক গবেষণার চমৎকারিত্বে কাহাকেও মুগ্ধ বা স্তম্ভিত করিব,— ইহা ত' আমার কর্ম্ম-তালিকা হইতে পারে না। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান নিজ নিজ উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে সসম্মানে বাস করুন, আমার কর্ত্তব্য ঠিক সেই কাজটুকু করা, যে কাজটুকু দায়িত্ব তরুণ কৈশোরে, সম্ভবতঃ আট বৎসর বয়সে, নিজের স্কন্ধে নিয়াছিলাম। আমার কাজ অকপট সেবার প্রযত্ন, আমার লক্ষ্য ভবিষ্যতের সুদূরবর্ত্তী এক নবযুগ, যেই যুগে মানুষ দেবতা হইবে।

জীবনের প্রতিটি কাজে আমাকে কল্পনাতীত ধৈর্য্যের অনুশীলন করিতে হইয়াছে। জন্মিয়াই ছিলাম যেন চতুর্দ্দিক বাধার প্রাচীর লইয়া। যদিও আমি দ্রুতকর্ম্মা তবু আমি দ্রুতগামী নহি। আমার কর্ম্ম অবিশ্রান্ত কিন্তু গতি মন্থর। কত দিকের কত ফাঁড়া কাটাইয়া কত বাধা লঙ্ঘিয়া আমাকে প্রতিদিনের পথ চলিতে হইতেছে, তাহা তোমাদিগকে বুঝাইয়া বলা হাস্যকর মনে হয়। তোমরাও আমার মতন ধৈর্য্যশীল হইয়া কাজ করিয়া যাইতে থাক। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, Slow and steady wins the race * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা অগ্রহায়ণ, রবিবার ১৩৮১
(১৭-১১-৭৪ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। আমার ধারণা ছিল যে, নবেম্বর মাসের ১৪ই তোমাদের জেলা-সম্মেলন। সেই ধারণানুসারে আমি তোমাদের সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া কয়েকদিন আগে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিয়াছি। তোমার খামের পত্রে জানিলাম যে, তারিখটা

১৪ই ডিসেম্বর। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তোমরা কাজ কারিয়া লইবার জন্য প্রচুর সময় পাইলে।

সাধারণতঃ সভা, সম্মেলন প্রভৃতিতে খুব ভাল ভাল কতকগুলি বিষয়ের আলেচনা হয়, যাহার ফলে যোগদানকারীদের চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী প্রয়োজনটী হইতেছে আরও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ইহার পরে প্রসারিত চিন্তার অনুযায়ী ভাবে কর্ম্ম-প্রসার ঘটা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে তাহা আর হয় না, হয় শুধু কতকগুলি দামী কথার আলোচনা এবং তৎপরে নিজ নিজ গৃহে গিয়া সব কথার সম্যক্ বা প্রায় বিস্মরণ। তোমাদের সম্মেলনে যাহাতে এমন অবস্থা না ঘটিতে পারে, তৎকল্পে তোমাদের গোড়াতেই সঙ্কল্প নিতে হইবে।

তোমাদের আশে-পাশে প্রায় সাত আটটী স্থানে অখণ্ডমণ্ডলী গঠিত হইয়াও বিগত সাত আট বৎসর সবই স্থবির অবস্থা পাইয়াছে বা প্রয়াণপথিক হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছ। কিন্তু একটী মণ্ডলীকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সপ্তাহে একদিন সকলে মিলিয়া সমবেত উপাসনা করিলে তাহাই মণ্ডলীর বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে যথেষ্ট খোরাক। অখণ্ডমণ্ডলীর যদি অপরাপর কর্ত্তব্য কিছু থাকে এবং মণ্ডলী যদি তাহা পালন করিতে অক্ষম হয়, তথাপি সমবেত উপাসনার দিনে সর্ব্বাধিক-সংখ্যক উপাসক ও উপাসিকারা ঠিক সময় মত উপাসনা-কেন্দ্রে আসিয়া বিধি অনুযায়ী সমবেত উপাসনাটী যে করিয়া যাইতেছে, ইহাই তাহার বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি, প্রমাণ এবং গ্যারান্টি।

মাত্র এতটুকু কাজ যদি কেন্দ্রে কেন্দ্রে নিয়মিত ভাবে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ চলে, তবে তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে আস্তে আস্তে প্রাচীন ভারতের তপস্যার বনিয়াদে নব ভারত গড়িয়া উঠিতে থাকিবে। এ যেন রেণু রেণু করিয়া হিমালয়গাত্র ধৌত বালুকা-কণার ভারত-মহাসাগরে পড়িয়া আস্তে আস্তে জমিতে জমিতে একটা মহাদ্বীপ বা উপদ্বীপ সৃষ্টির মতন ব্যাপার। তবে একটী কথা এই যে, মণ্ডলীর ভিতরে প্রতিজনের প্রতি প্রতি জনের সম্প্রীতি, আস্থা এবং সহনশীলতা থাকিতে হইবে।

* * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নানা জেলার সংগঠন-কর্ম্মী ও চিন্তাশীল বক্তারা তোমাদের ওখানে আসিবেন, আশু করণীর কর্ত্তব্য এবং দূরান্তবর্ত্তী পরিকল্পনার অধীন ভাবী কর্ত্তব্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিবেন, অনেকে যাহা বিশৃঙ্খল ভাবে ভাবিতেছে, তাহাকেই সুশৃঙ্খল করিয়া বলিবেন ও বুঝাইবেন

তোমাদের মনে যেই অতি প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক কথাগুলি জাগিজাগি করিয়া জাগিতেছিল না তাহা যেন সোণার কাঠির পরশ বুলাইয়া জাগাইয়া দিবেন, অথবা যে অত্যাশ্চর্য্য বিষয়-সমূহ তোমরা পূর্ব্বে কখনও কল্পনাও কর নাই, তেমন কথাগুলিকে বলিবেন কিম্বা পুরাণ কথাগুলিকেই এমন ভাবে বলিবেন, যাহা একেবারে নূতন হইয়া মনশ্চক্ষের সম্মুখ ভাসিয়া উঠিবে, — ইহা ত' আনন্দেরই কথা। ইহাতে দুশ্চিন্তা করিবার কি আছে?

বারংবার তোমার নিদ্রামগ্ন অচেতন গুরুভাইদের কাছে যাইয়াও কাহারও সাড়া পাইতেছ না বলিয়া আফশোষেরই বা কি আছে? তোমাদের অনুষ্ঠান সফল নিশ্চয়ই হইবে এবং তখন ইহারা নিজেরা আফশোষ করিবে যে, এমন এক মহাযজ্ঞে এক কণা সমিধ্ যোগাইতে গিয়া ইহারা কেন কৃপণতা করিল। কোনও চিন্তা করিও না। সম্মেলন তোমাদের সফল হইবেই।

গুরুভাইরা যেখানে নীরব নিঃস্তব্ধ নিথর নিশ্চল, তুমি সেখানে তোমার গুরুর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরটুকু দিয়া দাও। তুমি যন্ত্র হও, তাঁকে হইতে দাও যন্ত্রী। সাফল্য তোমার সুনিশ্চিত,—এই বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ রাখিও না।

সম্মেলনের প্রধান কথাটা হইতেছে মিলন। সম্যক্ মিলনের নাম সম্মেলন। মিলিবে ত' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যষ্ঠিগুলি এক একটা মণ্ডলীতে। মণ্ডলীর সমষ্টীভূত মিলন অপর বহু মণ্ডলীর সমষ্টীভূত মিলনের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হইবে। এই মিলন হইতেছে সম্মেলন। এক

সম্প্রদায়ের সম্মেলন অপর বহু সম্প্রদায়ের সম্মেলনের সঙ্গে একাত্ম হইয়া জগতে একদা সৃষ্টি করিবে এক মহামিলন, যেই মহামিলনে বিশ্ববাসীর প্রকৃত মুক্তি নিহিত। সকলের সহিত সকলের মিলন-বন্ধন দৃঢ় হইলেই জগতের সর্ব্ববন্ধন হইতে চিরমুক্তি। আমি একক মুক্তির কথা স্বপ্নেও কখনো চিন্তা করিতে সমর্থ নহি। আমার মুক্তি সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি বদ্ধ জীবের সামূহিক মুক্তি।

সুতরাং নূতন নূতন মণ্ডলী গঠনের সময়ে তোমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া লইবে যে, অমিলন, অসম্প্রীতি, বিদ্বেষ ও রেষারেষিকে কোনও মণ্ডলীতে কদাচ প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২রা অগ্রহায়ণ, সোমবার ১৩৮১
(১৮-১১-৭৪ ইং)

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার দেওয়া ব্রহ্মবীজ অক্ষয়-বটের বীজ। ইহা সতেরো আঠারো বছর ধরিয়াও যদি পাষাণের ফাটলে পড়িয়া থাকে, না পায় আমার

স্নেহকরপুটের প্রত্যক্ষ ছায়া, না পায় আমার প্রেমময় হৃদয়ের কোমল স্পর্শ, তথাপি ইহা অটুট অক্ষত অবিকল থাকে এবং কালকালান্তর ব্যাপিয়া নিজের অঙ্কুরকে কেবল বাড়াইতে বাড়াইতে পরিণামে দিগন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপক বিস্তার লাভ করে, ইহা ত' আমার নিজ চক্ষে দেখা অসংখ্য আশ্চর্য্য ঘটনার অন্যতম। তোমার সুমধুর পত্রখানা সে কথা পুনরায় নূতন করিয়া প্রমাণ করিল। গুরু যেখানে নিঃস্বার্থ, মন্ত্রদান সেখানে অব্যর্থ। কত জনে মন্ত্র দীক্ষা নিয়া সুদূরে ছিটকাইয়া পড়ে, আমি তাহাতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই না। আমি জানি, তাহাকে কোনও না কোনও সময়ে, এমনকি জন্মান্তরেও, আমার কাছে আসিতে হইবে, আমার পদতলে বিনয়নম্র চিত্ত লইয়া বসিতে হইবে, বলিতে হইবে— "বাবামণি, যাহা দিয়াছিলে, তাহা সত্য, নির্ভেজাল খাঁটি সত্য, আদি অকৃত্রিম দ্বন্দ্ব-রহিত দ্বন্দ্বাতীত পরম সত্য, —'সত্যেরই জয় হইবে, মিথ্যার নয়,' তোমার এই মহাবাক্য চিরন্তন সত্য।" বলিতে হইবে, —"লোক-সংস্কার, দেশ-সংস্কার, কুলপ্রথা, চিরাচরিত নানা বিচিত্র দৃষ্টান্তের প্রভাব আমার আনুগত্যকে যেখানেই টানিয়া নিয়া গিয়া থাকুক, আর তুমি অবিচলিত সংযমে আমার এই আচরণের প্রতি যতই ক্ষমা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করিয়া থাক, এতকাল ধরিয়া নানা রূপ সাধন, নানা রূপ ভজন করিয়া করিয়াও দেখিতেছি, আমি তোমাকে ছাড়িয়া আসিতে পারি নাই, আমি তোমারই কাছখানে বসিয়া রহিয়াছি, আমি একান্ত ভাবে তোমারই আছি।"

নিষ্কাম নিঃস্বার্থ চিত্তে ব্রহ্মবীজ বিতরণের ইহা স্বাভাবিক সুফল।

ইহা আমার নিজের কোনও কৃতিত্ব নহে। পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া আগ্রহী মানবমাত্রকেই যে অধিকাংশ সময়ে দীক্ষা দিয়াছি, তাহার মূল কারণ ইহা, তাহার মূখ্য ভরসা এইখানে। নতুবা, নিদারুণ নিষ্করুণ কর্ম্মযোগী আমি কদাচ হঠাৎ একজন ধর্ম্মাচার্য্যে পরিণত হইতে পারিতাম না।

যাহা হউক, তোমার পত্র পাইয়া খুবই খুশী হইয়াছি। অন্যান্য বিষয় নিম্নে লিখিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া বুঝিলাম যে ঘুঘুমারি সত্যই এমন জায়গা, যেখানে সঙ্ঘবদ্ধ সৎকাজ একেবারেই অসম্ভব। তথাপি তুমি আমাকে লিখ নাই,—"পারিব না এমন স্থানে কাজ করিতে।" তুমি বরং লিখিয়াছ, —"আদেশ করুন, প্রাণ দিয়া দিব, তবু কাজ হইতে বিরত হইব না।" তোমার সাহস ও আনুগত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি বাবা। একথা অকপটে আমার স্বীকার করা উচিত।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বাঙ্গালী জাতিটা এমনই অদ্ভুত দলাদলি-প্রিয় হইয়াছে যে, সৎ ও অসৎ যে কোনও কাজেই একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন পড়ুক, সেখানেই দুই, তিন, চারিটা দল হইবে এবং মানুষগুলি কোনও আদর্শের জন্য কিছু করিবে না, দলের জন্য অকারণে লড়িতে লড়িতে মরিবে। এই অসৎ স্বভাবের বাঙ্গালী যেখানেই যাইতেছে, সেখানেই ঝাঁটা খাইতেছে, অপমানিত হইতেছে, অত্যাচারিত হইতেছে. পরহস্তে ক্রীড়নক সাজিতেছে। এই মজ্জাগত নিদারুণ দোষটার জন্যই হয়ত ঘুঘুমারির কাজকে তুমি অত ভয় পাইতেছ। ভয় পাইয়াও যে, "কাজ করিব না" বলিয়া সোজা অস্বীকার করিয়া বস নাই, তোমার এই সৌজন্যে ও আজ্ঞাবহতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি।

তোমাকে ওখানে কাজ করিতে হইবে প্রথমে আমার শিষ্যদের লইয়া। তাহাদের মধ্যে একটু মিলন-ভাব জমাট হইয়া উঠিলে পরে অনখণ্ডিদিগের মধ্যে কাজ শুরু করিবে। কিন্তু কাজটা কি? অনুনয় করিয়া বলা যে, সপ্তাহে একটা দিন ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সময়মত সমবেত উপাসনায় বসা। কেন বসা? তাঁহার নিজের কুশলের জন্য এবং জগতের সকলের কুশলের জন্য। কেহ কথা শুনিবে, কেহ গালি পাড়িবে, কেহ তোমাকে চোর ভাবিবে, কেহ ডাকিবে "ভণ্ড" বলিয়া, তথাপি তোমার কাজ তুমি করিয়া যাইবে। তিনটী মাস সমানে এই কাজটী করিয়া যাইতে থাক, তিনটী মাস কোনও সুফলের প্রত্যাশা রাখিও না। তিন মাস মধ্যে কোনও ফলোদয় ঘটিলে আনন্দে আটখানা

হইয়া কাজ ছাড়িয়া দিও না। সর্ব্বাবস্থায় তোমাকে এই কাজটীতে লাগিয়া থাকিতে হইবে। আজ যাহারা এই জন্য তোমাকে পাগল বলিবে, তিন পুরুষ পরে তাহাদের বংশধরদের কাছে যদি তোমার নামটী কোনও প্রকারে পৌছে, তাহা হইলে তাহারা ধন্য ধন্য করিবে। আমরা এমন কাজই করিতেছি, যে কাজে জীবৎ-কালে যশস্বী হওয়া একটা অতি দুর্ল্লভ ব্যাপার। যশ আমরা চাহি না কিন্তু দৈবাৎ পাইয়া গেলেও তিন পুরুষ পরে হয়ত তাহা পাইব। আমাদের প্রয়োজন অফুরন্ত ধৈর্য্যের, অপ্রতিম প্রতীক্ষা-শক্তির।

তোমার নিজের গ্রামের লোকেরাই সহজে তোমাকে গ্রাহ্য করে না, এমতাবস্থায় বাহির গ্রামের লোক কেহ তোমাকে অগ্রাহ্য করিলে মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ নিবে না বা অভিমানাহত হইবে না। কারণ, অবিশ্রান্ত কাজ করিয়া যাওয়াই তোমার ব্রত, কে গ্রাহ্য করিল আর কে করিল না, তাহা নিয়া তোমার আবার মাথা ব্যথা কেন হইবে?

নূতন নূতন জায়গায় নূতন নূতন মণ্ডলী স্থাপন করিতে যাইতেছ। একটী কথা সুস্পষ্ট মনে রাখিও যে, নিজের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব বা বুদ্ধি-বিবেচনাকে সম্মানিত করিবার জন্য স্থানে স্থানে নূতন নূতন প্রথার পত্তন করিও না। সমবেত উপাসনার তোমরা প্রবর্ত্তনকারী নহ। এই ব্যাপারে নিত্য-নবপ্রবর্ত্তনের তোমাদের অধিকার নাই। ঠিক যে ভাবে যতটুকু করিবার তোমরা এখান হইতে নির্দ্দেশ পাইয়াছ, ততটুকুই তোমরা নিষ্ঠার সহিত করিবে। কাঁকুড়গাছি গুরুধামে, পুপুনকী

আশ্রমে ও বারাণসী আশ্রমে সমবেত উপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সকলকে পুষ্পবিল্বপত্র হাতে নিয়া বসিতে হয় এবং হরিওঁ কীর্ত্তন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া অঞ্জলির মন্ত্রগান শুরু হয়। ঠিক এই নিয়মটী সাইত্রিশ আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও অনেকে রহিমপুর আশ্রমে বা ফেণী বা পরশুরামে দেখিয়াছে। ডিব্রুগড়ে মৌনভঙ্গের বিরাট উপাসনাতেও এই শৃঙ্খলাই অনুসৃত হইয়াছে। হরিওঁ কীর্ত্তন হইয়া যাইবার পরে অঞ্জলির পুষ্প সংগ্রহের জন্য হুড়াহুড়ি, চেঁচামেচি, বাক্যালাপ এবং নূতন করিয়া আবার হাত ধোয়ার জন্য হৈ-হৈ শুরু করা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় প্রথা। এই নূতন কুপ্রথাটীর প্রচলন কোথাও কোথাও ঘটাতে উপাসনার গাম্ভীর্য্য বিশেষ ভাবে ক্ষুন্ন হইয়াছে। লোকের মনগড়া এসব প্রথাকে আমল দিও না, প্রশ্রয় দিও না। এইরূপ আরও অনেক রকমের নূতন প্রবর্ত্তনের খবর প্রায়ই নানা স্থান হইতে পাইতেছি। এসব হইতে বিরত থাকিও। সমবেত উপাসনা সর্ব্বত্র একই নিয়মে অনুশীলিত হইলে তবেই তোমাদের ঐক্য স্থায়ী হইবে।

আশীর্ব্বাদ করি সফল হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
৪ঠা পৌষ, শুক্রবার, ১৩৮১
(২০-১২-৭৪ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এতগুলি দিন কলিকাতায় ছিলাম। উদ্দেশ্য,—সম্পূর্ণ সমবেত উপাসনাটীকে ডিস্ক্ রেকর্ডে তোলা। সংহিতা, সাধনা, স্নেহময়, অসীম প্রভৃতি আট দশ জনের সহিত কণ্ঠ-সংযোগে এবং সুখময়ের কণ্ঠ ও পরিচালনার সুযোগে এমন পীড়িত শরীরেও আমার কণ্ঠ তার কথা ঠিক মতই কহিয়াছে। এতটা আশা করি নাই। এখন যদি তোমরা সকল স্থানে রেকর্ডগুলির সদ্ব্যবহার কর, তবেই খুশী হই। এই উপলক্ষ্যে সাপটগ্রামের নলিনী, কাছাড়ের রণজিৎ, অণ্ডালের দীপক ও আশ্রমের আরও দুই জন তাহাদের করণীয় প্রশংসনীয় ভাবে করিয়াছে। ইচ্ছা আছে, ইহার পরে চরিত্র-গঠন আন্দোলনের অংশরূপে কিছু বক্তৃতামালাও রেকর্ডস্থ করি। দেখি, শেষ পর্য্যন্ত কি হয়।

জামনগর হইতে অখণ্ড-বাণী বা মিলন-মন্ত্র বা এইরূপ অন্য একটী নাম দিয়া গুজরাটী ভাষায় মাসিক প্রচার-পত্রিকা বাহির করিবে তাহাতে দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষ কেন আপত্তি করিতেছেন, ঠিক বুঝিলাম না। এই তিন নামের যে-কোনওটার সমনামা কোনো কাগজ কি গুজরাটে বাহির হয়? একই নামে দু'টা পত্রিকা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না কিন্তু

তোমার প্রদত্ত অন্যান্য নামগুলি এমন যে, ভূভারতে ঐ নামে কোনও পত্রিকা আছে বলিয়া কল্পনা করিতে ক্লেশ বোধ হয়। যাহা হউক, নূতন নাম দিয়া আবার দেখিতে পার, অথবা দিল্লীতে দরবার করিয়া দেখা যাউক। এ যুগে যে কোনও সহজ সরল স্বাভাবিক কাজকে কুটিল, জটিল, গ্রন্থিল না করিলে প্রতিভার কেরদানী দেখান হয় না বলিয়াই বোধ হয় সাধারণ পদযাত্রাকেও Obstacle Raceএ পরিণত করা হইতেছে।

ওখানে হাজার হাজার গাভী না খাইতে পাইয়া শীর্ণকায়া হইলেও অথবা খরার কল্যাণে গাভী পালন করিতে অক্ষম হইয়া গোমাতার প্রতি দরদী লোকেরা চোখের জল ছাড়িতে ছাড়িতে শত শত গাভী রাস্তায় ও প্রান্তরে নিজ নিজ অদৃষ্টের সহিত যুঝিবার জন্য ছাড়িয়া দিলেও, তুমি অতদূর হইতে পুপুন্‌কী আশ্রমে গাভী পাঠাইতে যে নানা রূপ বাধার সম্মুখীন হইবে, ইহা আমি আগেই অনুমান করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন যখন দেখা যাইতেছে যে, অফিশিয়াল বাধাবিঘ্ন দুস্তর, তখন ঐ অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। আমি গোশালার গৃহ এখনো শেষ করিতে পারি নাই। সুতরাং গোধনের প্রতি আমার লোলুপ দৃষ্টি একটু সুস্থির হইয়াছে। টাকা থাকিলেও অনেক সময়ে কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আর যখন টাকা থাকে না, তখনকার অবস্থা কি, ভাবিয়া দেখ। ছয়টী কি আটটী গাভীর যোগ্য টাকা একরূপ যোগাড় করিয়াই রাখিয়াছিলাম। কিন্তু যোগাযোগ যখন হইয়া উঠিল না, তখন তুমি এবার আর দুঃখ করিও না। দেশ স্বাধীন

হইলে কি হয়, বিভিন্ন রাজ্যগুলি একে অন্যের অনুপূরক হইয়া ওঠে নাই। এজন্য কোনও প্রতিভাবানের মগজ কাজ করিতে নামে নাই। এক রাজ্য প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে অপর রাজ্যের শোষকের রূপ নিতে চলিয়াছে বলিয়া নানা প্রবণতা হইতে সন্দেহ জাগে। আমরা যাহারা দুশ চারশ বছরের ঘটনাকে কটাক্ষ-কালমাত্র মনে করি, তাহাদের একমাত্র প্রতীক্ষা করার সামর্থ্যই সম্বল। প্রাচীন ভারত আবার জাগিয়া উঠিবে, তবে অনেক লাথি ও ঝাটা সহিবার পরে। আমাদের যাহা প্রাপ্য ইংরাজ তাহার সবটা দিয়া যাইতে পারে নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৪ঠা পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সাত আট জনে সাত আটটি স্থান হইতে সাত আটটি বিভিন্ন রকমের পত্র দিয়াছ। তোমাদের প্রশ্নের ও বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় ভিন্ন-ভিন্ন। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপারে তোমাদের সমস্যার মধ্যে সাদৃশ্য এত অধিক যে, জনে জনে আলাদা পত্র না দিয়া এক পত্রেই

সকলকে জবাব দিতেছি। একটারই অনুলিপি করিয়া প্রত্যেককে পাঠানো হইবে। আমার এই পত্রের যে অংশটুকু তোমার একার পক্ষে প্রযোজ্য নহে, মনে করিও যে, তাহা অন্য কোনও সতীর্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়। চিঠি পড়িয়া আর লিখিয়া কূল পাই না। এজন্য এই সব কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়।

একটা কাজ কোথাও ধরিলে, দ্রুত হউক আর ধীরে ধীরে হউক, ঐ কাজটীকে বহু-বৎসর-প্রলম্বিত করিবার অধ্যবসায়ের ঝুঁকি নিতে হইবে। নতুবা মানুষের নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল মনের উপরে কোনও সৎপ্রয়াসেরই স্থায়ী ছাপ পড়িবে না। গান থামিয়া গিয়াছে ত'? মৃদঙ্গের মৃদু নিক্কণে তালটুকু রাখিয়া চল। বাদন থামিয়া গিয়াছে ত'? কণ্ঠের গুঞ্জন দিয়া রাগিণীর বিস্তার চলিতেই যেন থাকে। কাজ শুরু করিয়া আর থামার কথা নাই, অনিবার চালু রাখিতেই হইবে। ইহাকেই সাধকেরা নাম দিয়াছেন নিষ্ঠা।

ঘরে ঘরে মানুষের পূজা পাইবার জন্য আমি জীবনে একটী কাজও করি নাই, ক্ষণিকের চিন্তাও দেই নাই। মানুষ নিজেকে চিনুক আর বিশ্বপ্রভুকে প্রণাম করুক। আমার তৃপ্তি, আনন্দ, সফলতা ও পরম মহাসিদ্ধি উহাতেই। মানুষ পরম প্রভুকে চিনিলে সমগ্র বিশ্ব তাহার আপন হইবে। তখন আর তাহার মনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আসিবে কি করিয়া?

কোনও শিষ্যপিপাসু মহাপুরুষম্মন্য প্রতিভাবান্ ব্যক্তির শিষ্যসংখ্যাবৃদ্ধির চমৎকারিত্ব দেখিয়া তোমাদের ঈর্ষ্যান্বিত হইবার কি

আছে? আদর্শবাদের তুঙ্গে বসিয়া আমরা কাজ করিব। আমাদের মন অত ছোট হইবে কেন? কাহারও মতবাদ বা পথবার্ত্তা যদি জটিল, গ্রন্থিল, লোককল্যাণ হইতে দূরবর্ত্তীও হয় এবং তাহারাই যদি যাবতীয় মানুষকে নিজ নিজ শিষ্যদলভুক্ত করিয়া নেন, তবু তোমাদের হতাশ হইবার কিছু নাই। তোমাদের মত ও পথকে গ্রহণ করিবার পক্ষে উপযুক্ত মানুষেরা বর্ত্তমান পিতাদেরই ঔরসে জন্মিবেন। ধীর ভাবে যৎসামান্য কালপ্রতীক্ষা কর। এজন্য লক্ষ কোটি বৎসর অপেক্ষার প্রয়োজন হইবে না। কাজ চালু রাখ আর ধৈর্য্য ধর।

লৌকিক প্রয়োজনের তাগিদ হইতে নহে, আদর্শের ও আচরণের নির্ভেজালশুদ্ধতা হইতে তোমাদের প্রতিটি কর্ম্ম পাইবে প্রসারের প্রেরণা তোমরা আমার শিষ্য, তোমাদের কাছে একথা আমি অকপটে বলিতে পারি যে, আদর্শের উচ্চতার দিক দিয়া Swarupananda is the last word in the present world একথা বাহিরে প্রচার করিবার প্রয়োজন নাই। বাহিরের লোকের কাছে আমি অকপটে একজন সাধারণ মানুষ এবং ঐ পরিচয়ই যথেষ্ট।

আমার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রচার আমি বিগত ষাট বৎসর ধরিয়া শুনিতেছি। আমি নিজেকে ছন্নছাড়া পাগল মনে করি বলিয়া অন্যের বচনকেও অনেক সময়ে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দেই। উহা আমার গায়ে লাগে না। শিল-পড়া বৃষ্টির মধ্যে শিলগুলির শীতলতাই আমার স্পর্শসুখ উৎপাদন করে, মরা গাছের ঝরা পাতাগুলি গায়ে ঠেকিলেও আর টের পাই না। দিবারাত্রি আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছি,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হর্ষেও আনন্দ, বিষাদেও আনন্দ, কর্ম্মেও আনন্দ, বিরতিতেও আনন্দ, আমার কারবার পূরাপূরি আনন্দ লইয়া,— বঞ্ছনীয়, অবাঞ্ছনীয় প্রতিটি অবস্থায় আনন্দই আমার আস্বাদনীয়। — বিরুদ্ধ নিন্দা হজম করিয়া যাও।

আমি যে ভিক্ষায় নামিলাম না, ইহা নিয়া আর আফশোষ করিয়া লাভ কি? লৌকিক জীবনের পরমায়ুর গণা দিনগুলি ত' প্রায় শেষ করিয়া দিলাম। এখন আর ভিক্ষাটনে নামিয়া কি লাভ হইবে? কিন্তু আমি যে সত্যই ভিখারী, চাঁদা তুলিবার ফিকিরেই যে আছি, একথা প্রমাণ করিবার জন্য যাঁহাদের প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতেছে, তাঁহারা সুযোগ খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়া আরও বেশী বিরক্ত হইয়া আমাকে গালি পাড়িতেছেন দেখিয়া তোমরা চঞ্চল হইও না। প্রতীক্ষা কর, সব কলরবই একদা নীরব হইবে। সহিষ্ণুতার মত গুণ নাই।

তাড়াতাড়ি কর্ম্মসিদ্ধি করিতে চাহিও না। ভালভাবে কর্ম্মসিদ্ধি চাহিও। অনন্ত জীবন জুড়িয়া আমরা পরিশ্রম করিব শুধু একটী নিষ্পাপ সংসিদ্ধি অর্জ্জন করিবার জন্য। তাড়াতাড়ি কাজ সারিবার জন্য ভেজালের আমদানী কি বরদাস্ত করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে?

ত্রিপুরা, কাছাড় ও অন্যান্য পার্ব্বত্য অঞ্চলে ভারতদ্বেষী এক অভিনব খ্রীষ্টধর্ম্মের ব্যাপক প্রসারকে প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য কেহ কেহ গঙ্গাপূজা, কেহ কেহ চৌদ্দ দেবতার পূজা প্রবর্ত্তনের কথা ভাবিতেছেন। এ যেন, আফ্রিকার ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য শনি আর শীতলার

মন্দির প্রতিষ্ঠার ন্যায় ব্যাপার। একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে তাঁর প্রকৃষ্টতম সাধন-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে, এসব টোট্‌কা কোনও কাজে আসিবে না। তোমরা টোট্‌কার ভরসা না করিয়া প্রকৃত ঔষধের দিকে নিজেদের মনকে নিবিষ্ট ও সকলের মনকে আকৃষ্ট কর। মহৎ কার্য্য কদাচ সুগভীর চিন্তা ও প্রশান্ত ধ্যানের পীঠভূমি ছাড়া দাঁড়াইতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই পৌষ, শনিবার ১৩৮১
(২১-১২-৭৪ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তোমায়, আমার বা আরও বহু জনের শরীরে আস্তে আস্তে বার্দ্ধক্য তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে, একথা যতটুকু সত্য, তোমার, আমার এবং অন্যান্য সকল বর্ষীয়ান্ মানুষদের অন্তরের সত্য ভাবনাগুলি যে দেহান্তের পরেও জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে থাকিবে, এই কথা তার চেয়ে কম সত্য নয়। সুতরাং অতীতের অকৃতিত্বের দিকে তাকাইয়া

অনুশোচনার দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার প্রয়োজন নাই। যার যেটুকু সময় হাতের মুঠার মধ্যে এখনো আছে, তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া এস আমরা প্রতি জনে জীবনে পরম কৃতার্থতা অর্জ্জন করি।

তুমি গুরুতে বিশ্বাস করিয়াছ, গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়াছ, গুরু-নির্দ্ধারিত পথে অবিচল বিক্রমে চলিবার অধ্যবসায় লইয়া চলিতেছ, সর্ব্বজীবহিত তোমার অন্তরের কাম্য, সর্ব্বজনে শুভদান তোমার জীবনের ব্রত। তোমার আবার ভয়-ভাবনা কিসের? যত জনে ভয়-ভাবনাকে জয় করিয়াছে, প্রতিজনে এইভাবেই করিয়াছে।

গুরু সম্পর্কে নানা জনের নানা মত আছে। আমারও একটা আছে তবে তোমারই বা একটা মত থাকিবে না কেন? তুমি ত' গুরুকে ইহ জীবনের সর্ব্বস্ব ধন বলিয়া জানিয়াছ। এমন জানা যে জানে, তাহার গুরু তাহার জন্য অনন্ত কোটি অনাগত জীবনেও নিরন্তর সর্ব্বস্ব ধনই থাকেন। তোমার নিজের সংস্কার অনুযায়ী তুমি নিজের ভাবে লগ্ন থাক। তোমার পরমপ্রাপ্য হইতে তোমাকে কেহ কদাচ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

জগতের একটী প্রাণীর চিত্তেও আমি কদাচ কোনও অন্ধসংস্কার সৃষ্টি করিতে সহায়তা দেই নাই। প্রত্যেককে দেখাইয়াছি বিচারের বিনম্র আলোক। প্রজ্ঞার বলে প্রতি জনে নিজ নিজ কর্ত্তব্য ও ভবিতব্য বাছিয়া লইয়াছে। যাহা তুমি করিবে, তাহাই তুমি হইবে। তোমার করণীয়কে মধুর ও স্বাদু করিবার জন্যই আমি মাত্র কহিয়াছি, — হরিওঁ, ঈশ্বর আছেন।

তিনি আছেন, একথা সত্য জানিয়া এস আমরা সকলে মিলিয়া জগৎ জুড়িয়া আনন্দ-কোলাহল তুলি হরিওঁ, হরিওঁ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরি-ও মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

৫ই পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা —, তোমরা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

স্বামী ও স্ত্রীতে মিলিত হইয়া সীমাবদ্ধ স্বল্প কালের জন্য বা সুদীর্ঘ সময়ের জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা সুমহতী মর্য্যাদার ব্যাপার। ইহা কঠিন, শুধু তাহারই জন্য নহে, ইহা সর্ব্বজীবশুভপ্রদ বলিয়াই ইহার এমন সম্মান, এত প্রশংসা। এই জীবন ও এই জীবন-ব্রত গোপনে পালন করিতে হয় বলিয়াই ইহার প্রশংসা হাট-বাজারে শুনা যায় না, শুনা যায় সাধকের নিভৃত জীবনের প্রশান্ত ছায়াতলে। তোমরা তোমাদের ব্রতের কথা বাহিরে প্রকাশ করিও না। তোমরা যে নিজেদের আহার-সংযম করিয়া সপ্তাহে একটী দিনের ব্যয় জগৎকল্যাণকর মহৎ কার্য্যের জন্য নিয়মিত প্রদান করিয়া যাইতে পারিতেছ, ইহা তোমাদের জীবনের সার্থক ব্রহ্মচর্য্যেরই অমোঘ ফল।

দাম্পত্য জীবনে যে ব্যক্তিরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, তাহাদের

কিন্তু কলহের আসরে নামিতে নাই। স্বামি-স্ত্রীতে যেমন কলহ করিবে না, গুরুভাইবোনদের সঙ্গেও তেমন ঝগড়ায় মাতিবে না। দ্বন্দ্ব-কলহ-নিন্দা-দ্বেষ হইতে সযত্নে দূরে থাকিবে। দেখিবে, ইহার ফলে ব্রহ্মচর্য্য-পালন সহজতর হইয়া যাইবে। দাম্পত্য কলহ যে কত দম্পতীর ব্রহ্মচর্য্য-নাশ ঘটাইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর মান-ভঞ্জন করিতে গিয়াই অধিকাংশ সময়ে সঙ্গিনীকে বা সঙ্গীকে ব্রতভঙ্গ স্বীকার করিতে হইয়াছে। ধৈর্য্য আর মৈত্রী, মেজাজের স্নিগ্ধতা ও ব্যবহারের মিষ্টতা সংযমকে দৃঢ় করে, ব্রহ্মচর্য্যকে পাকা করে।

অনুচিত কৌতূহল ও অব্যাপারে আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া চলিবে। বাহিরের লোকে যেন না জানে যে, তুমি ভিতরে ভিতরে কত পবিত্র জীবন যাপন করিতেছ। কিন্তু নিজে যেমন পবিত্র-জীবন যাপনে উদ্যত রহিয়াছ, তেমন আবার অন্যান্যের গুপ্ত-জীবন সম্পর্কে আলোচনায়, সমালোচনার বা বর্ণনে একেবারেই নিঃস্পৃহ ও বিরত রহিও। আশা করি, এই ভাবেই তোমরা দুই জনে চলিতেছ। তথাপি কথাটী "অধিকন্তু ন দোষায়" হিসাবে বলিলাম।

তোমাদের জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য আমি কামনা করি এবং আশীর্ব্বাদ করি। দেশে যদি এক লক্ষ সংযত গৃহী নীরবে বসিয়া দেশের কল্যাণ কামনা করে, তাহা হইলে তাহাদের আশীর্ব্বাদের শক্তিতেই সাতান্ন কোটি নরনারীর উদ্ধার হইতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া মুগ্ধ হইলাম। আমার শরীরের অসুস্থতার সংবাদে ব্যস্ত হইয়া তুমি আমার অসুস্থতা নিজের শরীরে নিয়া যাইবার প্রার্থনা জানাইয়াছ। ত্রিপুরার দুর্গম এক অঞ্চলে বন-পাহাড়ের শীতল ছায়ায় এমন একটী রসাল প্রাণ যে রহিয়াছে, ইহা আমার পক্ষে গৌরবের কথা, শ্লাঘার কথা। কিন্তু বাবা অসুস্থতা বা শারীরিক অপটুতা হয়ত নিলে, আমার বয়সটা নিতে পারিবে কি?

তার চেয়ে বরং আমার কাজের কিছু ভার নাও, যাহা নিলে আমি মাথাটাকে একটু পাতলা বোধ করিতে পারিব। কি যে আমার কাজ, তাহা বুঝিবার জন্য তোমাকে হাজারখানা গ্রন্থ পড়িতে হইবে না। আমার বাল্যজীবন হইতে শুরু করিয়া আজকাল পর্য্যন্ত একটী দিনও যদি ক্ষণকাল আমার সহিত অবস্থান করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার কাজ চিনিয়া নিতে তোমার কষ্ট হইবার কথা নহে। আর যদি মাত্র দীক্ষার দিন ক্ষণকাল ছাড়া অন্য দিনে বা অন্য ক্ষণে আমাকে কখনো সঙ্গী রূপে না পাইয়া থাক, তবে বলিব, গল্পও ত' কিছু কিছু

আমার সম্পর্কে শোনা যায়। তার সবগুলিই অলীক কাহিনী হইতে পারে না, তাহার কিছু কিছুকে নির্ব্বিচারে সত্য বলিয়া মানিয়া নেওয়া যায়। মুচি-মেথরকে কি আমি ঘৃণা করিতাম? কুলী-মজুরকে কি আমি হেয় জ্ঞান করিতাম? দুর্ব্বল ও পাতকীকে কি আমি চির-নরক-গামী বলিয়া ভাবিতাম? তাহাদেরও যে উদ্ধারের পথ আছে বা আসিবে, এই কথাই কি আমার বিশ্বাসে স্থির-প্রতিষ্ঠ ছিল না? জাতির গর্ব্ব কি কখনো আমার মনকে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে? ভালবাসাকেই কি আমি জীবনের সবচেয়ে সার্থক প্রাপ্তি বলিয়া জ্ঞান করি নাই? নিজ জীবন-কথা নিজ মুখে আমি বলিতে চাহি না কিন্তু তোমরা যে পঞ্চাশ ষাট বৎসর ধরিয়া নানা গল্প শুনিয়াছ, তাহার সবগুলিই গল্প নহে বা অতিরঞ্জন নয়। উহা হইতে বুঝিয়া লও, আমার কাজ কি এবং বুঝিয়া লও, তোমাদিগকে আমার কোন্ কাজ নিজ নিজ স্কন্ধে সাদরে সানন্দে সাগ্রহে তুলিয়া লইতে হইবে।

তোমার প্রেম আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমার শরীরে কোনও রোগ নাই, একমাত্র অতিশ্রমজনিত ক্লান্তি আমাকে বারংবার অপঘাত করিতে চাহিতেছে। তোমরা যদি আমার বাহু হইতে পার, তাহা হইলে আমি বেশী দিন কাজ করিয়া যাইতে পারিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ছোট ছোট অক্ষরে, অনুজ্জ্বল কালীতে, নীল রংয়ের কাগজে পত্র লিখিলে সেই পত্র পড়িতে অসুবিধা হয়। তোমার হস্তাক্ষর অনেক স্থানে ঠিক বুঝিতেও পারি নাই। তবে, তোমার বক্তব্য বুঝিতে পারিয়াছি। অকপটে যে সব কথাই লিখিয়াছ, তাহাতে তোমার সরলতায় তুষ্ট হইয়াছি। যে সরল ও অকপট, পতনের পিচ্ছিল পথ হইতে ফিরিয়া আসিবার অর্দ্ধেক বাধাই তাহার দূর হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানিও।

পুরুষের সান্নিধ্যে নারীর ও নারীর সান্নিধ্যে পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ-বোধ ব্যাপারটা স্বাভাবিক পর্য্যায়ে পড়ে। ইহার জন্য তুমি নিজেকে কদাপি উদ্বিগ্ন করিও না। হিতাহিত-বোধ-বর্জ্জিত না হইলে যে-কোনও সাধারণ মানুষ মানসিক এই স্বাভাবিক বিকারটুকুকে প্রতিরোধ করিয়া চলিতে পারে।

তবে বিপদ ঘটাইয়াছ, বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া তরল পানীয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া। এই অভ্যাস বা আসক্তি তোমাকে প্রাণপণ বলে দূর করিতে হইবে। এমন কুবন্ধুদের সংস্পর্শ তোমাকে আপ্রাণ যত্নে বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। তাহাদের সংসর্গে থাকিয়া যে সব কুকর্ম্ম অবহেলে করিয়াছ বা করিবার সম্ভাবনা, সেগুলিকে জীবন

থাকিতে প্রশ্রয় দিবে না, এই পণ করিতে হইবে। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা তোমাকে তোমার নিজ-শক্তি-বলেই করিতে হইবে। এজন্য দৈববলের ভরসায় থাকিলে চলিবে না। বাহুবলে তোমাকে এই অসাধ্য সাধন করিতে হইবে।

হতাশ হইও না, নিজেকে দুর্ব্বল বলিয়াও ভাবিও না। যাহাদের সংসর্গে পড়িয়া এমন ভ্রমাত্মক সব কাজ করিয়াছ, নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস কর যে, তাহারা কেহই তোমার অপেক্ষা সবল নহে।

আমি আশীর্ব্বাদ করি, এই মুহূর্ত্ত হইতেই তুমি নিজের মহিমাতে বিশ্বাসী হও এবং নিজভুজবীর্য্যে সকল অপসম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দেশে গিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত কলহ করিতে হইয়াছিল এবং তারপর হইতেই শরীর-মন খারাপ বোধ হওয়াতে কবিরাজের শরণাপন্ন হইলে। ভাই-বোনে ঝগড়া সকল দেশেই হয় কিন্তু এমন কলহ কেন

করিবে যাহাতে মন-মেজাজ খারাপ হয়? ভবিষ্যতে সর্ব্বপ্রকার কলহ-সম্ভাবনা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবার জন্য চেষ্টা করিও। ইহাতে কখনো কখনো বৈষয়িক ব্যাপারে ঠকিতে হয়, ইহা সত্য কিন্তু মনের শান্তি অটুট থাকে। স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তিরা অন্যায়ের প্রতিবাদ না করিয়া পারে না, ইহা সত্য কিন্তু অন্তরের শান্তি ক্ষুণ্ণ না করিয়া সকল কাজ করিতে হইবে। আশা করি, তুমি ভবিষ্যতের ব্যাপাকে এই বিষয়ে সতর্ক হইবে। এই সতর্কতার দ্বারা তুমি অপরের দৃষ্টিতেও সম্মননীয় হইবে।

কবিরাজ তোমাকে ভুল ঔষধ দিয়াছিলেন, এমন হওয়া বিচিত্র নহে। তবে, তাহার প্রতিষেধ-ব্যবস্থাও সম্ভব। তুমি হতাশায় ঢলিয়া পড়িও না বা অযথা উদ্বিগ্ন হইও না।

তান্ত্রিক ও পণ্ডিতজনেরা তোমাকে নানা বোলচালে হয়ত বিভ্রান্ত করিতেছেন। ঐ সবে তোমার কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন নাই। আধ্যাত্মিক উপায় স্বরূপে তুমি যাহা গুরুর কাছে পাইয়াছ, মাত্র তাহা অবলম্বনেই তোমার যাবতীয় দুর্গতির বিনাশ হইবে। উক্ত ভদ্রলোকেরা একদা আমার আশ্রমে ছিলেন এবং আমার শাকরেদি করিয়াই ঐ সব বুজরুকী শিখিয়াছেন এই জাতীয় নানা উক্তির সত্যতা সম্পর্কে আমি সন্দিহান। কারণ, আজকাল নানা স্থানেই অনেকে এমন দাবী করিয়া ঐ সকল স্থানে নিজ নিজ বিশেষ অভিলাষ পূরণের চেষ্টা করিয়া থাকে। কেহ হয়ত সত্য সত্যই একদা আমার আশ্রমে ছিল কিন্তু

আশ্রমবাসের তাহারা অনুপযুক্ত বলিয়া স্বেচ্ছায় আশ্রম হইতে সরিয়া গিয়াছে। ইহাদের কোনও উক্তির সত্যতা বা কোনও আচরণের সঙ্গতি সম্পর্কে আমি ত' কোনও গ্যারান্টি দিতে পারি না বাবা। আশ্রমটা এখানে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৯২৭ ইং) স্থাপিত হইয়াছে। হাজার কর্ম্মী আসিয়াছে ও গিয়াছে। কে কি ভাবে আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছিল, তার সব কথা মনে থাকাও ত' সম্ভব নহে। সুতরাং আমার আশ্রমের প্রাক্তন অন্তেবাসী বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারীর কোনও বাক্যে বা আচরণে যদি অসঙ্গতি দেখিতে পাও, তবে তাহাকে ঐ বাবদে আমল না দেওয়াই ত' তোমার পক্ষে নিরাপদ।

চাকুরী করিতেছ সমর-বিভাগে। তুমি হুট্ করিয়া চাকুরী ছাড়িয়া দিতে পার না। এতকাল চাকুরী করিবার পরে এই চাকুরীর ভাবী সুবিধাগুলি পরিত্যাগ করিয়া নূতন জীবিকার সন্ধানে বাহির হওয়াও এক মারাত্মক ভুল হইবে। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর, তুমি গুরুদত্ত নামে মন লাগাও, তুমি অবিচল বিক্রমে নানা জনের নানা কথা শোনা হইতে বিরত হও। তুমি নিশ্চয়ই সুস্থ হইয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার অনেকগুলি পত্র পাইয়াছি। উত্তর দিতে পারি নাই। আরও সহস্রাধিক পত্র জমিয়া আছে। আজ একেবারে জিদ করিয়া বসিয়াছি যেন অনন্তঃ দেড় শত পত্রের জবাব দিয়া সারিতে পারি।

দেশ-বিভাগের পরে তোমরা সুবিচার পাও নাই। এই কারণেই এতগুলি বৎসর পরেও আজ তক্ তোমরা নিরাশ্রয়। কিন্তু যাহাকে কেহই আশ্রয় দেয় না, ভগবান্ তাহার আশ্রয়। আর, ভগবান্ যাহার আশ্রয়, তাহার ভয়-ভাবনার কারণ থাকে না। ঈশ্বর বিশ্বাস কর এবং সত্যে দৃঢ়রূপে স্থির থাক। একদা সত্যের জয় হইবেই।

শ্রীহট্ট জেলাটাকে পাকিস্তানের ভিতরে ফেলিবার জন্য যাহারা আপ্রাণ কৌশল করিয়াছিল, অনেক বিলম্বে তাহারা দেখিয়া বড়ই বিমর্ষ হইল যে, আসামটা বঙ্গভাষীতে ভরিয়া গিয়াছে। শ্রীহট্টকে চেষ্টা-চরিত্র করিয়া বিপাকে না ফেলিলে আসামে বঙ্গভাষীর সংখ্যা বর্ত্তমান সংখ্যার চাইতেও শতকরা পঞ্চাশ জন কম থাকিত।

বাঙ্গালীকে অবাঙ্গালী-ভাষা-ভাষীদের প্রদেশগুলিতে ছড়াইয়া দিয়া বিনাশ করা হইবে বলিয়া যে আতঙ্ক দেখা দিয়াছে, আমার মতে তাহাও ভ্রান্ত। বাঙ্গালী যে দেশেই যাউক, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ,

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ভাবৈশ্বর্য্য কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। এই সব ভাবাদর্শের মূল কথা জগতের কল্যাণ। তোমরা এই সকল ভাবাদর্শ হইতে কদাচ দূরে সরিয়া পড়িও না। যেখানেই যাও, নির্বিদ্বেষ হিতবুদ্ধি লইয়া প্রতিটি মানুষের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিবে। তোমরা যে তাহা করিতে জান, তাহা আমি তোমাদের শিবিরে স্থিতিকালে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। তোমাদের কেহই পর নহে, সবাই আপন। এই শিক্ষাটী তোমরা বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রথম পাইয়াছ। সুতরাং এই ভাষার বিধৃত চিন্তামণি-সমূহ তোমরা সর্ব্বত্র, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বপ্রদেশে, সর্ব্বসম্প্রদায়ে ছড়াইয়া দিবার জন্য, বিলাইয়া দিবার জন্য আপ্রাণ যত্নশীল হও।

উৎসাহী উদ্বাস্তুরা তোমাদের শিবির ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া বসবাস শুরু করিয়াছে, ভাল কথা। যাহারা উদাসীন আছে, তাহারা যাহাতে প্রতি কর্ম্মে উৎসাহী হয়, তাহার জন্য প্রতি জনকে প্রেরণা দাও।

রাম ও লক্ষ্মণের দল, লব ও কুশের দল, অঙ্গদ ও হনুমানের দল, সুগ্রীব ও বিভীষণের দল—প্রত্যেককে ডাকিয়া বল, বসিয়া থাকিবার আর দিন নাই, সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় মানবের একত্ব ঘোষণার দিন আগতপ্রায়, প্রত্যেকে সজাগ হও, বজ্রবাহুর আস্ফালন করিয়া কাজে লাগো। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরি-ও মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ২৮শে কার্ত্তিকের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। অমরপুর চণ্ডীবাড়ীর ধর্ম্মীয় জনসভায় যোগদানের জন্য তোমরা ডালাক অখণ্ড মণ্ডলী হইতে পনের জন অখণ্ড-ভ্রাতা পতাকা উড়াইয়া সমস্ত পথ হরিওঁ নাম-কীর্ত্তনে মুখরিত করিয়া সভাস্থলে পৌঁছিয়াছিলে, জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। অন্যান্য মণ্ডলী হইতে কেহ অনুরূপ কাজ করে নাই শুনিয়া বিস্মিত হই নাই। কারণ, এদেশের ধাতস্থ লক্ষণই এই যে, শত শত লোকে কথা শুনিতে চাহিবে একটী নির্দ্দেশের জন্য কিন্তু নির্দ্দেশ পাইবার পরে অধিকাংশেই তাহা পালন করিবে না। চারিদিকে ছোটবড় যে সকল মণ্ডলী আছে, প্রত্যেককে মহীতোষ শিলচর হইতে ও শশাঙ্কশেখর আগরতলা হইতে এই বিষয়ে আমার নির্দ্দেশ জানাইয়া দিয়াছিল। নির্দ্দেশ যে পালিত হইল না, এজন্য অবাধ্য মণ্ডলী-সমূহের হয়ত বিন্দুমাত্রও লজ্জাবোধ জন্মিবে না কিন্তু আমি এখানে বসিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি যে, যাহারা নির্দ্দেশ সত্য সত্যই পালন করিল না, তাহাদিগকে নির্দ্দেশ প্রেরণের মতন বোকামি করিলাম কেন। তুমি ত' আমাকে আসন্ন ত্রিপুরা-ভ্রমণে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ডালাকে একটা প্রগ্রাম করিতে লিখিতেছ। কিন্তু অমরপুরকেই যেখানে প্রগ্রাম হইতে বাদ দিয়া দিতে হইল, সেখানে ডালাকে এখনই প্রগ্রাম হয় কি করিয়া? তবে, অমরপুরের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যকে না বিড়ম্বিত করিয়া তোমরা নিজেদের ভুজবলে নিজেদের অঞ্চলে যোগ্য ভাবে সংগঠন-কার্য্য চালাইয়া যাইতে থাক। দেখি, পরবর্ত্তী কোনও ভ্রমণে অমরপুর একেবারে বাদ দিয়াই তাহার চারিদিকের ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রামগুলিতে প্রগ্রাম রাখিতে পারি কিনা। মহীতোষের বা শশাঙ্কের নহে, অমরপুরেরই এবার উচিত ছিল, চারিদিকের ছোট বড় সকল মণ্ডলীকে তোমাদেরই মণ্ডলীর ন্যায় একই ভাবে একই উদ্দেশ্যে অমরপুরের সভায় যোগদান করিতে বারংবার প্রেরণা দেওয়া। অমরপুর তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে নাই। মৃণালকান্তির বক্তৃতা খুবই ভাল হইয়াছে, লোকে মুগ্ধ-শ্রবণে শুনিয়াছে, মাত্র এইটুকু খবরেই আমি খুশী হইয়া অমরপুরকে বরদান করিতে পারি না। চারিদিকে পার্ব্বত্য বস্তিগুলিতে অখণ্ড আছে, কোথাও কোথাও মণ্ডলীও আছে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট একটী বিশেষ ভঙ্গিমায় প্রত্যেক স্থানের প্রত্যেকে আসিয়া যোগ দিল না, কেহ সেই ভাবে তাহাদিগকে যোগ দিতে বাধ্য করিতে পারিল না, ইহা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় নহে।

দীক্ষার তারিখে অনেকেই ত' ঊর্দ্ধশ্বাসে উদয়পুরের দিকে ছুটিবে। প্রত্যেককে বলিয়া দিও যে, মজ্জাগত কর্ত্তব্যে-অবহেলা ও আজীবনের আলস্য-দোষ যাহারা পরিহার করিতে পারিবে না এবং সপ্তাহে

একদিনের সমবেত উপাসনাতে যাহারা যোগ দিবার অবসর পাইবে না, এমন ব্যস্তবাগীশ, অনবসর লোকেরা যেন হুট্ করিয়া দীক্ষার মণ্ডপে প্রবেশ না করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অন্যান্য আরও বহু স্থানের ন্যায় শিলং-এও তোমরা পঞ্চদিবসব্যাপী শারদীয় অখণ্ড-উৎসব সাফল্যের সহিত সম্পাদন করিয়াছ, জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। অধিকতর প্রীত হইলাম এই সংবাদে যে, উৎসবের মধ্য হইতে আড়ম্বর কমাইয়া তোমরা বেশ-কিছু টাকা বাঁচাইয়াছ, এবং তাহা মালটিভারসিটি তহবিলে দান করিয়াছ। উৎসবের একটা অস্থায়ী দিক আছে, যাহা মাত্র দুদিনের বা পাঁচ দিনের, কিন্তু তাহাকে অবহেলা করা যায় না। উৎসবের ফলস্বরূপ স্থায়ী শুভকর্ম্মের একটা দিক আছে, যেই দিক্ সম্পর্কে অন্ধ থাকা কেবল ত্রুটিই নহে,— পাপ। তোমরা উভয় দিক্ কৃতিত্বের সহিত রক্ষা করিয়াছ। এজন্য তোমাদিগকে আমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন জানাইতেছি।

রিপোর্ট দেরীতে দিয়াছ বলিয়া বিরক্ত হই নাই কিন্তু রিপোর্টের আসল কথাগুলি সত্যই প্রীতিবর্দ্ধক বলিয়া বেশী খুশী হইয়াছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

৫ই পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমতলা অখণ্ড-মণ্ডলীর বার্ষিক সভাতে প্রদত্ত তোমার সম্পাদকীয় ভাষণটী চমৎকার হইয়াছে। আমার এই পত্র সহ ঐ ভাষণ দ্বিতীয়বার পাঠের জন্য একটী সাধারণ সভার আহ্বান করিও। তারপরে তোমার সম্পাদকীয় ভাষণটী পশ্চিমবঙ্গ সম্মিলিত সংগঠনের সভাপতিকে প্রেরণ করিও। যাহা আমতলার ব্যাধি, তাহা সকল স্থানেরই সর্ব্বব্যাপী ব্যাধি। অন্য কোথাও বার্ষিক সভায় এভাবে নিজেদের ত্রুটীগুলি উদ্‌ঘাটিত করিয়া সংশোধনের চেষ্টা হয়ত হয় নাই। তুমি তোমার সম্পাদকীয় ভাষণের উক্তিগুলি দ্বারা সকলের উপকার করিবার চেষ্টা করিয়াছ। এজন্য আমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

সপ্তাহে একদিন আসিয়া সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে না পারা অপারগতা-হেতু নহে, বস্তুতঃ অবহেলা-প্রযুক্ত। দীক্ষার মণ্ডপে এই

সকল লোককে হুড়াহুড়ি করিয়া ঢুকিতে কে বলিয়াছিল, যাহারা সপ্তাহে একদিন সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে আগ্রহী হইতে পারিবে না? পরপর তিনটী সপ্তাহ যাহার বাদ গিয়াছে, সে কি মাসে অন্ততঃ একটা সমবেত উপাসনাতে যোগ দিতে অক্ষম? এমন অক্ষমদের গুরু বলিয়া নিজেকে ভাবিতে যাওয়া আমি কলঙ্কজনক বলিয়া মনে করি তোমাদের ওখানে আবার গেলে ত' আমাকে এতজ্জাতীয় কতকগুলি অপদার্থকেই দীক্ষা দিয়া ক্লিষ্ট হইতে হইবে! এই কারণেই এখন আমি আর কোথাও সহজে পগ্রাম করি না।

পগ্রাম না করিতে পারার আরও কতিপয় কারণ আছে। তোমরা প্রায় সকলেই চাহ রবিবার। বৎসরে বায়ান্নটীর বেশী রবিবার নাই। তোমরা সকলেই চাহ, হাটবারে যেন না পড়ে। কিন্তু তাহা হইলে পথিমধ্যে কোথাও দুই দিন, কোথাও তিন দিন অকারণে বসিয়া থাকিবার ফিকির করিতে হয়। আমার সুবিধামত দিনে হইলে আমি যত সহজে পগ্রাম করিতে পারি, তোমাদের প্রতিটি স্থানের বিশেষ বিশেষ সুবিধার দিনগুলিতে করিতে হইলে তত সহজে পগ্রাম হইতে পারে না। এই কথাগুলির যথার্থ্য বুঝিতে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন পড়ে না।

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হইল প্রস্তুতি। তোমাদের অঞ্চলের লোকের মনে আমার ফটো পূজা করিবার প্রবৃত্তি জাগিলেই আমি ধন্য হইয়া যাইব না। আমার চিন্তা ও আদর্শের সহিত তোমাদের পরিচয় নাই। আঠারো খণ্ড অখণ্ড-সংহিতার কয়খানা খণ্ড তোমরা

চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিয়াছ, বল ত'! যে কয়খানা দেখিয়াছ, তাহার মধ্য হইতে কয় পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াছ বা অন্যকে পাঠ করিতে শুনিয়াছ, বল ত'! আমার নামে জয়ধ্বনি দিয়া পঙ্গপালের দল আসিয়া আমার শিষ্য হউক, ইহা আমি চাহি না। আমি চাহি, কেহ শিষ্য হউক বা না হউক, আমার চিন্তা ও আদর্শের সহিত পরিচিত হউক। আমার আদর্শের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দরকার-মত একদা তোমরা উপযুক্ত যুক্তি সহকারে আমার ভ্রম-প্রদর্শন করিয়াও ত' আমার উপকার করিতে পার। তাহাকে আমি কম লাভের মনে করি না। আমার আদর্শের সহিত পরিচিত না হইলে তোমরা আমার আদেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ কোনটাই ত' পালিতে পারিবে না! গুরুশিষ্য সম্বন্ধই ত' এভাবে মিথ্যা হইয়া যায়।

দীক্ষা ত' তোমরা অনেকে দুই, দশ, বিশ বৎসর আগে নিয়াছ। কিন্তু কয়জনে নিজ স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিয়াছ যে, বিবাহ-কর্ম্মটা শুধু ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নয়, বাবামণি বলিয়াছেন যে, ইহার উচ্চতর লক্ষ্য আছে? পুরাতন শিষ্যদের কুলীনত্বের দাপটে কত আসর মাৎ হইয়া যাইতেছে কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা কর ত', মাসে বা বৎসরে কয়টী সমবেত উপাসনায় সে যোগদান করে? জিজ্ঞাসা কর ত', কাহার নিকটে সে সমবেত উপাসনার শুদ্ধ সুর শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছে? জিজ্ঞাসা কর ত', বাবামণির চিন্তাধারার সঙ্গে গত দশ, পনের, বিশ বৎসরের মধ্যে কয়টা মানুষকে পরিচিত করিবার চেষ্টা সে করিয়াছে?

কয়েক লক্ষ ভণ্ড শিষ্যের গুরু হইয়া আমি নিজেকে বড়ই

উৎপীড়িত মনে করিতেছি। অসংখ্য সন্তানের পিতা হইয়াই আমি নিজেকে একক, নিঃসঙ্গ একেবারে একঘরে বলিয়া অনুভব করিতেছি। সোণা দিয়া দাঁত বাঁধাইয়া নিয়া তোমরা যখন কপট হাসি হসিয়া আমার ভ্রমণ-কালে নিজ নিজ গৃহে আপ্যায়ন কর, আমি তখন দেখিয়া অবাক্ হই যে, নামী গুরুর শিষ্যরূপে তুমি জনসাধারণের মধ্যে সম্ভ্রম বাড়াইবারই চেষ্টা করিতেছ, আমার জীবনাদর্শকে রূপবন্ত করিবার বিষয়ে তোমার অন্তরে প্রকৃত আগ্রহ নাই।

প্রায় সকল স্থানের প্রকৃত চিত্রটী যখন এই, তখন তোমাদের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন, আগাছাযুক্ত জমিগুলিতে কষিয়া কোদাল মারা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

হরি-ও　　　　৫ই পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বহুজনে বারংবার একই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া একই স্থানে একই উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া আসিতে থাকিলে, এই সকল বিচ্ছিন্ন কর্ম্মচেষ্টারও একটা সামূহিক সুফল কিছুকাল মধ্যেই অনুভূত হয়।

এই কথাটী প্রতিটি সংগঠন-কর্ম্মীর মনে রাখা উচিত। তোমরা সকল স্থান হইতে প্রকৃত কর্ম্মী খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা কর। চেষ্টা কর, যাহাতে কর্ম্মীরা দরদী মন লইয়া কাজে নামে। এক সঙ্গে চারিদিকে শত শত কণ্ঠ একই কথা আবৃত্তি করুক, একই গান গাহিয়া বেড়াক, একই মন্ত্র বা সূত্র কণ্ঠস্থ করিতে থাকুক বা অন্যান্যদিগকে কণ্ঠস্থ করাইতে থাকুক। একটুকু একটুকু করিয়া প্রত্যহ বা প্রতিসপ্তাহে বা প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে একটী সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে কাজ করিয়া যাইতে থাকিলে, একদা ক্ষুদ্র প্রারম্ভও অতীব মহতী পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। এই বিশ্বাস যদি আমার না থাকিত, তবে একদা নিঃসম্বল পথিক রূপে রাস্তার নামিয়া গিয়া আজ আমি তোমাদের মত শত, সহস্র বা লক্ষ জনকে নিকটে কদাচ পাইতে পারিতাম না। তবে, আমার ক্ষোভ মাত্র এইটুকু যে, কথা শুনিবার জন্য তোমরা যেমন পাগল, কথা পালন করিবার জন্য তাহার এক সহস্রাংশও নহ। তথাপি আমি হতাশ হই না। কেননা, আজ তোমরা হয়ত জিদ করিয়াই কথা অনুযায়ী কাজ করিতে বিরত থাকিবে কিন্তু আমার কথা শুনিবার জন্য অগণিত নরনারীরা ভবিষ্যতের তিনটী শতাব্দী ব্যাপিয়াই আসিতেছে এবং হয়ত অনন্ত কাল আসিবে।

মুষ্টিমেয় তোমরা যে কজন আমার কথা শুনিলে মানিয়া নিতে ইচ্ছুক, পালিয়া যাইতে আগ্রহী এবং তদনুযায়ী চলিবার পথে বাধাবিঘ্নকে অগ্রাহ্য করিতে আগ্রহী, তাহাদের প্রত্যেককে বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে, বালক, যুবক, বালিকা, যুবতী, কিশোর, কিশোরী, সধবা, বিধবা, বিবাহিত, বিপত্নীক প্রত্যেকে কিছু কিছু কাজের ভার নাও।

তবে, কোনও কর্ম্মী যেন মাদক-দ্রব্যের নেশা না করে। মদ, আফিং, গাঁজা, ভাং, চরশ আদি ত' স্পর্শই করিবে না, পারিলে ধূমপান-চুরুট, বিড়ি, সিগারেটও— যেন বর্জ্জন করে। আমি ত' আশ্রমগুলিতে চা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে দেই নাই। কোনও কর্ম্মী যেন চরিত্রগত দুর্ব্বলতার আধার বা শিকার না হয়। আমরা চরিত্র-সুন্দর বীর্য্যবান্ এক জাতি সৃষ্টির জন্যই কাজ করিতেছি, — এই কথা প্রত্যেককে মনে রাখিতে হইবে।

মণ্ডলীর ভিতরে আভ্যন্তরীণ অশান্তি এবং এক মণ্ডলীর সহিত অপর মণ্ডলীর কলহ যে সংঘজীবনের কলঙ্ক, এই কথা প্রত্যেকে মনে রাখিও। এই কলহ হইতে যেন প্রত্যেক অখণ্ড ও প্রত্যেক মণ্ডলী মুক্ত থাকে। বিশ্বব্যাপী মিলনের মহাযজ্ঞের যাহারা হোতা, আত্ম-কলহ তাহাদের শোভা পায় না।

ভিন্ন-মতাবলম্বী ভিন্ন-পন্থানুসারী ব্যক্তি বা সঙ্ঘের প্রতি তোমাদের কাহারও যে বিদ্বেষ নাই, ইহা প্রশংসনীয়। সর্ব্বদা সাবধান থাকিও যাহাতে এইরূপ সঙ্কীর্ণচিত্ততা ও দোষদৃষ্টি তোমাদের মধ্যে কদাচ না আসে। কিন্তু নিজেদের ভিতরে সততার আদর্শকে যদি অটুট রাখিতে না পার, টাকাকড়ি লইয়া বা স্ত্রীলোকের মান-মর্য্যাদা লইয়া যদি তোমাদের মধ্যে দুর্ব্বলতার সঞ্চার কখনো ঘটে, তাহা হইলে পরমত বিদ্বেষের ন্যায় দূষণীয় মনোবৃত্তির সৃষ্টি ঘটিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। যাহারা নৈতিকতায় আদর্শস্থানীয়, তাহারা একদিকে যেমন জঘন্য কাজে হাত দিতে হয় অসমর্থ, অন্য দিকে তেমন পরনিন্দনে, পরদূষণে,

পরপীড়নে হয় অরুচিগ্রস্ত। তোমরা যদি আদর্শ-চরিত্র মানুষ হইতে পার, তবেই ত' আমার কর্ম্মী হওয়া তোমাদের সাজে। অথবা, অন্য কথায় বলিতে পারি, আমার কর্ম্মী হইয়া বিনীত মনে বিশ্বস্ত ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইয়া যে কোনও সৎকাজে নামিয়া গেলে তোমাদের কাজই তোমাদের চরিত্রকে আদর্শ করিয়া গড়িয়া তুলিবে। সৎকর্ম্মী যেমন আদর্শ সেবা দান করিয়া থাকে, সৎকর্ম্ম তেমন আদর্শ-সেবক গড়িয়া তোলে।

তোমার একটী মুখের কথায় জগতের বহু জনের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ পূর্ণচন্দ্রমার জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইতে পারে। খুঁজিয়া বাহির কর কি সেই কথা, যে কথা শুধু কহিয়া গেলেই মানব-জাতির অতুল উপকার ঘটিতে পারে। কথার চেয়ে কাজ অনেক শক্ত কিন্তু কথার মত কথা যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে পার এবং সেই কথাটী যদি অচেতন মানবাত্মার কাণের কোণে বারংবার উচ্চারণ করিয়া তাহার তন্দ্রাঘোর টুটাইতে পার, তবে তোমার মুখের কথা বলাটাই একটা অতি বড় কাজের কৌলীন্য লাভ করিবে। সেই কথাটীকে খুঁজিয়া বাহির কর, যার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় কথা মানুষের কাণ কখনো শোনে নাই।

হেঁয়ালীর মত লাগিল? হেঁয়ালি নহে, সরল সহজ বাস্তব সত্য বর্ণনা করিলাম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

লিখিয়াছ, তুমি আমার কোনও কাজ করিতে পার না বলিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত। লজ্জা এবং দুঃখ এক্ষেত্রে দোষের নহে। কেননা, যাহার লজ্জা আছে, সে একদা আমার কাজ কিছু না কিছু করিবেই। যাহার এই জন্য দুঃখবোধ আছে, সে ত' কোনও প্রকারেই আমার কাজ না করিয়া পারিবে না। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আমার কোনও কাজই তুমি করিতে পারিতেছ না কেন? সময়ের অভাব বলিয়া? না, কোন্‌টা আমার কাজ, তাহা বুঝিতে পার নাই বলিয়া?

আমি তোমাদে কাছে কাজ চাহি, ইহা সত্য। "তোমরা আমার বাহু হও,"— একথা আমি বহু বৎসর ধরিয়া কহিয়া আসিতেছি। কিন্তু কেহই হয়ত বুঝিতেছ না যে, আমার কাজটা কি, আমার কাজ বলিতে কি কাজকে বুঝিতে হইবে।

সদবুদ্ধি লইয়া মূর্খ, অশিক্ষিত, অজ্ঞানকে এক কণা জ্ঞান কি দিতে পার? ক্ষুধার্ত্তকে পেট ভরিয়া না খাওয়াইতে পার ত' অন্ততঃ এক মুঠা ভাতও কি দিতে পার? ক্রুদ্ধ, রুষ্ঠ, মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির মনকে একটুখানি শান্ত করিবার জন্য দুটী মিষ্টি কথা কহিতে পার?

পাপের জ্বালায় যে জ্বলিয়া মরিতেছে, তাহাকে কি মুখের কথা দিয়াও একটু আশ্বাস দিতে পার যে, ঈশ্বর আছেন, তিনি সকল জ্বালা দূর করিয়া নিশ্চিতই দিবেন, শুধু একটু শরণাপন্ন হওয়াই প্রয়োজন? এসব নানাবিধ সরল সহজ কাজের একটাও কি তুমি কখনো করিতে পার না? স্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের কি ডাকিয়া বলিতে পার না,— ভাই সংযমী হইও, ব্রহ্মচারী হইও, মিতভাষী হও, মিতব্যয়ী ও মিতাহারী হইও,— মদ্যপান করিও না, ধূমপান করিও না, অশ্লীল কথা উচ্চারণ করিও না। নিশ্চয়ই পার। তাহা যদি পার এবং কর, তবেই ত' আমার কাজ করা হইল। আমার কাজ করিতে হইলে তোমাকে দশ মন তেল পুড়াইতে হইবে না, লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে হইবে না। সবাই যদি একটুকু একটুকু করিয়া এই সব কাজ কর, তবে আমার মতন সুখী মানুষ জগতে আর কে আছে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এক মাস ষোল দিন পরে তোমার পত্রখানার উত্তর দিতে

বসিয়াছি। কারণ, সময় করিতে পারি নাই। এত রকমের কাজ আমাকে করিতে হয় যে, পত্রখানা যে লিখিতে পারিলাম, ইহাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

তুমি ওখানে একা দীক্ষা নিয়াছিলে, তোমার স্বামী নেন নাই, লিখিয়াছ। দুজনেই একত্র নিলে নিশ্চয়ই ভাল হইত, কিন্তু আমাদের দেশের একটী সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণা আছে যে, পতিব্রতা সতীর সাধনার সৎফলের অধিকারী তার স্বামীও হন। সুতরাং এই দিক দিয়া আপাততঃ তোমার আফশোষ করিবার কিছু নাই। সময়, সুযোগ ও রুচি হইলে যথাকালে তাঁহার দীক্ষা হইতে পারিবে। তোমার স্বামীকে ও পুত্রকন্যাদের আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও।

তোমার শ্বশুরবাড়ী যেই শহরে, সেখানে আমি বহুবার গিয়াছি এবং অদূর ভবিষ্যতেও যাইব। তোমরা চাকুরীস্থল হইতে দেশে আসিলে তখন দেখা হইতে পারিবে।

সাধনে রুচি এবং পরমেশ্বরে অটল বিশ্বাস নিয়া তুমি সাপ্তাহিক পাঠ-প্রকল্পে এবং সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাতে যোগ দিতেছ জানিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। কেবল দীক্ষাটুকু নিলেই কেহ আমার শিষ্য হয় না। আমার শিষ্যত্বটুকুকে অটুট রাখিবার জন্য তাহাকে ঐ দুইটী কার্য্যে সরল অন্তঃকরণে, হৃষ্ট মনে, আগ্রহ সহকারে যোগও দিতে হয়। তুমি যাহা করিতেছ, তাহা আমার প্রকৃত সন্তানের কার্য্য হইতেছে। সমবেত উপাসনার চেয়ে প্রিয়তর অনুষ্ঠান আমার নিকটে আর কি আছে? কিছুই নাই। এই একটী জিনিষ দিয়া আমি জাতির ক্লৈব্য ঘুচাইতে চাহি। এই একটী জিনিষ দিয়া আমি জিগদ্ব্যাপী মৈত্রী প্রতিষ্ঠা

করিতে চাহি, এই একটী জিনিষের মহিমায় এবং প্রতাপে আমি নূতন পৃথিবীর জন্মদান করিতে চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

৫ই পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা —, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দীক্ষাদান কালে আমি আমার প্রতিটি দীক্ষিতব্য সন্তানের নিকটে এইটুকুই প্রত্যাশা করি যে, তাহাদের অতীত পাপের ভাবনা যখন আমিই ভাবিব, তখন তাহারা দীক্ষার পরে আর নূতন করিয়া কেহ পাপের অনুশীলন বা অধর্ম্মের অনুসরণ করিবে না। এই প্রত্যাশা আমার পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক, কারণ, কোনও শিষ্যের নিকট হইতে কোনও পার্থিব প্রাপ্তির আশা, আকাঙ্ক্ষা বা কামনা আমার নাই বা কখনো, ছিল না। সুখের বিষয়, আমার কোনও কোনও শিষ্য আমার এই প্রত্যাশা পূরণ করিয়া থাকে এবং নূতন করিয়া কোনও অধর্ম্ম, অন্যায়, পাপ বা অপরাধের অনুশীলন হইতে প্রাণপণ যত্নে দূরে থাকে।

লিখিয়াছ, তুমি তাহা পার নাই। ভ্রমবশতঃ অন্যায় করিয়া

ফেলিয়াছ। এজন্য অনুতপ্তও হইতেছ। অনুতাপটুকু ভাল কথা, কিন্তু অন্য খবরটুকু দুঃখপ্রদ। আমি ব্যথা পাইয়াছি কিন্তু রুষ্ট হই নাই। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে চাহি যে, এরূপ ভুল তুমি যেন আর কখনো না কর।

আমার নিকটে দীক্ষা নিয়াই শুধু নহে, দীক্ষা নেয় নাই, আমাকে দেখে নাই পর্য্যন্ত, দূর হইতে আমার আদর্শের অমলতার খবর শুনিয়া মনে মনে ভক্তিমান্ হইয়া মনে মনে শিষ্য হইয়া আছে, এমন কত লোক শুধু এই একটুখানি কৃতিত্বের গুণে কত বড় বড় অপরাধ ছাড়িল, আর তুমি আমার দীক্ষিত শিষ্য হইয়া তাহা পারিবে না? কত গণিকা গাণিক্য ছাড়িয়াছে, কত অসতী সতী হইয়াছে, কত লম্পট সদাচারী হইয়াছে, কত মদ্যপ নেশা ছাড়িয়া দিয়াছে। আর, তুমি পারিবে না তোমার অসততা পরিহার করিতে?— নিশ্চয়ই পারিবে।

যে অপরাধ করিয়াছ, যে ভাবে তাহার দোষ-ক্ষালন হয়, তাহা দ্রুত করিবার চেষ্টা কর এবং সরল মেরুদণ্ডে নিজের পায়ের উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া এই প্রতিজ্ঞা কর যে, আর একাজ করিবে না। এক সময়ে কলিকাতার ব্রাহ্ম-সমাজের এত সম্মান ছিল যে, বিচারকেরা বিশ্বাস করিতেন যে, ব্রাহ্ম সমাজের লোক মিথ্যা কথা বলে না। তোমরা যদি সকলে মিলিয়া পণ করিয়া লাগ, তবে দেশের এমন অবস্থা আসিতে পারে, যখন সর্ব্বসাধারণ অকপটে বিশ্বাস করিতে

বাধ্য হইবেন যে, স্বরূপানন্দ-সন্তানেরা কাহারও সহিত অসততা করে না, কোনো রমণীর মর্য্যাদা নাশ করে না, নেশা করে না, জুয়া খেলে না, কাহাকেও প্রবঞ্চনা করে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম

হরি-ও

১১ই পৌষ, শুক্রবার ১৩৮১

(২৭-১২-৭৪ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া এত খুশী হইয়াছি যে বলিবার নহে। এই মাত্র কাছাড় জেলার একটী মেয়ের পত্রের জবাব দিলাম। সে লিখিয়াছে, শিষ্য-শিষ্যা ছাড়া অন্য কেহ আমাকে পত্র দিলে সেই পত্রখানার জবাব আমি সকলের আগে দেই বলিয়া সে শুনিয়াছে। লিখিলাম,— "মা, মিথ্যা কথা শোন নাই, কথাটা সত্য কিন্তু হাজার পত্রের স্তূপের মধ্যে পড়িয়া আমি সারাদিন খাটিয়াও কূল পাই না। এজন্য যে পত্রখানা দৈবাধীন আগে হাতের কাছে পাই, সেই পত্রখানাই আগে ধরি। কিন্তু পত্রোত্তর দিবার ব্যাপারে আমার শিষ্য-অশিষ্যের বিচার নাই।"

শিষ্য-অশিষ্যের বিচার অন্য আরও বহু ব্যাপারেই নাই, এ কথা বলা চলিতে পারে। কারণ, কাহাকেও আমি কাহার শিষ্য আর কাহার মতানুবর্ত্তী নহে, এই মাপকাটি দিয়া বিচার করি না, বিচার করিবার মাপকাটি আমার এই যে, সে মানুষ হইবার জন্য কতটা ব্যগ্র, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য সে কতটা শ্রম, ত্যাগ, সংযম ও সাধনা করিয়া যাইতে প্রস্তুত। আমি মানুষের সঙ্গ চাই, শিষ্যের নহে।

সুতরাং তোমার পত্রে যখন দেখিলাম যে, তুমি ভিন্ন একজন গুরুর শিষ্য-গৃহে এক মাস ধরিয়া "সধবার সংযম" বহিখানা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছ এবং ইহার ফলে গৃহবাসী দম্পতী সংযম-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছি। যাট বৎসর ধরিয়া যে-কথা কহিয়া আসিতেছি শিষ্য-অশিষ্য-নির্ব্বিশেষে, যাট বৎসর পরে সেই কথাকে অভ্রান্ত সত্য এবং কল্যাণের সরণী জ্ঞান করিয়া শিষ্য-অশিষ্য-নির্ব্বিশেষে সকলে আস্তে আস্তে স্বীকার করিবে, গ্রহণ করিবে। জীবন-সাধনার অঙ্গীভূত করিবে, এই সংবাদে আমি কেন উৎফুল্ল হইব না?

আমি নিজের নাম-যশ-প্রতিষ্ঠার পানে তাকাইয়া জীবনে একটী কথাও বলি নাই। আমি নিজের স্বার্থ-সাধনার্থ জীবনে "সম্ভবতঃ" একটী চিন্তাও করি নাই। কথার উপরে প্রভুত্ব স্থাপনের চাইতে চিন্তার উপরে প্রভুত্ব স্থাপন অধিকতর দুরূহ, এই জন্যই "সম্ভবতঃ" শব্দটীর ব্যবহার করিলাম। আমি যখন পরকল্যাণের জন্যই সব করিতেছি, তখন তোমরা যাচিয়া সাধিয়া ঘরে ঘরে যাইয়া কেন আমার বাণীগুলি শুনাইবে না? আমার বাণী শুনুক আর সকলে আমার শিষ্য হউক,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ইহা যেন তোমাদের কাম্য না হয়। আমার বাণী শুনুক এবং সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া জগতের কল্যাণ-ক'রে প্রতিজনে আত্মগঠন করুক, ইহাই যেন তোমাদের একমাত্র অভীপ্সিত হয়। প্রত্যেকটী মানুষকে ভগবানের নামে রুচি-সম্পন্ন কর। নামেই প্রেম, প্রেমেই আনন্দ, আনন্দেই জীবন, জীবনেই অমৃত। "অমৃতস্য পুত্রাঃ" প্রত্যেকে প্রকৃত অমৃতের অধিকারী হউক। তার ফলে কাহার সম্প্রদায় বাড়িল, কাহার সম্প্রদায় কমিল, এসব আমাদের ভাবিবার অবকাশ নাই। নির্দ্দিষ্ট একটা সম্প্রদায়ের গুরু হইয়াই কি আমি আমার জীবনকে চরম চরিতার্থতা দিয়াছি বলিয়া ভাণ করিব? ইহা কদাপি সম্ভব নহে। বিশ্বের সকল সম্প্রদায়কে আমি আমার বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া ধরিতে চাহি। এই জন্যই আমি তাহাদের মধ্যে ভগবৎ-প্রেমের সঞ্চার করিতে চাহি। আমার প্রভুত্ব নহে, পরমেশ্বরের প্রভুত্ব তাহাদিগকে এক করিবে। করে সেই অকৈতব প্রেম আমি সর্ব্বজীবে দেখিব, তাহারই ত' প্রতীক্ষায় সানন্দে দিন গণিতেছি, নিশি যাপিতেছি, সপ্তাহ, মাস, বৎসর কাটাইতেছি, শতাব্দীর পর শতাব্দী কেবল নবদিগন্তের দিকে তৃষিত নেত্রে তাকাইব। ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক সীমাবদ্ধতা আমাদের জন্য নহে। কোনও একটা বাণী আমারই বাণী, এই জন্যই তোমরা ইহার প্রচার করিবে, তাহা আমি চাহি না। আমার কোনও একটা বাণী সত্য, ধ্রুব সত্য, অকাট্য সত্য, — এই যুক্তিতে তোমরা দুঃসাহস নিয়া তাহা প্রচার করিবে। ইহা সত্য, চালিয়াতি নহে, লোককে ধোকা দিবার ফন্দী নহে, — তবে তোমাদের সাহসের অভাব হইবে কেন? এই

পৃথিবীর আগত ও অনাগত সকল মানব ও মানবীর জন্য যে অমৃত আমরা পরিবেশন করিতে চাহি, তাহার সুস্বাদুতার বিচার সাম্প্রদায়িকতার মানদণ্ডে হইবার নহে।

তোমার পত্রখানা আমাকে খুবই তুষ্ট করিয়াছে। * * * আমি চাহি, প্রতিটি কুমার-কুমারীকে তোমরা অটুট ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট কর। প্রতিটি বিবাহিত-বিবাহিতাকে সাধ্যানুযায়ী সংযম পালনে উৎসাহিত কর, প্রতিটি বিধবা ও বিপত্নীককে আদর্শ জীবন-যাপন করিবার প্রেরণা দাও। এই বাণী নির্দ্দিষ্ট একটা যুগের জন্য নহে,— এই বাণী সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি প্রভৃতি সকল যুগের জন্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৭)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
হরি-ও
১১ই পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বেশ কিছুদিন যাবৎ শুনিতেছিলাম যে মধ্য প্রদেশের মানা-উদ্বাস্তু-শিবিরে একটী অখণ্ডমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বেশ কয়েক খানা পত্রও পাইয়াছিলাম। কিন্তু পত্রের এখানে এক দারুণ ভিড়। হাজার পত্রের মধ্যে কোন্‌টা আগে পড়ি আর কোনটার জবাব দেই,

তাহা স্থির করাই এক দারুণ সমস্যা। ইচ্ছা থাকিলেও উত্তর দিতে পারি নাই।

আজ তোমার পত্র পাঠ করিয়া বুঝিলাম, তোমরা কাহারা। আমার অদীক্ষিত সন্তানের দল নিজেদের প্রাণের আগ্রহে মিলিত হইয়াছ, মণ্ডলী গড়িয়াছ, আবার জন্মোৎসবও করিতেছ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া,— ভাবিতে মনে আবেশ আসে। সে আবেশ আনন্দের, সে আবেশ স্নেহের।

আমি তোমাদের হইয়াই থাকিতে চাহি, আমি কদাচ যেন আমার না হই। তোমাদের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া হঠাৎ একদিন তোমাদের মধ্যে সশরীরে আসিয়া যাইতেও পারি। তবে এখন আমি বড় ব্যস্ত। প্রতীক্ষা কর। সময় মত সবই হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১২ই পৌষ, শনিবার ১৩৮১
(২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাকে তোমার শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতারা চারিদিকের ছিন্নবিচ্ছিন্ন অবস্থায়

বসবাসকারী ভ্রাতাভগিনীদের খোজ নিয়া তাহাদিগকে বাহির করিতে এবং তাহাদের মধ্যে কাজ করিবার জন্য উপদেশ দিয়া ভাল কাজই করিয়াছে। কে কোথায় সমভাবের ভাবুক, সমসাধনার সাধক আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা প্রত্যেকেরই একটী পবিত্র কর্ত্তব্য। কারণ, সমভাবের ভাবুকের সহিত পরিচয় ঘটিলে গুরুদত্ত আদর্শের কথা বারংবার মনে জাগে। ইহার ফল শুভ।

তোমার বাড়ী হইতে তিন মাইল দূরে একাজ করিতে গিয়া আবিষ্কার করিলে যে সেখানে আগে হইতেই একটী মণ্ডলী আছে। ইহা খুবই সুখজনক সংবাদ। কিন্তু নামে মাত্র মণ্ডলী আছে অথচ মণ্ডলীর আসল কাজগুলি কিছুই হয় না, এমন মণ্ডলীও নানা স্থানে অনেক রহিয়াছে। তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে এমন স্থলে গিয়া মণ্ডলীকে কর্ম্মরত হইতে সাহায্য করা। মণ্ডলীর তথাকথিত সম্পাদক বাড়ীতে নাই বলিয়া তুমি গ্রামে কোনও কাজ না করিয়া পুনরায় উল্টা-হাটা দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিবে, ইহা কিন্তু ঠিক কাজ নহে। তুমি সেই গ্রামের অধিবাসী তোমার গুরু-ভাই-ভগিনীদিগের সহিত দেখা করিয়া জনে জনে বলিয়া আসিতে পারিতে যে, মণ্ডলীর সম্পাদক ঘরে ফিরিলে যেন সকলকে সমবেত করিয়া নিয়া সদর শহরের মণ্ডলীর অগ্রগামী শ্রদ্ধেয় ভ্রাতাদের বক্তব্যগুলি গুছাইয়া বলেন। প্রত্যেক মণ্ডলীকে প্রতিবেশী মণ্ডলীগুলির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইবে। প্রতিবেশী মণ্ডলীগুলির কাজকর্ম্মে সহযোগ দিতে হইবে, নিজেদের মণ্ডলীর কাজকর্ম্মে প্রতিবেশী মণ্ডলীগুলিকে সাধ্যমত ডাকিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বোপরি বড় কর্ত্তব্য হইল, প্রত্যেক মণ্ডলীতে সাপ্তাহিক সমবেত

উপাসনাটী বিনা কলহে, বিনা ঝঞ্ঝাটে, নিয়মিত, শ্রদ্ধার সহিত উদ্‌যাপন করিতে হইবে। এই কথাগুলি বলিবার জন্য গ্রামে গ্রামে বাহিরের মণ্ডলীর কর্ম্মীদের আসিবার অধিকার আছে। ত্রিপুরায় ও কাছাড়ে এই কাজটী করিবার ধারাবাহিক চেষ্টা চলিতেছে। এক মণ্ডলীর কর্ম্মী অপর মণ্ডলীতে গিয়া কাজ করিবার সুযোগ, অধিকার ও সুবিধা পাইলে ধর্ম্মান্দোলনের গতি কত স্রোতস্বিনী হয়, তাহার প্রমাণ কাছাড়ে আর ত্রিপুরায় হাজার হাজার পাওয়া যাইবে। এই সদ্দৃষ্টান্তের তোমরা অনুসরণ অবশ্যই করিবে। কোনও মণ্ডলীর সম্পাদক হাট-বাজার বা মামলার তদ্‌বির করিতে অন্যত্র গিয়াছেন বলিয়া স্থানীয় অখণ্ডগণের মধ্যে তুমি গিয়া কাজ করিয়া আসিতে পারিবে না, এই ধারণা ঠিক নহে। সম্প্রতি বিহারের কয়েকটী উদ্‌বাস্তু শিবির ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছে বলিয়া সেখানকার উদ্বাস্তু অখণ্ডেরা অনেকেই তোমাদের জেলাতে আসিয়া পড়িতেছে বলিয়াই বরং একাজ করিয়া যাওয়া তোমাদের পক্ষে একান্তই আবশ্যক।

পুপুন্‌কী হইতে প্রায় তিনশত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটী মণ্ডলীর সম্পাদক সম্পর্কে এক সময়ে আমার কাছে এক অভিযোগ আসিয়াছিল যে, তিনি নিজেকে সম্রাটের মতন অলঙঘনীয় বলিয়া মনে করেন এবং মণ্ডলীর প্রতিটি সভ্যকে নতশিরে তাঁহার আদেশ পালিতে হয়। সংবাদটা সত্য বলিয়া আমি মনে করি নাই কিন্তু একথা আমাকে ভাবিতে হইয়াছিল যে, মণ্ডলীর সম্পাদক ত' মণ্ডলীর প্রভু নহেন, মণ্ডলী-ভুক্তদেরও কাহারও মনিব নহেন, তিনি মণ্ডলীর প্রতিটি সদস্য-সদস্যার হিতকর্ম্মে নিয়োজিত একটী সম্মাননীয় ভৃত্য

মাত্র। তিনি নিঃস্বার্থ-ভাবে কাজ করিবেন বলিয়া সম্মাননীয় কিন্তু মণ্ডলীর প্রতিজনের হিতের দিকে তাকাইয়া প্রতিটি কর্ম্ম তাঁহাকে করিতে হইবে বলিয়া তিনি একটী নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বসনীয় ভৃত্য। তিনি প্রভু নহেন। সুতরাং তিনি কোনও গ্রামে না থাকিলে বা সহযোগ করিতে না পারিলেও বাহিরের মণ্ডলীর কর্ম্মীদের তাঁহার রাজত্বের সীমার মধ্যে আসিয়া সর্ব্বজন-হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাওয়া বৈধ। তবে, সম্ভব হইলে সম্পাদক মহাশয়কে খবরা-খবর দিয়া কাজ করিলে তাঁহার সহযোগ পাইবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। মণ্ডলী কাহারও তালুকদারীও নহে, জমিদারীও নহে। ইহাতে লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরও কোনও প্রবেশাধিকার নাই। মণ্ডলী তোমাদের গুরুদেবের সংঘময়ী মূর্ত্তি, তোমরা প্রত্যেকে ইহার সেবক, কেহই প্রভু নহ।

অনেক সম্পাদক এই কথা ভুলিয়া যায় এবং নিজেদের ভ্রান্তবুদ্ধির জন্য বিষম অনর্থ সৃষ্টি করে। তেমন ক্ষেত্রে মণ্ডলী তুলিয়া দেওয়া একটী চরম পন্থা।

খুব উৎসাহ নিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলে। তারপরে হঠাৎ কাজ বন্ধ করিয়া দিলে কেন? তুমি মনে করিও না যে, একই ব্যক্তির নিকটে একই বিষয়ে দশ, বিশ, পঁচিশখানা করিয়া পত্র লিখিবার আমার অবসর আছে।

পুনরায় ছুটিয়া যাও শহরে। সেখানকার অভিজ্ঞ ভ্রাতাদের সহিত যুক্তি-পরামর্শ করিয়া কাজ কর। একাকী কখনো যুদ্ধের অভিযান চলে না। তাহার জন্য চাহি বাহিনী। তোমরা যূথবদ্ধ হইয়া কর্ম্মসূচী অনুযায়ী দলগত শক্তি প্রয়োগ কর। দুজন বুদ্ধিমান্ লোক একটী

সরল লোককে উৎসাহ দিয়া একটা কাজে পাঠাইলেন, আর একাকিত্বের দুর্ব্বলতা হেতু একক লোকটী পরাজয়ের গ্লানি নিয়া বিরস বদনে ঘরে ফিরিল, ইহা শোভনীয় নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। সফলতা এক কণাও যদি একবার আহরণ করিতে পার, তাহা হইলে তৎপরবর্ত্তী অভিযানের পক্ষে ইহা তোমার জন্য সবলতা সঞ্চয় করিয়া দিল, এই কথাটী বিশ্বাস করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

হরি-ও

১২ই পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

লাল কাপড় দেখিলে যমের বাহন মহিষ ক্ষেপিয়া ওঠে। শিক্ষালয় দেখিলে এখন তেমনি এক শ্রেণীর লোক হঠাৎ ক্ষেপিয়া ওঠেন। ইহার কারণ এই যে, লেখাপড়া শিখিলেই ছেলেমেয়েরা চাকুরী চাহে, —এত লোককে চাকুরী দিবে কে? সুতরাং "শিক্ষার পথ দুর্গম কর, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তুলিয়া দাও,"—এইরূপ রব উঠিয়াছে।

আমাদের ভাবিয়া বাহির করিতে হইবে, কি করিলে শিক্ষা লাভের পরে কেহ পরের কাছে চাকুরী চাহিবে না, নিজের পায়ে নিজে

দাঁড়াইবার পথ করিয়া নিবে। অবাস্তব শিক্ষা এবং অশিক্ষা এই দুইটাই ক্ষতিকর হইতেছে। অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করিতেই হইবে, শিক্ষার অবাস্তবতা দূর করিয়া তাহাকে জীবনের প্রত্যক্ষ সেবায় লাগাইবার বিষয়ে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীর ত' নিশ্চয়ই, অন্য পথে যাঁহারা সমাজের সেবা করেন, তাঁহাদেরও এই বিষয় নিয়া ভাবিতে হইবে এবং অতি ত্বরিত সদুপায় অবলম্বন করিতে হইবে। শুধু হা-হুতাশ করিয়া নৈরাশ্যবাদীদের সংখ্যা-বর্দ্ধন করিয়া গেলে কোনও লাভ হইবে না।

জীবনের মূলদেশ হইতে প্রেমকে বিচ্ছিন্ন করিবার ফলেই চাকুরী প্রতিটি মানুষের কাম্য হইয়াছে। চাকুরী ছাড়াও যে মানুষ তৃপ্তির জীবন ও শান্তির অভ্যাগম সম্ভব করিতে পারে, তাহার শত শত দৃষ্টান্তেরই আজ আগে প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

হরি-ও

২রা মাঘ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা —, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। কারণ আজকাল ঠিক এই রকম পত্র আমার নিকটে মাসে পনের বিশখানা করিয়া

আসে। সকল পত্রেরই বক্তব্য বিষয় প্রায় একরূপ। ছেলেটী তরুণ, মেয়েটী তরুণী, একজন আর একজনকে ভালবাসে। শুধু ভালবাসে বলিলে ঠিক বলা হইল না,—ভয়ঙ্কর রূপে ভালবাসে। একজন আর একজনকে সারা জীবনের সঙ্গী বা সঙ্গিনী রূপে না পাইলে তাহাদের জীবন মিথ্যা হইয়া যাইবে এবং তাহাদের জীবনের পূর্ণতা বিধানের জন্য পিতামাতার আদেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ সব কিছুই অমান্য করিতেও তাহারা প্রস্তুত, প্রয়োজন হইলে প্রাণদানে পর্য্যন্ত কেহ কুণ্ঠিত হইবে না। যদি এই নির্দ্দিষ্ট স্থানেই ইহাদের বিবাহ না হয়, তাহা হইলে কেবল এই দুই জনেরই জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল, তাহা নহে, পরন্তু ইহাদের দুই জনের সঙ্গে অন্য যে দুইটী বাহিরের প্রাণীর বিবাহ ঘটিবে, তাহারাও জীবনে কখনো প্রকৃত সুখের আস্বাদন পাইবে না। এই ভাবে দুই জনকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে চারিটী প্রাণীর আমরণ কেবল কাঁদিয়াই কাল কাটাইতে হইবে।

পরিস্থিতিটা খুবই দুশ্চিন্তাজনক। কিন্তু আমি বলি কি, গুরুজনের যখন বলিতেছেন,—"তোরা আর দেখাশুনা করিতে পারিবি না, কথাবার্ত্তা কহা চলিবে না, একই স্কুলে বা একই রাস্তায় ভ্রমণ করিতে দেওয়া হইবে না, পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, — ইত্যাদি ইত্যাদি," তখন একবার তোমরা গুরুজন-বাক্য পালন করিয়াই দেখ না কেন? মেয়েটী অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া আস্তে আস্তে তোমাকে ভুলিয়া যায় কিনা, তুমিও অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে ভুলিয়া যাও কিনা, ইহারও ত' একটা পরীক্ষা হওয়া দরকার। তোমার সঙ্গে মিশিয়া যে

মেয়ে খারাপ হইতে পারে নাই, অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়াই বা সে খারাপ হইবে কেন? ইহার সঙ্গে মিশিয়া তুমি যখন খারাপ হও নাই, তখন অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া তুমিই বা খারাপ হইবে কেন? কিছু দিন পরস্পরের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করিয়া একবার দেখই না কেন যে, সত্য সত্যই তোমাদের প্রেম কত গভীর!

আমার মতে, যে ব্যাপার নিয়া সমগ্র জীবনের সুখ-দুখের হিসাবের কড়ি গণিতে হইবে, তাহার সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা হঠাৎ একদিনে করিয়া ফেলা কোনো কাজের কথা নহে। বিষয়টা বুঝিবার জন্য সময় নাও। আর ইতিমধ্যে গুরুজনদের উপদেশ মত মেয়েটীর সঙ্গে দূরত্ব রক্ষার চেষ্টাটী বর্ত্তমানে বেশ কিছুকাল চালাইয়া যাও। বাকী ফলাফল শ্রীভগবানের হস্তে অর্পণ কর।

আমি যদি তোমার জন্মদাতা পিতা বা গর্ভধারিণী মাতা হইতাম, তাহা হইলে তোমাদের দুই জনের মধ্যে দূরত্ব স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তোমাদের বিরহ-বেদনা বাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতাম না। আমি তোমাদিগকে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে দিতাম। দূরত্বের দরুণ যে অসুন্দর বস্তুগুলি চমৎকার সুষমা রূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে, সেইগুলির মোহ এই ভাবে তোমাদের দ্রুত দূর হইতে পারিত। তুমি যদি ১৯০৫ সাল হইতে ১৯২১ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে তোমার প্রাণে সম্ভবতঃ শুধু এই কামনাটাই জাগিতে পারিত যে, দেশ-মাতৃকার দুঃখ বিদূরণের জন্য কি করিয়া নিজের ছিন্ন মুণ্ডটা মাতার পদতলে বিলাইয়া দেওয়া যায়। তাহা হইলে বিবাহের চিন্তা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তোমার মনকে ক্ষণকালের জন্যও আবিষ্ট করিতে পারিত না। বাংলার যে সুবর্ণ যুগকে আমরা আমাদের প্রস্ফুটিত চক্ষে একদা দেখিয়াছি, প্রবোধিত বিবেকে একদা অনুভব করিয়াছি, দুঃখের বিষয় এই যে, সেই যুগ এখন অর্দ্ধ শতাব্দীরও অনেক পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। তুমি যদি সেই দিনকার যুবক হইতে, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ডাক দিয়া বলিতাম, —"ওরে মূঢ়! বিবাহ করিয়া কি হইবে? শুধু ছাগপালের বংশবৃদ্ধি ঘটাইবি ত'? তার চেয়ে আয়, চিরকুমার থাকিয়া যা, ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হ, দেশ, জাতি ও জগতের মহদ্দুঃখ নিবারণ করিয়া মনুষ্য-জীবন সার্থক কর্।"

কিন্তু অত কড়া কথা এখন আর এই সত্তরের দশকে বলিয়া কোনও লাভ নাই। এই জন্যই মৃদু ভাষে উপদেশ করিতেছি যে, বাপ-মায়ের কথানুযায়ী ধৈর্য্য ধারণ কর, প্রতীক্ষা কর, দেখ, কাল-সহকারে তোমাদের ঐ নবোদ্ভিন্ন ভালবাসা আস্তে আস্তে কিরূপ আবর্ত্তন. বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন লাভ করে, তারপরে ঠিক করা যাইবে যে, ঐ মেয়েটাই তোমার বধূ হইয়া তোমার পিতৃকুলের সম্মানিত সংসারে সাঁঝের বাতি দিতে আসিবে কিনা। সেই দিন যেই আসুক না কেন, আমি আজই এখানে হইতে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, — হও মা সীতার মতন সীমন্তিনী, সতীর মতন আত্মত্যাগিনী, অরুন্ধতীর মত পতিপ্রাণা ও অনুগতা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরি-ও

গুরুধাম, কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
২রা মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮১
(১৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়াছি। তোমার মা ও বাবা যেই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের শিষ্য, সেই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের বিধি-অনুযায়ী তুমিও সেইখানেই দীক্ষিতা যেন হও, এইরূপ আগ্রহ তাঁহাদের থাকা অস্বাভাবিকও নহে, অন্যায়ও নহে। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই তোমার মন অন্যতর একটী মতের প্রতি একান্ত ভাবে আকৃষ্ট হওয়াতে তুমি নিজ মনোমত পন্থে দীক্ষিতা হইয়াছ। এই অবস্থায় তোমার কর্ত্তব্য বড়ই কঠিন এবং জটিল। গৃহীত পন্থা খারাপ বা বর্জ্জনীয় বলিয়া যতক্ষণ না বুঝিতেছ, ততক্ষণ তুমি অত্যাচার, উৎপীড়ন, ভীতিপ্রদর্শন বা নির্য্যাতন কোনও কিছুতেই নিজ পথ আর পরিহার করিতে পার না। যে দীক্ষা নিয়াছ, সদুদ্দেশ্যেই নিয়াছ; যিনি দীক্ষা দিয়াছেন, সদুদ্দেশ্যেই দিয়াছেন। দীক্ষার ফলে ধর্ম্ম-সম্পর্কে যাঁহাদিগকে আত্মীয় রূপে দেখিতেছ. তাঁহারা তোমার অন্তরের সদ্‌বুদ্ধিকেই প্রেরণা যোগাইতেছেন। সুতরাং তোমাকে প্রাপ্ত দীক্ষায় লাগিয়াই থাকিতে হইবে। দীক্ষা লাভের পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলির যে বিবরণ তুমি দিয়াছ, তাহা হইতে যে-কাহারও অনুভবে আসিবে যে, এই দীক্ষাই তোমার প্রাপ্য ছিল এবং এই দীক্ষার মধ্য দিয়াই তোমার জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ

হইবে। সুতরাং সহস্র বিপত্তির মধ্যেও স্থির মনে সাধনে লাগিয়া থাক।

কিন্তু একটী বিশেষ কথা বলিবার আছে। তোমার পিতামাতা যদিও তোমার ভজন-সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছেন, যাহার ফলে তোমাকে হয়ত গোপনে নামজপে বসিতে হয়, তথাপি মনে রাখিও, তাঁহাদের কাছে তোমার ঋণ অপরিসীম। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি তোমার অন্তরের ভক্তি এবং আচরণের আনুগত্য পূর্ণতঃ অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। — ভ্রমেও না, স্বপ্নেও না, অজ্ঞাতসারেও না, কোনও সময়েই তুমি তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারিবে না। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুপুত্র প্রহ্লাদ কদাচ পিতার প্রতি রুষ্ঠ ভাব পোষণ করেন নাই। কিন্তু প্রহ্লাদের পিতা ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন না। তোমার পিতামাতা ঈশ্বর-বিশ্বাসী। এই জায়গায় তোমার পিতামাতা হিরণ্যকশিপু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং গুরুজন হিসাবে অধিকতর পূজনীয়, সম্মাননীয় ও আদরণীয়। তোমার পিতামাতার গুরুভক্তি অতীব তীব্র ও গভীর হওয়াতে তাঁহারা তোমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন, ঈশ্বরে অবিশ্বাস হেতু নহে। একদা তাঁহারা নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের কন্যা ভুল পথে পা বাড়ায় নাই, সুতরাং গঞ্জনীয়া নহে। তুমি নির্ভয় নিশ্চিন্ত হইয়া ধৈর্য্য সহকারে কেবল কাল-প্রতীক্ষা কর মা। এক মহাপুরুষের চেলারা অন্য মহাপুরুষের চেলাদের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্ম্ম-সংগ্রাম পরিচালনার জন্যই জন্মগ্রহণ করেন নাই, পরন্তু পৃথিবীর সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকদিগকে একই পরমেশ্বরের চরণতলে ডাকিয়া আনিয়া মৈত্রী-

বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় কিনা, ইহাই প্রকৃত মহাপুরুষগণের অন্তরে অকপট আকূতি। কিছুকাল পূর্ব্বেও ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষেরা এমন কথা হয়ত ভাবিতেন যে, সমগ্র জগৎ একমাত্র তাঁহাদেরই সংঘবেদীতে আসিয়া মিলিত হইতে বাধ্য হইবে কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের বর্ণালী ঘটনাবলী নিরন্তর প্রমাণ করিয়া যাইতেছে যে, জগতে নিত্য নূতন প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাব ঘটিবে, তাঁহাদের অমানব প্রতিভার দীপ্তিতে কোটি কোটি অন্ধকারাচ্ছন্ন চিত্ত আলোক-রশ্মিতে উদভাসিত করিবেন এবং শত মতের শত পথের ভিন্ন-ভিন্ন-বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন অধ্যাত্ম-পথের পদযাত্রীরা নিশ্চয়ই একত্র মিলিবার মঞ্চ কোথাও না কোথাও পাইবেন। ভাবী জগতের নানা দৃশ্য দেখিবার জন্য যাহাদের নয়ন পিপাসিত, ইহা সেই সকল ভাববাদীদের আশা। মানুষের এই আশা একদা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। এই আশাকে পূর্ণ করিবার জন্য কাহাকেও গদা ঘুরাইতে হইবে না, চক্র ছাড়িতে হইবে না, তরবারির আস্ফালনে সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরিত্রীর বুকে রক্তের হোলি খেলিতে হইবে না। সম্পূর্ণ শান্তিময় উপায়ে এই অভাবনীয় ব্যাপারটী ঘটিয়া যাইবে।

আমার কথায় বিশ্বাস কর মা এবং পিতামাতার প্রতি আতঙ্কের দৃষ্টি প্রত্যাহার কর। শ্রদ্ধার চোখে, ভক্তির চোখে, ভালবাসার চোখে, সেবাভাবের বিনম্রতা নিয়া তাঁহাদের চরণপ্রান্তে দৃষ্টি-বিনিয়োগ কর। আশীর্ব্বাদ করি, শান্তি ফিরিয়া আসুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

বারাণসী

হরি-ও

৬ই মাঘ, ১৩৮১

(২০শে জানুয়ারী, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি কি শুধুই স্বপন? তুমি কি বাস্তবে কিছু নহ? আমি তোমাকে বাস্তব সত্য জানিয়া এই পত্র লিখিতেছি। তুমিও আমাকে একান্তই নির্ভরযোগ্য একজন বন্ধু জানিয়া অকপটে পত্র লিখিও। খুব সম্ভবত আমি তোমার অপরিচিতও নহি। তোমাদের জেলায় আমি বিগত ১৯৩৪ ইংরাজি সন হইতে কাজ করিয়া আসিতেছি এবং অদ্য এই ১৯৭৫ এও আমার কাজ অব্যাহত পরাক্রমে জেলা ব্যাপিয়া চলিয়াছে। তোমাদের জেলায় কম হইলেও হাজার পঞ্চাশেক লোক আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তুমি আমাকে অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পার, তুমি আমাতে নির্ভয়ে নির্ভর রাখিতে পার।

আমি খুবই আশা করি যে, তুমি আমার প্রথম পত্রখানা এতদিনে পাইয়া গিয়াছ।

গুরুতর কোনও দোষ তুমি করিয়া ফেলিয়াছ, আমি এমন কথা বলিব না। যাহা করিয়াছ, তাহা একটী ভুল। ভুল হইয়াছে বুঝিতেছ। কি কাজ কি ভাবে করিলে দূষণীয় হয় না, তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই। একটী কুমারী মেয়ের প্রতি অন্তরের ভালবাসা জানাইবার রীতি এদেশে সদাচারের দ্বারা শাসিত। আমাদের দেশ বিলাত হইয়া যায়

নাই, কখনো হইবেও না। বিলাতে কুমার কুমারীতে যে প্রেম-নিবেদন চলে বা চলিতে পারে, এদেশে তাহা চলে না এবং চলিতে পারে না। ওদেশে বয়স হইলেই পুত্রকন্যা পিতামাতার কর্ত্তৃত্ব ও অধীনতা হইতে মুক্তি পায়। এদেশে আমৃত্যু পিতামাতার নির্দ্দেশের অধীন থাকিতে হয়। এই অধীনতা-স্বীকৃতির মধ্যে আদর্শবাদের একটা ছোঁয়াচ আছে, যাহার জন্য প্রকৃত ভারতীয় কদাপি এই অধীনতাকে উৎপীড়ন বলিয়া মনে করে না, মনে করে কর্ত্তব্যের অংশ বলিয়া। এদেশে প্রেমের পরিণতি বিবাহে এবং বিবাহের পরিণতি বংশানুক্রমে কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট সদ্‌গুণের ধারাবাহিক অনুশীলনের দায়িত্বে।

তুমি ত' বাবা লেখাপড়া শিখিয়াছ। তুমি ত' বাবা দস্তুর মতন কৃতবিদ্য। তুমি নিশ্চয়ই একটুখানি অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই কথাগুলি বুঝিতে পারিবে। যাহাকে দিয়া তোমার প্রকৃত প্রয়োজন মিটিবে, তাহাকে নিশ্চয়ই ভগবান্ একদা তোমার হাতে তুলিয়া দিবেন। তুমি সংযত হইয়া চল, ধৈর্য্য ধরিয়া চল, প্রকৃত বিবেকবান্ পুরুষের মত চল। আমার পত্র পাইয়া অকারণ বিরক্ত হইও না, শঙ্কিতও হইও না। তোমার মতন দ্বিধাপীড়িত আরও সহস্র জনকে আমি এই ভাবে সাহায্য করিয়াছি। তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার সহিত পত্র-ব্যবহার করিতে পার। যে দিকে তোমার যেটুকু সহায়তার প্রয়োজন পড়িবে, আমি তাহা তোমাকে সানন্দে করিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরি-ও

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২০শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার ১৩৮১
(৩রা এপ্রিল, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ওখানে নাকি আমার আসন্ন গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের স্থিতিস্থান নিয়া নিজেদের মধ্যে কিছু কথা-কাটাকাটি বা মন-কষাকষি, (কাহারও ভাষায়, চোখ্ রাঙ্গারাঙ্গিও) হইয়া গিয়াছে। নিঃসন্দেহে ইহা একটী মন্দ খবর, বিশেষ করিয়া সেই স্থান সম্পর্কে, যেখানকার কর্ম্মীরা প্রায় চিরকাল এক মতে এক কথায় যুগপৎ সকলে মিলিয়া কাজ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া প্রবল জনখ্যাতি রটিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তোমাদের ওখানকার এই মতভেদের খবর জানার এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই আমাকে শারীরিক ও অন্য বিশেষ এক বৈষয়িক কারণে গ্রীষ্মকালে অত দূর ভ্রমণে যাইবার বিরুদ্ধে মতে স্থির করিতে হইয়াছে। মণ্ডলীর সভা ডাকিয়া আমার স্থিতিস্থান স্থির করিবার কষ্টটা তোমাদের বৃথা হইল।

তোমরা যে যাহাই স্থির কর, আমার নিজের কাজের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া এবং আমার নিজের রুচি-অরুচির দিকে

লক্ষ্য রাখিয়া আমি আমার স্থিতিস্থান সম্পর্কে শেষ রায় দিব এবং তাহাই অনুসৃত হইবে, মণ্ডলীর সভাগুলির এইরূপ মনোভঙ্গী থাকা সঙ্গত। কারণ, আজীবন আমি পথযাত্রী এবং চিরকাল আমি হয় রেলের প্লাটফর্ম্মে, নয় পরের বাড়ীতে নিশাযাপন করিয়াছি। যাযাবরের এই নিত্য-নতূন স্থান-পরিবর্ত্তনের সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তির পরিচয় তোমরা কেহই এই ভুক্তভোগীর চেয়ে বেশী জান না। সুতরাং এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব, কর্ত্তৃত্ব, অধিকার নিজেদের হস্তে তুলিয়া নিয়া এই নিত্য-ভ্রমণকারীকে তোমরা অনুচিত উদ্বেগে ফেলিও না।

গ্রীষ্মেই আমি না যাইতে পারায় তোমাদের সংগঠনের যে একটা অদৃশ্য ক্ষতি সাধিত হইয়া গেল, একথা সত্য। কিন্তু এই শরীর অনুচিত শ্রম এখন একটু হিসাব করিয়া সহিয়া সহিয়া করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। এই বেচারীর সহিত তর্ক করিয়া কোনো লাভ নাই। উঠিব আমি নিজের পছন্দমত জায়গায়। স্থিতিস্থান সম্পর্কে তোমরা তোমাদের প্রস্তাব সবিনয়ে নিবেদন করিতে পার, নির্দ্ধারণের ভার আমার নিজের উপর।

আমার মনে হইতেছে যে, কোনও একটা পুরাণো ব্যাপারের মৃতকঙ্কালের মধ্য দিয়া একটা বিদ্বেষের বায়ু শন্ শন্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে এবং তাহাই তোমাদিগকে এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপারে একেবারে যূথবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহা ত' ভাল কথা নহে! অতীতের

তুচ্ছ জিদকে কেন তোমরা নিজেদের মধ্যে জীয়াইয়া রাখিবে? আর তাহাই যদি হয়, তবে জগতের মঙ্গলসাধন-কর্ম্মে আমার নেতৃত্ব পাইবার তোমাদের কোন্ প্রয়োজন? আমি নিজে জীবনে কোনও যশ-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল হইলাম না, চাহিলাম দেশ ও সমাজের নিঃশ্রেয়স সেবা, আর আমারই সহকর্ম্মী তোমরা অকারণ যুক্তির ঝড় তুলিয়া সময়ের অপচয় করিবে? সময় যে পরমায়ু আর সম্প্রীতি যে মহাশক্তি, এই কথা কি তোমরা বুঝিবে না?

নানা ভাবে নানা স্থানে সকলের ইচ্ছার অগোচরে তোমাদের জেলার যশ চতুর্দ্দিকে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ইহাতে আমার চেয়ে অধিক সুখী আর কেহ নহে। কিন্তু যতগুলি কাজ তোমাদের করিবার আছে, তন্মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে কয়টী কাজে হাত দিয়াছ? জেলা-সংগঠক যে আদমসুমারীর কাজটুকু হাতে নিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণতা সাধন পর্য্যন্ত আজ আট নয় দশ মাসে হইল না। তোমরা সর্ব্বস্তরে কি তাঁহাকে সহায়তা করিতে আগাইয়া গিয়াছ? আদমসুমারি না শেষ হইতে আমার লেখনীর লগি ঠেলিয়া চিন্তার নৌকাকে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছাইব কি করিয়া? এই মহানাটকের প্রধান নায়ক ত' হইতেছি আমি। আমি কাজ করিতে চাহি, কিন্তু তোমরা আগাইয়া আসিবে না,— একা একাই কি ম্যাসিডোন হইতে হিন্দুকুশের এপার পর্য্যন্ত আমি আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় চালাইয়া যাইতে পারিব?

এরূপ জরুরী কাজ তোমাদের অনেক পড়িয়া আছে, যাহার

দিকে লক্ষ্য মাত্রও দিতে পারিতেছ না। ছোট ছোট বিষয় নিয়া শীতল শোণিত-প্রবাহকে অকারণ উষ্ণ শোণিতকণাগুলি যে তোমাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া দিতে যথেষ্ট সমর্থ, এই বৈজ্ঞানিক সত্যটী হয়ত তোমাদের জানা নাই। এই জন্য বলিতেছি, সকলে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করিও।

আমার পরিকল্পিত কর্ম্মসমূহে আমি দুই চারি বা দশ বিশ জন বিশিষ্ট কর্ম্মীর আত্মনিয়োগ চাহিতেছি না, আমার দাবী সর্ব্বসাধারণকে লইয়া। লক্ষ লক্ষ লোক একই সঙ্গে একই কাজে ঝাঁপাইয়া যেন পড়ে, আমি ইহা চাহি। যার যতটুকু যোগ্যতা আছে, তার কাছে ততটুকু কাজ আমি চাহি। কিন্তু তার ক্ষুদ্র যোগ্যতার জন্য ক্ষুদ্র সম্মান তার জন্য রাখিতে হইবে। প্রত্যেককে দেশ ও সমাজের সেবার পূর্ণ আত্মপ্রসাদটুকু পাইতে দিতে হইবে। এ সকলের ঘাটতি ঘটে তখন, যখন নেতৃস্থানীয়েরা নিজেদের ব্যক্তিগত জিদ, অহমিকা, খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে তুচ্ছ বিষয় নিয়া দলাদলি সৃষ্টির উস্কানি দেয়। এমন নেতাদিগকে নিষ্করুণ দৃঢ়তায় নির্ব্বাসন দেওয়া উচিত, যাহারা সেখানে অকারণ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া মুনাফা লুটিতে চাহে, যেখানে ছিল স্বাভাবিক শান্তি, মৈত্রী, প্রীতি ও সহযোগবুদ্ধি। তোমরা সম্প্রতি অকারণে নিজেদের চিত্ত-সরোবরের স্থির জলরাশিকে অনর্থক ঢিল ছুঁড়িয়া অলাভজনক আলোড়নে ক্ষিপ্ত করিয়া অনেক বৃথা মনোবেদনা ভুগিয়া উঠিয়াছ বলিয়াই

বলিতেছি যে, একবার টাইফয়েডের শয্যা হইতে উঠিয়া আর কলেরার হাসপাতালে ছুটিয়া গিয়া বেড্ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। অতীতের টাইফয়েডকে নিঃশেষে মরিয়া যাইতে দাও। খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া পুরাতন ক্ষতকে নূতন করিয়া জীয়াইও না।

তোমাদের উপরে যথেষ্ট আশা এবং ভরসা রাখি বলিয়াই নির্ম্মম তিরস্কার প্রয়োজন বোধ করিলাম। আমি দিয়াছি প্রেমের ধর্ম্ম, সম্প্রীতির সাধনা। তোমরা আমার নামের দোহাই দিয়া অপ্রেম আর অসম্প্রীতির অনুশীলন বাড়াইবে, এমন অনাচারকে আমি কদাচ সমর্থন করিতে পারিব না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২০শে পৌষ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

স্থান-বিশেষে তুমি মার খাইয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়া যেই সময়ে আশঙ্কা করা যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তোমার কাছ হইতে বিপরীত সংবাদ পাইয়া আমি পরমপ্রভুর অপার কৃপায় অভিভূত

বোধ করিতেছি। দুইটী ভক্তিমতী গুরুভগিনী তোমাকে প্রতিটি উপাসনায় বিশেষ ভাবে সহায়তা করিতেছেন জানিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেছি। আর, সেখানে কিছুকাল আগ হইতে যে অখণ্ডমণ্ডলীটী নাম-মাত্র অস্তিত্ব নিয়া হইলেও বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহার সম্পাদক বিন্দুমাত্র প্রতিযোগিতা-বোধ না রাখিয়া তোমার অক্লান্ত সেবাকে মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিতেছেন, ইহা ত' এক অসাধারণ উৎসাহদায়ক সংবাদ। সকলে উপাসনায় আসে না বা আসিতে পারে না বলিয়া আফশোষ রাখিও না বা সম্পাদক মহাশয় নিজেও অনেক সময়ে উপাসনাতে অনুপস্থিত থাকেন বলিয়া দুঃখ করিও না। তুমি তোমার শিবরাত্রির বাতির পলিতায় নিজে যতটুকু তৈল-নিষেক করিতে পার, তাহা করিয়া যাও। ক্ষুদ্র অঙ্কুরই একদা মহারণ্য ঢাকিয়া দিয়া আকাশকে স্পর্শ করে। লাগিয়া থাক।

মণ্ডলী গঠনের পরে অনেক স্থানেই দেখা যায় যে, সম্পাদক মহাশয় নিজেকে সর্ব্বব্যাপারের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা বলিয়া অভিমান করেন। তিনি যে প্রকৃত প্রস্তাবে অপর সকল সহযোগীদের বিশ্বস্ত, শ্রদ্ধেয় এবং অনুগত ভৃত্য মাত্র, এই কথাটুকু তাঁহার মনে থাকে না। অনর্থ ঘটে সেখানে। ফলে, একবার যখন নিলামের তালুক কিনিয়াছি, তখন বংশানুক্রমে ইহার উপরে নিজ অধিকার ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিব,—এতজ্জাতীয় অন্যায় ও আসুরিক জিদ অনেককে কাবু করিয়া দেয়। মণ্ডলী তখন আর মণ্ডলী থাকে না, এক টানে সোজা হইয়া

যায় এবং মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। কেহ কোথাও মণ্ডলী গড়িলে এই কথাটী প্রত্যেককে মনে রাখিতে সানুনয় অনুরোধ জানাইও।

প্রত্যেকটা অখণ্ডমণ্ডলী একটা বিরাট সঙেঘর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সুতরাং মণ্ডলীর লক্ষ্য হইবে সংঘকে সর্ব্বতোভাবে বলশালী, প্রভাবশালী ও সর্ব্বজনের প্রিয়কারী করিয়া গড়িয়া তোলা। তাহা না করিয়া মণ্ডলী যদি সঙেঘর বড় বড় কাজগুলির সঙ্গে বিরোধ করে, তবে ত' এক আশ্চর্য্য রকমের প্রহসন জন্মিবে। সুতরাং কোথাও কোনও মণ্ডলী কদাচ কাহারও পৃষ্ঠপোষকতা, সমর্থন বা অনুমোদন পাইতে অধিকারী নহে, যদি মণ্ডলী মূল সংঘের অনুগত না হয়। আনুগত্য বা discipline ছাড়া সেনাবাহিনীর যুদ্ধ-পরিচালনা চলে না, কোনও সরকারের রাজ্য-পরিচালনা চলে না, লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের জনকল্যাণকর্ম্ম চলে না। Obedience is the first requisite of a disciple, —শিষ্যের প্রথম প্রয়োজন আনুগত্যের, — এই কথাটী তোমরা আমার নিকট বহুবার শুনিয়াছ। আমি শিষ্যদল চাহি না, কিন্তু যাহারা মণ্ডলী গড়িবে, তাহাদের আনুগত্য সুনিশ্চিত চাহি।

* * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরি-ও

গুরুধাম
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
২৮শে চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৮১
(১১ই এপ্রিল, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়াসু ঃ-

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। বাঁকুড়া রওনা হইবার প্রাক্কালে ৪ঠা এপ্রিল ভোর চারিটার যে পত্রখানা লিখিয়াছিলাম, বাঁকুড়ায় পোষ্ট করিব বলিয়া, কাজের দুরন্ত ভিড়ে তাহা বাঁকুড়া বা খড়গপুরে পোষ্ট করিতে পারি নাই। পোষ্ট করিলাম অদ্য কলিকাতায়, তাহা এই সঙ্গে গেল।

পুনরায় লিখি যে, স্বামী এবং স্ত্রীর প্রথম জীবনের মনোভাবগুলি বড় স্থায়ী এবং উজ্জ্বল। অবাঞ্ছিত ঘটনাবলির নির্ব্বুদ্ধিতা, অবিবেচনা এবং দুশ্চরিত্রতা মধ্যস্থলে আসিয়া বিপর্য্যয় না ঘটাইলে এই সময়কার প্রত্যেকটি আদান-প্রদান উভয়ের ভবিষ্যৎকে মধুময় করিয়া তোলে। এই কথাটি মনে রাখিও এবং বিশ্বাস করিও। আমি তোমাদের উভয়ের সম্পূর্ণ জীবনের ভার লইয়াছি বলিয়াই তোমাকে উপদেশ করিতেছি যে, তুমি সেবার দ্বারা তোমার স্বামীর মনকে জয় কর। দাবীর কল-ঝঙ্কার বা সাম্যবাদের গুরু-গম্ভীর আওয়াজ এ-ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হইবে না। আমি মানুষের সমত্বে বিশ্বাসী কিন্তু মমত্বের ক্ষমতা তাহার শত

গুণ। ইহা নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছি যাহা অতি সহজে আমার উপলব্ধিতে আসিবে, তাহা তোমাদের উপলব্ধির বিরুদ্ধে যাইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। মনে অবলীন যে যন্ত্রটির সাহায্যে আমি আমার ভালমন্দ বিচার করিয়া থাকি, সেই যন্ত্রটি তোমারও যাহা, আমারও তাহা।

আজই বারাণসী যাইবার জন্য ট্রেণ ধরিব। সুতরাং অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে চিঠিপত্রগুলি লিখিতে হইতেছে। গাঢ় কালিতে লেখা না হইলে অনেক পত্রই পড়িতে পারি না। শ্রুতি-লেখকের অভাব বশতঃ অধিকাংশ পত্র নিজ হতে লিখি। সুতরাং কোন বিষয় নিতান্তই ইঙ্গিতে লিখিলেও তোমরা বারংবার পড়িয়া এবং ধ্যানময় মনোনিয়োগ করিয়া প্রতিটি কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা পাইও।

আমি তো কাহাকেও দীক্ষা নিতে ডাকি না। কাজের মধ্যে যেটুকু করি, তাহা হইতেছে, দীক্ষার তারিখটা আর সময়টা জানাইয়া দেই, নতুবা অসময়ে মানুষের দাবী ও আবদার সুপরিকল্পিত কার্য্যগুলির বিঘ্ন উৎপাদন করে। দীক্ষা নিতে যাহারা আসে, তাহারা নিজ দায়িত্বেই আসে। সুতরাং দীক্ষা নিবার পরে আবার বহুদেবতার পূজা করিবার সখটা ভাল কথা নয়। দেবদেবীতে আমার অবিশ্বাসও নাই, অশ্রদ্ধাও নাই। অনেক দেবদেবীর পূজা এবং অর্চ্চনা করিবার ফলেই তো আমি উপলব্ধি করিয়াছি যে, এই সকল দেবদেবীরা ওঁকার-মন্ত্রে ব্রহ্মসাধনা করিয়াই ভগবানকে জানিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন এবং

নিজেরা দেবতা হইয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রতি আমার অবজ্ঞা নাই, কারণ, অবজ্ঞার কারণ নাই। ইহাদের পূজা-প্রবর্ত্তনের জন্য যে পুরোহিত এবং গুরুকুল আজীবন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। কারণ, ইঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবার সঙ্গত হেতু আছে, সঙ্গত যুক্তি আছে। কিন্তু আমার নিকটে অখণ্ড-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পরেও তোমরা নানাবিধ দেবার্চ্চনায় মত্ত থাকিবে, ইহার অর্থ আমি বুঝি না। ওঁকার-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কালীর ধ্যান করা যায়, কৃষ্ণের ধ্যান করা যায়, এমন কি যীশু বা বুদ্ধেরও ধ্যান করা যায়। কিন্তু তোমরা ওঙ্কার-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে পরব্রহ্মের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক ওঙ্কারকেই কেন ধ্যান করিবে না, তাহা আমি বুঝি না। ওঙ্কার-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকেও ধ্যান করা যায়, তোমার পিতামাতাকেও ধ্যান করা যায়, মনোনিবেশের সুবিধার জন্য ধ্যান তুমি যাহারই কর, প্রত্যক্ষ বিগ্রহ শুধু ওঙ্কারই থাকিবেন।

আমরা না সমগ্র মানব-জাতিকে একটা মিলন-মঞ্চে সম্মিলিত করিতে চাহি? জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দেশে দেশে সব বিভেদ-বৈষম্য বিদূরিত করিয়া দিয়া আমরা না বিশ্বের মানুষকে এক করিতে চাহি? আমাদের না লক্ষ্য সর্ব্বমানবের মধ্যে ঐক্য, সখ্য ও এক প্রাণতা-সাধন? আদর্শবাদের কোন্ উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া আমরা নিখিল-ভুবনকে দেখিতেছি, সমগ্র বিশ্ববাসী সম্বন্ধে ভাবিতেছি, কথা

বলিতেছি, কাজ করিতেছি, আমার কাছ হইতে দীক্ষা নিবার প্রাক্কালে তোমাদের প্রত্যেকের কি এই কথাগুলি চিন্তনীয় ছিল না? তবে আমার কয়েক ডজন গ্রন্থ তোমাদের বর্ত্তমান দেহের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে হইতে মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছিল কেন? আমি অবশ্য আমার নিজের ধর্ম্মমতের কথা সহজে কোথাও প্রকাশ করিয়া বলি নাই, তথাপি আমার যে-কোন গ্রন্থের যে-কোন পৃষ্ঠার যে-কোন একটা পংক্তি কি তোমাদিগকে একথা বুঝাইতে অসমর্থ যে, আমি গতানুগতিক পথের পথিক নহি! আমার কাছে, দীক্ষা গ্রহণ নিশ্চয়ই তোমার জীবনে একটী প্রধান ঘটনা।

পূর্ব্বসংস্কার-বলে দীক্ষার আগে এতকাল ধর্ম্মবুদ্ধিতে যে যাহা করিয়াছে, তাহাতে দোষ হয় নাই। এখন কিন্তু তোমার প্রয়োজন নিষ্ঠাপূর্ব্বক আমার প্রদত্ত-সাধন করিয়া যাওয়া। নাম করিতে করিতে ধীরে ধীরে সর্ব্বসংস্কার-মুক্ত হইতে নিশ্চয়ই পারিবে। সৎবুদ্ধি লইয়া অতীতে যখন যাহা কিছু করিয়াছ, তাহার কিছুই নিস্ফল হয় নাই। কিন্তু তোমার ভবিষ্যতের কাজগুলি সবই বিশ্বমানবের মিলন-সম্ভূত মহামঙ্গলের পানে তাকাইয়া। দীক্ষার দিনই তুমি জগন্মঙ্গলের জন্য আমার সমক্ষে বসিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ। এ মঙ্গল কেবল হিন্দুর নহে, কেবল মুসলমানের নহে, কেবল খ্রীষ্টানের নহে, কেবল বৌদ্ধের নহে, কেবল আস্তিকের নহে, কেবল জড়বাদীর নহে। এ মঙ্গল জগতের সকলের মঙ্গল।

তোমরা আমাকে চোখে দেখিয়াও চিনিতে পারিতেছ না। আত্যন্তিক অনুরাগের অভাবে তোমাদের ধ্যান-মানসেও আমি ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সুতরাং শুষ্ক কতকগুলি বচন-বিন্যাস ব্যতীত আর কি দিয়া তোমাদিগকে বুঝাইব যে, আমি কি চাহি বলিয়া তোমাদিগকে শিষ্যত্ব-লাভের সুযোগ দিয়াছি। অবশ্য হতাশ হই নাই। হতাশ হইলে কবে আমি দীক্ষা দান বন্ধ করিয়া দিতাম। আমার দীক্ষাদান কাহারও ভ্রূকুটি মানিয়া চলে না, আমার দীক্ষাদান পরমেশ্বরের স্নিগ্ধ স্নেহের সুশীতল মলয়-হিল্লোলের ইঙ্গিত চলে। তাই বিশ্বাস করি যে, লক্ষ লক্ষ নির্ব্বোধ নাবালকের মধ্যে একটা দুইটা হইলেও মতিমান, ধীমান্ বোধ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছেলে বা মেয়ে আসিবেই।

পুঞ্জীকৃত কর্ম্মের বিফলতা দেখিয়াও আমি হতাশ হই না। হতাশা আমার স্বভাবে নাই। একমাত্র ওঁকার-মন্ত্রকে শক্ত করিয়া ধরিয়া চলিবার সাহস সঞ্চয় কর। দশ দিকে মন দিয়া কি হইবে? খেলনা খেলায় রত শিশুর মতন দশটা খেলনা লইয়া মত্ত না হইয়া জীবনের সব লীলা এবং খেলাকে — ওঙ্কার-মন্ত্রের আশ্রিত কর। পর্ব্বত-প্রমাণ বিপুল, সমুদ্রের মত বিশাল, ঝঞ্ঝাবর্ত্তের মত উত্তাল, ক্ষিপ্ত হস্তীর মত উদ্দাম কল্পনাতীত বাধা-বিঘ্ন আমাকে আমার কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তোমরা আমার সন্তান হইয়া পারিবারিক ছারপোকার কামড়ে সহিষ্ণু থাকিতে পারিবে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৪৬)

বারাণসী

হরি-ও

৩১শে চৈত্র, সোমবার, ১৩৮১

(১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমবাসাকে আমি আমার পার্ব্বত্য ত্রিপুরার প্রগ্রাম হইতে এই ভাবিয়া বাদ দিয়াছিলাম যে, যদিও উহা আমার অনেক বৎসর আগেকার কর্ম্মক্ষেত্র, তথাপি অন্য একজন হিন্দু সাধু ঐ অঞ্চলে পাহাড়ীদের ভিতরে ধর্ম্মীয় প্রচারের কাজ যখন আরম্ভ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অবাধে কাজ করিতে দেওয়া উচিত। ইহাকে আমার সুজনতা বা সদ্বিবেচনা বলিয়া ধরিতে পার। কিন্তু যতই দিনগুলি কাছাইয়া আসিতেছে, ততই আমার মনে হইতেছে যে, দশ বিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রেতপূজক এই সকল পাহাড়ী সরলপ্রাণ ব্যক্তিদের ভিতরে একেশ্বরবাদের যে উজ্জ্বল মহিমা আমি জাগাইয়া আসিতে ছিলাম, আমার এই সুজনতা বা ভদ্রতা যদি তাহাদের মধ্যে প্রত্যয়হীনতা জাগ্রত করিয়া তাহাদের প্রতিজনকে প্রকৃষ্টতম সাধনার পথ হইতে ছিনাইয়া নিয়া যায়, তবে তাহাতে আমাদের কি অপরাধ কিছু হইবে না? চিন্তাটা আমাকে চঞ্চল করিয়াছে। এই জন্য স্থির হইল যে, আভাঙ্গার পরে আমবাসাও আমার প্রগ্রাম হইবে। আমি যে দিন

বনপর্ব্বতবাসীদের মধ্যে নিজের গরজে কাজ শুরু করিলাম, তখন আমার মনে খ্রীষ্টধর্ম্মের ব্যাপক প্রচারের জুজুর ভয় বিন্দুমাত্রও ছিল না। স্বাভাবিক মানবিক কর্ত্তব্যের তাড়নায় ভদ্র, সভ্য, শিক্ষিত তোমাদের মধ্যে যে আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, আকূতি ও আকুলতা নিয়া গিয়াছি, বনপর্ব্বতবাসী অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সরলচিত্ত মানুষগুলির মধ্যেও ঠিক তাহাই নিয়া গিয়াছি। আজও আমার ভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই,—খ্রীষ্টধর্ম্মের ক্রমপ্রসারে আমি ভীত বা সন্ত্রস্ত নহি। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মকে যাঁহারা লড়িবেন গঙ্গাপূজা বা চৌদ্দ দেবতার পূজা দিয়া অথবা পুরাণ-কাহিনী দিয়া, তাঁহারা ঠকিবেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে দুর্ব্বলতা মাত্র এইটুকু যে, খ্রীষ্টকে অবতার বলা হইয়াছে। নতুবা এই ধর্ম্ম পূর্ণতঃ একেশ্বরবাদী। খ্রীষ্টানদের একমাত্র "গড্" ছাড়া আর কোনও দেবতা, উপদেবতা বা অপদেবতার উপাসনা নাই। কিস্তির এই একটী অদ্ভুত চালে তাঁহারা জন্মাবধিই জিতিয়া আছেন। তাঁহাদের সহিত লড়াই করিয়া জিতিবার সামর্থ্য পৌরাণিক মনোভাব-সম্পন্ন প্রচারকদের নাই। নূতন বা পুরাতন অবতার-বিশেষকে খুঁটি রূপে খাড়া করিয়াও বেশী জুৎ হইবে না। কারণ, ক্রুশবিদ্ধ ক্ষমাশীল যীশুর মহনীয় ত্যাগ ও অপরাধীদের জন্য মার্জ্জনাভিক্ষা তাঁহাকে সারা ব্রহ্মাণ্ডে অদ্বিতীয় করিয়া রাখিয়াছে। জুডিয়ার মরুপ্রান্তরে নগ্নপদ-সঞ্চারী মহান্ আচার্য্যের মধুর বাণী পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মধুবর্ষণ করিবে। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রসারের সহিত লড়াই দিয়া জিতিতে হইলে ভারতীয় বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের

একেশ্বরাভিগামিতার একান্ত অনুগত হইতে হইবে। অন্যথায় ধর্ম্মে ধর্ম্মে রেষারেষিই হয়ত বাড়িবে, বনপর্ব্বতবাসীদের উদ্ধার কখনও সম্ভব হইবে না।

খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদের প্রতি বিন্দুমাত্র বক্র দৃষ্টি বা উগ্র মনোভাব না রাখিয়া আমি আমার মানবিক ধর্ম্মচেতনার প্রেরণায় অতীতে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে যাহা ধীর মন্থর পদক্ষেপে একলক্ষ্যে করিয়া যাইতেছি, এবার কার্ত্তিকে * আমি তাহাই পুনরায় আরম্ভ করিব। তোমরা সাত্ত্বিক মনে সাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্ট করিবার কাজে লাগিয়া যাও। সস্তায় কিস্তিমাৎ নহে, অথবা এক ওছিলা করিয়া নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য নহে, নিছক নির্ভেজাল মানব-কল্যাণকেই চোখের সুমুখে রাখিয়া আমরা সাধ্যমতন কাজ করিয়া যাইব। ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। আমাদের মনে যেন অহমিকা না আসে, আমরা যেন উদ্ধত না হই, প্রতিযোগিতা-বুদ্ধির কূট-কুচক্র যেন আমাদের মস্তিষ্কে বাসা না বাঁধিতে পারে। আমার প্রতিটি সন্তানকে এই কথাটী বারংবার মনে করাইয়া দাও। প্রভূত অর্থ ব্যয়ের দায়িত্ব আমরা আমাদের স্কন্ধে নিতেছি। বিদ্বেষ, বৈষম্য-বোধ, ঈর্ষ্যা-কাতরতা প্রভৃতি ব্যাধি আমাদের ভিতরে আসিলে আমার সব চেষ্টা মাটি হইয়া যাইবে।

সামাজিক বা ধার্ম্মিক কোনও সামুহিক প্রয়োজনে টাকার প্রয়োজন

* শ্রীশ্রীবাবামণির গুরুতর পীড়াহেতু এই বৎসর কার্ত্তিকে এই ভ্রমণ সম্ভব হইতেছে না।

পড়িলে হিন্দুর স্বাভাবিক কূপ-মণ্ডূকতা তাহাকে সামগ্রিক দৃষ্টির চশমাজোড়া নাসাগ্র হইতে খুলিয়া রাখিতে বাধ্য করে। কিন্তু নিজ নিজ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীগত প্রয়োজনের দাবী আসিলে তাহারা কোমর কাছিতে বিলম্ব করে না। আমাদের নিকটে কোনও সাম্প্রদায়িক আবেদনের প্রবেশাধিকার নাই। কোনও গোষ্ঠীগত স্বার্থের প্রশ্রয় নাই। সুতরাং ধনের প্রয়োজন পড়িলে কোথাও আমরা তাহা পাইব না অথবা নিজেরা অযাচক বলিয়া কোথাও আমরা তাহা চাহিব না, এই কথাটী মনে রাখিয়া প্রত্যেকে স্বনির্ভর আত্ম-প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের সাহস, আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য্য, দৃঢ়তা এবং সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া একপন্থানুসারিতার যে কত প্রয়োজন, তাহা প্রতিজনে উপলব্ধি কর। আমাদের সম্বল পরমেশ্বর, রাজানুগ্রহ নহে, ভিক্ষা সংগ্রহ, চাঁদা তোলা, সাহায্য লাভের জন্য নানা স্থানে আবেদন-নিবেদন নহে।

আমার আরব্ধ পুরাতন চরিত্র-আন্দোলনকে আমি নূতন মূর্ত্তিতে দেশব্যাপী মস্তকোত্তোলনের নির্দ্দেশ প্রেরণ করিয়াছে এবং এজন্য বিপুল অর্থব্যয়ের কল্পনাও করিতেছি। এমন সময়ে যুগপৎ পাহাড়ের কাজ পড়িয়া যাওয়াতে আমি আংশিক যে বিব্রত বোধ করিতেছি, তাহা অস্বীকার করিলে ভুল হইবে। তবে, অসুবিধা যতই হউক, পরমেশ্বরের কাজ তাঁহারই কৃপাবলে করিয়া যাইতে থাকিব। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরি-ও

বারাণসী

৩১শে চৈত্র, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সারা বৎসর তোমাদিগকে নানা উপদেশ দিয়াছি। সেরা উপদেশটী অদ্য দিব। ব্যক্তিকে, সংঘকে, সমাজকে, জাতিকে বা জগৎকে যাহাকেই শক্তিশালী করিতে চাহ, আদিম উপায় হইবে তোমার ব্রহ্মচর্য্য দ্বিতীয় উপায় ঐক্য। ঈশ্বর-নিষ্ঠা ব্রহ্মচর্য্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, কারণ ঈশ্বরাভিমুখী মন ইন্দ্রিয়সুখাতুরতাকে অনায়াসে জয় করে। আর প্রেম প্রতিষ্ঠা করে ঐক্যকে। বৎসরের শেষ দিনটাতে তোমাদের প্রতিজনকে আমি ঈশ্বরনিষ্ঠ হইতে এবং ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইতে বারংবার নির্দ্দেশ প্রদান করিতেছি।

সম্মুখে আমাদের সহস্র বিপদ। হিমাচলেরও শতগুণ উত্তুঙ্গ বাধা আমাদের পথ আগুলিয়া আছে। আমরা যদি ব্রহ্মচর্য্য-বলে বলীয়ান্ হইতে চেষ্টা না করি, তবে এই চেষ্টা আর কে করিবে? সুসভ্য মানব-জাতি আদিম বর্ব্বরতার দিকে ছুটিয়া চলিতে চাহিতেছে। অর্থনৈতিক জগতের ভেল্‌কীবাজি দিয়া তাহারা তাহাদের পশু সংস্কারকে ঢাকিয়া রাখিবার মিথ্যা প্রয়াসে ব্যস্ত। তাহাদের হিংস্র নখদন্তের ঘর্ষণে

যে আতঙ্ককর ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাই বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর সমস্যা-সমূহের জন্মদান করিতেছে। এস, আমরা সাবধান হই। মানুষের মহত্ত্বকে আমরা ধ্বংসের জলধি-জলে ডুবিয়া যাইতে দিব না।

ব্রহ্মচর্য্য নীরবে সাধন করিতে হয়, গোপনে সাধ্য-বস্তু ইহা। কিন্তু ইহার শুভফলে ব্যক্তির, সংঘের, সমাজের, জাতির মধ্যে যে নববল সঞ্চারিত হইবে, তাহার শুভফল একদা সমগ্র জগৎ পাইবে এবং ভাবী সভ্যতা এজন্য তোমাদিগকে শতবার জানাইবে সাধুবাদ, সহস্র বার অর্পণ করিবে স্তুতির ফুলমালা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরি-ও

বারাণসী

৩১শে চৈত্র, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একটা রাত্র পার হইয়া গেলেই কাল নববর্ষ আরম্ভ হইবে। আমি চাহি, তোমাদের ন্যায় ভক্তিমান্ দম্পতীরা সর্ব্বত্র কাল সূর্য্যোদয় হইতেই সম্বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্রত গ্রহণ করুক। আমার

ধারণা হইয়াছে যে, এইরূপ একটা সঙ্কল্পের কথা অন্ততঃ তোমরা দুই জনে কিছুকাল যাবৎ ভাবিয়া আসিতেছিলে। স্বাভাবিক ভাবেই যাহা তোমরা ভাবিয়া আসিতেছিলে, আমি তদ্বিষয়েই তোমাদিগকে উপদেশ বা অনুজ্ঞা দিতেছি। আমার বিগত যাট বৎসরের প্রচার-কর্ম্ম-মূলক অক্লান্ত পরিশ্রম বিফলে যাইতে পারে না বলিয়াই সম্প্রতি নানা স্থানে দম্পতীদের ভিতরে সংযত জীবন যাপনের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ অভীপ্সা জাগ্রত হইতেছে।

কাহারও প্রতি বিদ্বেষ থাকিলে, তাহা মন হইতে দূর করিয়া দাও। দ্বেষমূলক চিন্তা ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিকে দুর্ব্বল করে। কখনো মৌনব্রত পালন করিলে মনে রাখিবে যে, মৌনকালে দেহে মনে সর্ব্বতোভাবে সংযমী থাকিতে হইবে। কেহ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সেই বারতা আবার প্রচার করিতে উদ্যত হইও না। ইহা সঙ্গোপনে পালনীয় ব্রত। তোমাদের ঐ অঞ্চলটাতে দুই চারি জন স্ত্রী-পুরুষের আচরণে অনেক মানুষের মনে ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি আস্থা জাগ্রত হইতেছে। ইহা আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি। এই সময়ে তোমাদের নিজেদের মধ্যে ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, তুচ্ছ কথায় উপেক্ষা এবং দরদ অনুশীলিত হওয়া উচিত। ব্রহ্মচর্য্যে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিরা অকপট চিত্তে মিলিত হইলে, জিদ্ পরিহার করিয়া পরস্পর পরস্পরকে সহযোগ দিয়া প্রতিটি কার্য্য করিতে আগ্রহী হইলে, অতি দ্রুত এবং সহজে বিরাট জনকল্যাণ সাধিত হইতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরি-ও

বারাণসী

৩১শে চৈত্র, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। কাল হইতে নববর্ষ শুরু হইবে। এই পত্রেই সকলকে নববর্ষের স্নেহ ও আশিস জানাইতেছি।

একটা বৎসর আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান দুরন্ত বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। বিপদের কারণ, বিপদের প্রকৃতি, বিপদের পরিমাণ এবং বিপদের ব্যাপকতা সম্পর্কে আমি সমগ্র বৎসরটা ধরিয়া তোমাদের কাহাকেও কোনও ধারণা দেই নাই। আগামী কল্য যে শুভ নববর্ষারম্ভ হইবে, আমি জানি যে, সেই বৎসরটী চূড়ান্ততম দুর্য্যোগ নিয়া আমার সমীপস্থ হইতেছে। লড়াই আমি দিব, হার মানিব না কিন্তু তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে দুই চরিটি কথা ত' আর না বলিয়া পারিতেছি না। আমি যে চরিত্রের শক্তিতে বিশ্বাসী, সততার শক্তিতে বিশ্বাসী। বিশ্বাসী আমি ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিতে আর মহিমায়। আগামী কাল হইতে তোমরা প্রতি জনে নিজ নিজ গৃহে বসিয়া নূতন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত-সাধনায় ব্রতী হও। আর্থিক, শারীরিক, সাত্ত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র দুর্য্যোগ-সমারোহের মধ্যে প্রতীকারের পরমপন্থা আমাদের দেশব্যাপী সুব্যাপক ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করা। প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যাউক, আমরা মরিয়া যাই,

সব-কিছু সানন্দে স্বীকার করিয়া নিব, কিন্তু সমগ্র দেশের প্রতিটি প্রাণীর অন্তরে ব্রহ্মচর্য্যের সমাদরকে আমাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে হইবে। মতভেদ-বিশিষ্টেরা বিরোধ করিতে পারেন, করিবেনও কিন্তু কে নিজ জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছ, তাহার বিজ্ঞাপন ছড়াইবার কোন্ প্রয়োজন আছে? মানুষ পশু নহে, পশুত্বের শারীরিক স্তর কয়েক কোটি বা কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেই সেই স্তর মানুষেরা অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু মনের দিক্ দিয়া তাহার পশু এখনো তরুণ, সতেজ ও সক্রিয়। এই জন্যই তোমাদিগকে শ্রম অধিক করিতে হইবে।

কোপন-স্বভাবেরা ক্রোধ দূর কর, রসনা-বিলাসীরা লোভ সম্বরণ কর, সম্ভোগাতুরেরা ইন্দ্রিয়কে মহত্তর কাজের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্যই সংযত কর। আগামী কল্য হইতে এক বৎসরের জন্য শত শত জনে এই ব্রত লও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরি-ও

বারাণসী

৩১শে চৈত্র, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমাদের কর্ম্মপথে বিরাট বিরাট বাধা আসিতেছে। ভয় আমি পাই নাই, কিন্তু কর্ম্মশক্তির গভীরতর প্রয়োগ, নিবিড়তর নিয়োগ, ব্যাপকতর সংযোগ প্রয়োজন বলিয়া বোধ করিতেছি। পার্ব্বত্য জাতীয় লোকেরাও যুদ্ধে বাহির হইবার আগে সংযম-পালনের আবশ্যকতা অনুভব করে। তোমরা যাহারা আমার কর্ম্মিচমূ তাহারা কি নিজেদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে ব্রহ্মচর্য্যের ব্রতানুশীলনে তৈরী হইবে? তোমাদের মধ্যে সর্ব্বদা বিচারণ করে, তোমাদের এমন একটী গুরুভ্রাতা কিছু কাল ধরিয়া তোমাদের মধ্যে কাজ করিতেছে। ব্রহ্মচর্য্য পালনকারীকে মন্ত্রগুপ্তি রাখিতে হয়, এজন্য তাহাকে তোমরা চিনিতে পারিতেছ না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার কর্ম্মশক্তি তথা চিন্তাশক্তি যেন এক নবোন্মেষ লাভ করিয়াছে। দেখিয়া আমি ভাবিতেছি যে, তোমরা যদি প্রতি জনে সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুশীলন করিয়া যাইতে, তবে এত দিনে তোমাদের শহরে বা তোমাদের জেলাতে তোমরা কি না করিতে পারিতে?

শুধু মাত্র মুখের কথায় বহু লোককে সত্য পথে প্রধাবিত হইবার উৎসাহ যোগান যায়। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-পালনকারীর মুখনিঃসৃত বাক্য যেন বেদমন্ত্রের ক্ষমতা ধারণ করে। অশিব-বিনাশ-কাজে ব্রহ্মচর্য্য যে ব্রহ্মাস্ত্র, ইহা তোমরা বিশ্বাস করিও।

ব্রহ্মচর্য্য পালিয়া আত্মশ্লাঘা করিতে নাই। বিনীত মনে ইহা পালন করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য পালনের ভাণ করিতে নাই. ইহা গোপনে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অনুশীলন করিতে হয়। একজনেও যাহাতে জীবনে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হও, এই আশীর্ব্বাদ আমি তোমাদের প্রতিজনকে করিতেছি। নববর্ষের যে-কোনও এক সন্নিকটবর্ত্তী প্রভাতে এই পত্র পাইবে। সকলে আমার নববর্ষের স্নেহ ও আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

বারাণসী

হরি-ও

৩১শে চৈত্র, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

* * * *

তোমাদের জেলাটা যে ত্রিপুরা বা কাছাড় হইতে নিকৃষ্ট নহে, ঐ জেলার কর্ম্মীদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর না হইতে পারিলেও তোমরা যে চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই সমকক্ষ হইতে পার, এই আত্মপ্রত্যয়টুকু তোমাদের থাকা প্রয়োজন। তোমাদের মধ্যে দুই একজনের অধ্যবসায়ের ভিতরে আমি কাছাড় বা ত্রিপুরার দুই একটী শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীর কাজের ভঙ্গীর আদর্শ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। একটু চেষ্টা করিলেই তোমাদের কর্ম্মি-সংখ্যা বাড়িতে পারে এবং বারংবার কর্ম্মাভ্যাসের দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইলে সাধারণ কর্ম্মীরা অসাধারণত্ব অর্জ্জন করিতে পারে।

তবে, একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কর্ম্মি-মাত্রকেই ব্রহ্মচর্য্যে শ্রদ্ধাবান্ ও সত্যভাষণে রুচিমান্ হইতে হইবে। যে যতটুকু ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, মানুষের উপরে তাহার অক্লেশ-প্রভাব ততই বাড়িবে। যে যত সত্যবাক্ হইবে তাহার কর্ম্মে তত সাফল্য আসিবে। কোনও দিক দিয়াই সাধন কিছুই করিব না অথচ সিদ্ধি অর্জ্জনের প্রত্যাশা করিব, ইহা মূঢ়তা।

ছোট-বড় সকলকে তোমরা তোমাদের চরিত্র-আন্দোলনের মধ্যে আনিয়া ফেল। জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিচার করিও না। সকলের মধ্যে আমাদের কাজ করিতে হইবে, সকলের ঘর হইতে কর্ম্মী খুঁজিয়া আমরা বাহির করিব। লক্ষ লোক যদি একত্র হইয়া প্রতিজ্ঞা করে,— "আমরা চরিত্রবান্ হইব,"—তবে জানিও, তাহারও একটা প্রত্যক্ষ শুভফল আছে। ইতি —

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

বারাণসী

হরি-ও

৩১শে চৈত্র, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা —, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। এই পত্র নববর্ষে পাইবে। সুতরাং এই পত্রেই নববর্ষের আশিস যাইতেছে।

*　　　*　　　*　　　*

চরিত্র-আন্দোলন ত' আমি জীবন ভরিয়াই করিয়া আসিতেছি। কিন্তু একটী বিদ্যুদ্গতি-আন্দোলন-রূপে ইহাকে ব্যাপকতা-সহকারে আরম্ভ করিবার প্রস্তাব দেওয়াতে নানা স্থান হইতে নানা রূপ উৎসাহ-বর্দ্ধক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে। কিন্তু কৌতুককর প্রস্তাবও কিছু কিছু আসিয়াছে। কেহ কেহ চাহিয়াছে, এই আন্দোলন উপলক্ষ্যে কিছু কিছু নাটক অভিনয় করিতে এবং কেহ কেহ বাঞ্ছা করিতেছে যে, আমার রচিত সঙ্গীতগুলির সঙ্গে সঙ্গে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নৃত্যশিল্পের চর্চ্চাও করিবে। সত্যিকারের কাজের মুখে এই সব চিন্তা কতটা প্রশ্রয় পাইতে পারে, তোমরা ভাবিবে? তোমরা ত' সঙ্গীত-রস-রসিক।

সমগ্র দেশটাকে চরিত্র-আন্দোলনের ভাবধারা দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। সঙ্গীত তার মধ্যে একটা সুনির্দ্দিষ্ট স্থান নিশ্চয়ই নিবে। কিন্তু কেবল সঙ্গীতে মুমূর্ষু জাতি বাঁচে না, বাঁচিবার ও বাঁচাইবার পথ কাজ। সঙ্গীত সে কাজে উৎসাহ দিবে, প্রেরণা দিবে, চেতনা জোগাইবে।

তোমরা ত' পৌষ মাসে দিনের পর দিন স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত-সম্মেলন বেলা দুইটা হইতে রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত অক্লান্ত অধ্যবসায়ে চালাও। শুনিতে বা ভাবিতে আমার ভালই লাগে। কিন্তু কেবল গাহিলেই হইবে না। বৃহত্তর মহত্তর লক্ষ্যে তোমাকে যুক্ত রাখিবার জন্য গান। আমার গান বিলাসের ব্যসন নহে।

চরিত্র-আন্দোলনটার ভিতরে তোমরা একটু Puritanism বা শুচিতা রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করিও। তোমাদের আন্দোলন কয়জন শিল্পীর জন্ম দিল, ইহা আমার বিবেচ্য নহে। আমার বিবেচ্য, কয়জন জগৎকল্যাণকর্ম্মে আত্মোৎসর্গকারীর আবির্ভাব হইল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরি-ও　　　বারাণসী

১লা বৈশাখ, ১৩৮২

স্নেহের মা অঞ্জলি, শিপ্রা, দুলালী, ছায়া, শিখা, সুমিত্রা শোভনা ও

স্নেহের বাবা মৃণাল, নোটন, দেবব্রত, খগেন্দ্র, সুধাংশু জয়দেব, ভুলন, সুকুমার, সুকান্ত, সুভাষ ও তপন, (আগরতলার অখণ্ড-সেবাদল)

তোমরা সকলে আমার নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রত্যেকে উৎসাহ নিয়া চল। তোমাদের উৎসাহ অনির্ব্বাণ হউক। কাজের মত কাজ তোমরা যে কিছু করিবেই, এই পণ নিয়া পথ চল। অসাধ্য-সাধন করিবার ক্ষমতা যে তোমাদের আছে, এই কথাটী বিশ্বাস করিও। অসাধ্য-সাধন ত' সাধারণ লোকেই করে। প্রয়োজন শুধু নিষ্ঠার আর চরিত্র-বলের। পুঞ্জীকৃত গৌরবে উদ্ভাসিত এক

ভবিষ্যতের তোমরা অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবে, — ইহাই ত' তোমাদের কাজ। তোমাদের শুচিতা, পবিত্রতা, তোমাদিগকে অসামান্য করিবে। তাহার বলে তোমরা অকল্পনীয় মহাকার্য্য সাধন করিবে। তোমাদের শ্রম, তোমাদের সেবা পৃথিবীর ভাগ্য-পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে, এই বিশ্বাস রাখ। সকলের মনের হতাশা দূর কর, অবিশ্বাস নাশ কর। প্রতিজনকে বিশ্বাসের শক্তিতে শক্তিমান্ কর। দুস্তর বাধাকে অতিক্রম করিয়া দুর্গম পথের যাত্রী তোমরা নির্ভয়ে পথ চলিবে। ভয় তোমাদের নাই। ভয় তোমাদের নাই বলিয়াই জয় তোমাদের সুনিশ্চিত। ভয়কে জয় করিতে পারিল না বলিয়াই ত' লক্ষ লক্ষ জয়িষ্ণু লোক অবহেলায় আর অসাফল্যে মৃতুবরণ করিল। তোমরা ক্ষণকালের জন্যও দুর্ব্বল হইও না। দুর্ব্বলতাই পাপ। শুধু পাপ নহে, ইহা পাপের জননী। তোমাদের দৃষ্টিশক্তিকে এমন তীক্ষ্ণ এবং এমন স্বচ্ছ কর যেন, ইহা যেখানে পড়িবে, সেখান হইতে পাপের জঞ্জাল নিমেষে ছাই উড়িয়া যায়। তোমাদের তেজে জগতের পাপ বিনষ্ট হইবে, তোমরা জগদুদ্ধার করিবে। সেই জন্যই ত' তোমাদিগকে অত ভালবাসি। আমার ভালবাসা নিঃস্বার্থ, কিন্তু নিরর্থক নয়। আমি তোমাদের জীবন-কর্ম্মের মধ্য দিয়া জগদ্বাসীর শাশ্বত কুশল প্রত্যাশা করি। আমি যাহা চাহি, তাহা দিবার তোমাদের ক্ষমতা আছে, তবে চাই নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, চাই সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন। শুভ নববর্ষে প্রতিজনে প্রতিজ্ঞা কর,— "আমরা

সংযমী হইব, সত্যবাক্ হইব, সদাচারী হইব, চরিত্রবান্ হইব, ব্রহ্মচর্য্য পালিব।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরি-ও বারাণসী
১লা বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৮২
(১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা —, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমাদের প্রতিজনের জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নগুলি শুভ-নববর্ষ বাস্তবায়িত হইতে যেন দেখিতে পায়। সর্ব্বশক্তি নিয়া তোমরা পরমেশ্বরার্চ্চনে মগ্ন হও।

আমার পরমেশ্বর ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র। আমার পরমেশ্বর দুঃখী, দীন, কাতর, দুর্দ্দৈন্য-পীড়িত নরনারী, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অশ্রুমোচন চাহেন। একাজে তোমরা কৃতিত্ব-সহকারে ব্রতী হও। তাহার জন্য চাই ব্রহ্মচর্য্য। প্রতি জনে ব্রহ্মচর্য্য পালনে আগ্রহী হও।

তোমাদের এখন চরিত্র-আন্দোলনে নামিতে হইবে। প্রত্যেককে মুখর হইতে হইবে। নূতন নূতন কর্ম্মী সৃষ্টি করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে যাইতে হইবে। ঘরে ঘরে উঠিতে হইবে। প্রতিটি বৃক্ষ-তলে

বসিয়া পথিককে ডাকিয়া শুনাইতে হইবে,—"আমাদের চরিত্রধন নাই বলিয়াই বর্ত্তমান দুর্গতি, —আমাদের চরিত্রধন চাই।"

হাজার লোক এক সঙ্গে একরূপ কথা বলিতে থাকিলে, একরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে দেশে আপনা আপনি বিপ্লব আসে। চিন্তার বিপ্লবই আসল বিপ্লব। তাহার জন্য পণ্ডিত লোকের দরকার হইবে না, সাধারণ লোকেরাই শুধু ব্রহ্মচর্য্য পালনের মহিমায় সব কাজ করিতে পারিবে।

* * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

বারাণসী

হরি-ওঁ

১লা বৈশাখ, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা —, সকলে আমার নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

লিখিয়াছ, চরিত্র-গঠনের আন্দোলন কি ভাবে আরম্ভ করিবে। যে-কোনও স্থানে জনা দশ বারো সদবুদ্ধি-সম্পন্ন যুবক বা কিশোর মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করুক যে, তাহারা চরিত্রবান্ হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। শত বাধা সত্ত্বেও তাহারা সত্যভাষী থাকিবার

চেষ্টা করিবে। শত প্রলোভন সত্ত্বেও তাহারা ইন্দ্রিয়-সংযমের ব্রতে শৈথিল্য আসিতে দিবে না। পর-দ্রব্যে লোভ তাহারা পরিত্যাগ করিবে। পরনারীতে বিমল মাতৃবুদ্ধি তাহারা পোষণ করিবে। জগতের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি তাহারা সমদর্শী ও শ্রদ্ধাশীল থাকিবে। সর্ব্বজনে সুনির্ম্মল প্রেম-বিতরণের শুদ্ধতম পন্থা তাহারা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিবে।

বড় বড় প্যাণ্ডাল রচনার প্রয়োজন নাই, আলোচনার আসর মেরাপ দিয়া ঘিরিবার দরকার নাই। সরল, সাদা-সিধা গ্রাম্য ভাবে কিন্তু শুচি শুদ্ধ মনে কয়েক জনে একাজটী আরম্ভ করিবার পরে, বারংবার ঐ একই স্থানে চরিত্রগঠন-আন্দোলনের চর্চ্চা চালাইতে পার। একদিন সকলে মিলিত হইলে তাহাকে বলে সভাধিবেশন। বারংবার একই স্থানে, দিবসের প্রায় একই সুনির্দ্দিষ্ট সময়ে, একই বস্তুর পুনঃ পুনঃ চর্চ্চার অনুশীলন করিলে তাহার নাম দিতে পার তীর্থাভিযান। বর্ষার চঞ্চল মেঘমালার ন্যায় একাজ যখন নানা স্থানে নানা দিকে বিস্তারিত ও প্রথম অরুণোদয়ের সূর্য্যরশ্মির ন্যায় বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, তখন তাহার নাম হয় আন্দোলন। সভাধিবেশনে প্রয়োজন স্থির সঙ্কল্পের, তীর্থাভিযানে প্রয়োজন বিনীত শ্রদ্ধার আর আন্দোলন শুরু হইয়া গেলে ইহা অন্ধ আবেগে অভিলষিত বা অনভিলষিত সকল স্থানে দাবানলের ন্যায় নিরঙ্কুশ প্রবলতায় ছড়াইয়া পড়ে। তখন চিরকালের চোরও বলিবে,— "আমি চৌর্য্য ত্যাগ করিব," গণিকাও বলিবে—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

"এখনি আমি গাণিক্যের গলৎ হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া ছাড়িব,"—মদ্যপও বলিবে,—"ছিঃ! জীবনে আর সুরাপান করিব না।"

ছোট করিয়াই আরম্ভ কর, নিষ্ঠার গুণে তাহা বিরাট, ব্যাপক, বিশ্বম্ভর-মুর্ত্তি এক অভাবনীয় আন্দোলনের রূপ আপনি পাইবে।

কেহ কেহ টুল-টেবিল-চেয়ার কেনার টাকায় কথা, ঘর ভাড়া করার কথা, অবিলম্বে অধ্যয়নাগার বা গ্রন্থাগার স্থাপনের কথা, প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া হাজার হাজার মুদ্রা-সাধ্য সদ্‌গ্রন্থ ক্রয়ের কথা ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছে। সাধ্যে যদি কুলায়, তাহা হইলে এই সকল ব্যবস্থা করিতে দোষ দেখি না। কিন্তু এগুলি না হইলে চরিত্র-গঠনান্দোলন আরম্ভ করা যাইবে না ভাবিলে বলিতে হইবে যে, তোমাদের চিন্তা-শক্তির মধ্যে আড়ষ্টতা প্রবেশ করিয়াছে। অখণ্ড-সংহিতা এক সময়ে হাতে লিখিয়া কয়েকটা অনুলিপি তৈরী করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে এবং কুটীরে কটীরে যাইয়া পঠিত হইয়াছিল। তাহার সুফল আজও দেশের বুক হইতে মুছিয়া যায় নাই। চরিত্রগঠনের সহায়ক, নবজীবনাদর্শের প্রেরণাদায়ক দুই চারিখানি সদ্‌গ্রন্থ বগলে দাবাইয়া অনায়াসে দুর্গম দেশ রূপ দুস্তর সিন্ধু অতিক্রম করা যায় এবং সমুদ্রের প্রতিটি তরঙ্গ আর অনুতরঙ্গকে একটী করিয়া মুল্যবান্ বাণী উপহার দিয়া সম্বোধন করিয়া বলা যায়,—

"লও বৎস অন্তরের শুচি উপহার
নিখিল জগৎ যাহে লভে উপকার।

ক্ষুদ্র নহে তুচ্ছ নহে রত্ন এককণা,
ইহা দিয়া কর তব শ্রেষ্ঠ আরাধনা।
আদর্শের বেদীমূলে সঁপি প্রাণমন
যথার্থ মানব নাম করহ অর্জ্জন।।"

শিক্ষকেরা অর্থাৎ জ্ঞান-পরিবেশকেরা এক সময়ে অত্যন্ত শুচিশুদ্ধ চরিত্রের লোক ছিলেন বলিয়া একদা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয়ের গ্রন্থ হইতেও চরিত্র-গঠনেচ্ছু বালকেরা জীবনের পরম হিতকর উপাদেয় উপদেশ আহরণ করিত। —চরিত্র-আন্দোলন চালু রাখিবার জন্য বড় বড় গ্রন্থাগার-স্থাপন একান্তই একটী আবশ্যিক প্রয়োজন নহে। দেশটা গরীব, আমরা বিত্তহীন। চরিত্র-আন্দোলনের মতন নিতান্ত নির্ব্বিদ্বেষ নিরামিষ আন্দোননে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া প্রচুর অর্থ দান করিবার মতন দাতা কালীকুমার, দাতা মণীন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতির মতন মহাপ্রাণ মহাপুরুষগণের সদলে পুনরাবির্ভাবের আশু সম্ভাবনাও লক্ষ্য করা যাইতেছে না। সুতরাং তোমাদের আন্দোলন কত সাদাসিধা এবং কত বাহ্যাড়ম্বর-মুক্ত হইতে পারে, তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রতিজনে কাজ করিবে। প্রধান কাজটা কি? আসল লক্ষ্যটা কি? এই বিষয় চিন্তা কর। "আমরা চরিত্রবান্ হইবার চেষ্টা করিব,"—এই কথাটীকে শ্রোতাদের,—কি স্ত্রী, কি পুরুষ, প্রত্যেকের মনের ভিতরে জপমালার মতন বসাইয়া দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি কি প্রয়োজন তাহা

প্রতিজনে চিন্তা কর। মেধাবী মনস্বী ব্যক্তি হয়ত যে কথাটী কদাচ খেয়াল করিয়া দেখেন নাই, একদা অতি-সাধারণ-বুদ্ধির নগণ্য একটা লোকের কাছে তার হদিস পাইয়া যাইবে। ছাই উড়াইতে গেলে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত স্থানে কি অগ্নির উত্তাপ অনুভূত হইতে পারে না? তোমরা ছোটবড় সকলের মনে চরিত্র-গঠনের আবেগ সৃষ্টি করিয়া চলিবে, ইহাই হইবে মূলকথা।

পৃথিবীতে কত অবিচার চলিতেছে। সৎ-পথাশ্রিতেরাই প্রধানতঃ উৎপীড়িত হইতেছে। দুষ্ট ও হারমাদেরা নেতৃত্বের ছটা ঘুরাইয়া নিজেদের স্বার্থসাধন করিতেছে এবং জাতীয় জীবনের সামগ্রিক দুঃখাবলি সৃষ্টি করিতেছে। এমতাবস্থায় লোকে সহজে সৎ জীবন যাপন করিতে রুচি বোধ করিবে না। কিন্তু ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন এবং তাঁহাতে বিশ্বাস আমাদের অগাধ থাকা প্রয়োজন। তাহা হইলেই আমরা দ্বিধায় টলায়মান মনগুলিকে একমুখ করিতে পারিব। অধঃপতিত জাতির অভ্যুদয়ের জন্য চরিত্র-গঠন যখন প্রয়োজন, তখন এই আন্দোলনের অনুকূল অবস্থা পরমেশ্বর নিশ্চিত সৃষ্টি করিবেন। তোমরা বিশ্বাসী হও এবং অপরকে বিশ্বাসবান্ করিয়া তোল। ইহার মধ্যেই তোমাদের চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠিটি লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরি-ও বারাণসী
১লা বৈশাখ ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার মতামতের প্রচণ্ড-বিরোধে অভ্যস্ত একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি যখন বিশ বৎসরের বৈর পরিহার করিয়া আগরতলাতে স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া ওঁকার ও হরিওঁ কীর্ত্তন সম্পর্কে স্বেচ্ছায় নিজ অনুমোদন জানাইতে আসিয়াছিলেন, তখন প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"আপনি কি দোল, দুর্গোৎসব, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা আদি সব তুলিয়া দিতে চাহেন? তাই যদি না চাহিবেন, তবে প্রত্যেকটা হিন্দু পর্ব্বে একটা করিয়া সমবেত উপাসনা রাখিয়াছেন কেন?"

আমি বলিয়াছিলাম,—"মুসলমানী, খ্রীষ্টিয় বা বৌদ্ধ পর্ব্বেও আমরা সমবেত উপাসনা করিয়া থাকি। সুতরাং অন্য ধর্ম্মকে নির্ম্মূল করিবার জন্য ঐ দিন আমরা সমবেত উপাসনা করি, এই যুক্তি ভুল। তবে, আস্তে আস্তে দেবতারা মানুষের বিশ্বাসের ভূমি হইতে সরিয়া যাইতেছেন, নির্ভরের আকাশ হইতে খসিয়া পড়িতেছেন। এমতাবস্থায় আমরা যদি ঐ ঐ দেবতার পূজার দিনে সমবেত উপাসনা রাখি, তাহা হইলে একদল অন্ধবিশ্বাসীকে আস্তিক্যের পথে টানিয়া রাখিবার একটা চমৎকার ব্যবস্থাই হয়। তবে আপনারা কেন মনে করিবেন

যে, আমি আপনাদের পূজিত দেবতাদের উপরে খড়্গহস্ত? ঠেকায় না পড়িলে আজকাল কেহ দেবোপাসনা করে না কিন্তু সমবেত উপাসনায় যাহারা বসে, তাহারা প্রাণময় প্রেমের আবেশে বসে, কারণ নির্দ্দিষ্ট একটী দেবমূর্ত্তির কাঠগড়ায় কাহাকেও বলি দিবার ইহাতে আয়োজন নাই।''

কথাটা শুধু ইহাই নহে। ইহার চেয়েও কিছু বেশী। ভারতের পূজার্চ্চনার রঙ্গমঞ্চে কতবার যে কত দেবতা গ্রীণরুম হইতে কত বিচিত্র বসনে সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া নিজেদের বিচিত্র অভিনয় করিয়া গেলেন, আজ তাহাদের অনেকেই একেবারেই বেপাত্তা, কেহ কেহ কল্পনাতীত পরিমাণে রূপান্তরিত। মেইক-আপ-ম্যানেরা যুগে যুগে দক্ষ হস্তে এই রূপান্তরীকরণকে সুচারু সাফল্য দিয়া আসিতেছেন। আমি সেই রূপান্তরের মায়াজালের মধ্যে আটক না পড়িয়া শাশ্বত সত্যের আদি-অন্ত-ব্যাপী অব্যয় মহানাদকে আশ্রয় রূপে ধরিয়াছি। যে যেই মতের হউক, ইহাতে সে নিজের পথের অনুমোদন, হাঁ—বাক্য, স্বীকৃতিসূচক ইঙ্গিত পাইবে। সুতরাং নববর্ষের বা মহাষ্টমীর উপাসনার দিন ক্ষমতায় কুলাইলে কেন সে নববস্ত্র পরিধান করিবে না? দোলের দিন বিগ্রহের গায়ে কেনই বা সে পুষ্পবিল্বপত্র সহ একটুখানি আবির-কুঙ্কুম ঢালিয়া দিবে না? না দিলে দোষ নাই, দেওয়া বাধ্যকর নহে কিন্তু দিলে তেমন আপত্তির কারণ কি থাকিতে পারে? শঙ্খ বাজাইয়া যাঁহারা দেবপূজা করেন, ঢকা নিনাদিত করিয়া যাঁহারা

ইষ্টের অর্চ্চনা করেন, অথবা বাঁশী বাজাইয়া যাঁহারা পরমেশ্বরের বন্দনা করেন, কিম্বা ঘন্টা নিনাদিত করিয়া যাঁহারা আরতি করেন, তাঁহারা কি সবাই একই মুল হইতে প্রসারিত হইয়াছেন? ঈশ্বর নানা জনের কাছে নানা ভাবে অনুভুত হইয়াছেন এবং ঈশ্বরার্চ্চনার উপকরণেও পার্থক্য ঘটিয়াছে। একদল যদি অপর দলের কাছে কিছু ধার নিয়া থাকেন, তবে তাহার জন্য কি কিছু খৎ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন? এক একটা মন্ত্র এক এক যুগে প্রাচীনদের কাছে ওঙ্কারের স্মারক হইয়া উঠিয়াছিল। আজ সেই মন্ত্রগুলি অর্থহীন উচ্চরবের স্রষ্টা মাত্র। একে অপরের কাছ হইতে অনেক কিছু নেয় এবং অনেক কিছু একে অপরকে দেয়ও। আমরা যদি আনন্দের রং চড়াইবার জন্য ঝুলনের পাঁচ দিন ওঙ্কার-বিগ্রহকেই নানা রংয়ের আলোকে পুলকিত করিয়া ঝুলাই আর কীর্ত্তন করি, আমরাও যদি দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া গান্ধীগ্রামের শ্রীমতী কমলা চক্রবর্ত্তীর ন্যায় অঞ্জলির পুষ্পের সাথে আবির কুঙ্কুম ঢালিয়া একটু স্ফূর্ত্তি করি, তবে তাতে দোষের কি হইবে?

কিন্তু ঐ একটী আনন্দময় পরবের দিনে যাহা শোভে, রোজ রোজ করিতে গেলে তাহা শোভা পাইবে না। এগুলি প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু অতীতে আধ্যাত্মিক উল্লাসের সহিত এগুলির ব্যবহার হইয়াছে। সুতরাং ঘৃণাভরে বর্জ্জনীয়ও নহে। কেন একদা জলপূর্ণ কুম্ভ, সুসজ্জিত কদলী পাদপ, সিন্দুর-লিপ্ত ঘট এবং সচন্দন তুলসীপত্র

ব্যবহৃত হইত, তাহার হদিস বা ইতিহাস আজ কেহ দিতে পারিবে না। প্রথাগুলি অত্যন্ত পুরাতন। কিন্তু অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে অতিরিক্ত বাহুল্য না ঘটাইয়া বা শুচিবায়ুর ন্যায় অন্ধ অনুরক্তি না ঘটাইয়া যদি কখনও এই গুলির সমাবেশ ঘটে, তবে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইবারও প্রয়োজন নাই। নূতন যখন সৃষ্ট হয়, তখন পুরাতনের কিছু না কিছু চিহ্ন নিজের অঙ্গে বহন না করিয়া পারে না।

ব্যাপারগুলিকে এইরূপ সরল, সহজ, স্বচ্ছ দৃষ্টি দ্বারা দেখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

বারাণসী

হরি-ও

১লা বৈশাখ, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ-

স্নেহের বাবা —, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নবাগত তোমাকে সকলে বিশ্বাস করিয়া মণ্ডলীর সম্পাদকত্ব দিয়াছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। নবীনদিগকে কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া প্রবীণদের অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য। তবে প্রবীণদের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়া চলিবার চেষ্টা করাও নবীনদের কর্ত্তব্য। প্রবীণের সৎপরামর্শ কদাচ অগ্রাহ্য করিও না। অনভিজ্ঞ নবীনকে সুচারুরূপে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টায় ও সহযোগিতায় কদাচ ত্রুটী রাখিও না।

ছোট্ট তোমাদের মণ্ডলী কিন্তু মণ্ডলীর প্রতিটি সভ্যের অন্তরে যদি ব্রহ্মচর্য্য পালনের নেশা ধরাইয়া দিতে পার, তবে ক্ষুদ্রাকৃতি হীরকের মত ইহা মূল্যবান্ হইবে। মুখের প্যাচালে সঙ্ঘ বলশালী হয় না। সঙ্ঘের বল বাড়ে ঐক্যে, সংযমে আর সহযোগিতায়। প্রত্যেকের হাতে কিছু না কিছু কাজ তুলিয়া ধর।

কিন্তু পারস্পরিক প্রেমভাব না থাকিলে সব মাটি হইবে। কঠোর ব্রহ্মচারী কিন্তু অতীব কোপনস্বভাব হইলে তাহার ব্রহ্মচর্য্য সংঘকে বলশালী করে না। তবে, প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য শান্তির দূত, সুতরাং অবদমিত কোনও প্রাক্তন ব্যাপার না থাকিলে সাধারণতঃ ব্রহ্মচারী মাত্রেই সুপ্রসন্নচেতা হইয়া থাকে।

অল্প পারুক আর বেশী পারুক, মণ্ডলীর প্রতিটি সভ্য-সভ্যা যেন ব্রহ্মচর্য্য পালনে ব্রতশীল হয়। ইহা নিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রয়োজন নাই। নিজেদের মনে মনে এই প্রবোধটুকু থাকিলেই যথেষ্ট যে, সে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ব্যক্তি বল, সমাজ বল, জাতি বল সবারই অভ্যুদয় ইহার উপরে নির্ভর করিবে। এই জিনিষে অনাদর করিয়া মনুষ্যজাতি আস্তে আস্তে আবার পশুত্বের পথে পাড়ী জমাইতে শুরু করিয়াছে। তোমরা তাহা অবরুদ্ধ কর। কারণ, তোমাদের লক্ষ্য তিন শত বৎসরের পরের নবোদ্ভূত দেবমানবজাতি। ইতি।

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরি-ওঁ গুরুধাম, কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
১৯শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৮১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা —, আমার নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য গোপনে পালন করিতে হয়, ইহার খবর বাহিরে প্রচার করিতে নাই; প্রচার করিলে অহঙ্কার আসে, শক্তিহানি ঘটে, নানা বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য পালনের কালে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিরোধবিহীন অ-কলহ চিত্তৈশ্বর্য্য বজায় রাখিতে সহায়ক হয়। নতুবা ক্রোধ বা আত্মাভিমানের রন্ধ্রপথে সম্ভোগ-লালসা রূপ কলি শরীরে প্রবেশ করে।

যেটুকু বল এখন বুকের ভিতরে পাইতেছ, তাহা ব্রহ্মচর্য্যেরই ফল। অতএব তোমার ন্যায় পল্লীবাসিনী অপরাপর নিরীহ ও সরল-স্বভাব মহিলাদের মধ্যে কাহাকেও ছয়মাসের, কাহাকেও এক বৎসরের ব্রহ্মচর্য্য পালনে উৎসাহিত করিতেছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। একটী পল্লীতে যদি দশটী নারী একই সময়ে পূর্ণ ছয়মাসের জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যাইতে পারে, তবে ঐ কয়জনের নব-জাগ্রত শক্তিকে একাভিমুখী করিয়া প্রয়োগ করিলে একটা নবজাগরণের বিপ্লব সৃষ্টি করা যায়। স্বামীদের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া যে নারীর ব্রহ্মচর্য্য অসম্ভব, এই কথাটি মনে রাখিয়া তোমরা প্রেরণা দিবার জন্য দম্পতী নির্ব্বাচন করিও। সম্ভোগ করা আর হাড়ুডুডু খেলা দুটাই খেলা মাত্র।

এই খেলাকে নেশার মত্ততা হইতে রক্ষা করা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণতঃ সম্ভব। গাঁজা, ভাং, চরশ প্রভৃতির ন্যায় ইহা একটা নেশাও বটে। প্রত্যহ বা প্রায় প্রত্যহ অথবা সুযোগ পাওয়া মাত্র ইহা করিতে থাকিলে অভ্যাস একটা নেশা জমাইয়া দেয়। তখন সুখানুভব ঘটুক আর না ঘটুক, সম্ভোগ না করিলেই আর চলে না। পশুপক্ষী সৃষ্টির নিয়মে চলে কিন্তু মানুষের স্থান-কাল-প্রয়োজনের দায় রাখিবার রুচি নাই, যখন তখন সম্ভোগ করিয়া করিয়া অভ্যাসের ক্রীতদাস হইয়া যায়। এই ক্রীতদাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব এবং তাহা তোমরা কেহ কেহ নিজ নিজ জীবনে প্রমাণিতও করিয়াছ। ইহারই ফলে তোমাদের মনে আজ সাহস জাগিয়াছে যে, নিজ নিজ পল্লীর কিছু কিছু পত্নীকে সংযম-ব্রতে ব্রতী করিয়া একই সঙ্গে তাহাদের স্বামীদেরও দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কুশলের ব্যবস্থা করিবে। নির্ভয় হইয়া কাজ চালু রাখ। যে কাজ ধরিয়াছ, আর তাহা ছাড়িও না। মানুষকে তাহার যথার্থ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে জীবনদান পণ কর।

নিশ্চয়ই স্বীকার করিব, আমি ভাগ্যবান্ গুরু। বিনা উপদেশেই তোমরা আমার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিয়া নিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছ। যে দৃশ্য আমি স্বপ্নে দেখিতে চাহিতাম, সে দৃশ্য তোমরা আমাকে জাগ্রতে দেখাইয়া দিতে পারিতেছ। আশীর্ব্বাদ করি, অনন্ত কাল কলকণ্ঠে তোমাদের নামে জয়ধ্বনি উচ্চারণ করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৯)

(উনিশটি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতপালিকা সধবা সাধিকাকে লিখিত)

হরি-ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৯শে বৈশাখ, ১৩৮২

কল্যাণীয়াষু ঃ-

স্নেহের মায়েরা, তোমরা সকলে আমার নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একই পল্লীতে উনিশটী পত্নী নিজ নিজ স্বামীর সম্মতির মধ্য দিয়া সম্বৎসর কালের জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নিয়াছ, এই সংবাদে উদ্বেল আনন্দকে বুকের ভিতরে ধরিয়া রাখিতে যেন পারিয়া উঠিতেছি না। যাহাদিগকে কামের কিঙ্করী, নরকের সরণী, পাপের পসারণী বলিয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া গালি দিয়া আসা হইতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে তোমরা উনিশ জনে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনের জন্য একটী বৎসরের জন্য ব্রতবদ্ধ হইলে, ইহা যে সুপ্রাচীন ভ্রান্ত ধারণাগুলির বিরুদ্ধে কত বড় জীবন্ত এক প্রতিবাদ, তাহা কি বলিব। তোমাদের ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত তোমাদিগকে অনন্ত শক্তি দান করুক, এই আশীর্ব্বাদ আমি করিতেছি। আমার সন্তানের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যপালনও কঠিন নহে, অসিধারা-ব্রতও কঠিন নহে, অগ্নিপরীক্ষাও কঠিন নহে। তবে, সাধিয়া কখনো প্রলোভনের মুখে যাইও না। মনের দুর্ব্বল অবস্থায় দেহকে শাসনে রাখিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিও। ভ্রম সিদ্ধযোগী মুনিরও কখনো হইতে পারে। সুতরাং যাহা করিলে, যাহা দেখিলে, যাহা বলিলে,

যাহা ভাবিলে ভ্রমোৎপাদনের সম্ভাবনা, তাহা হইতে দূরে থাকিও। ছুৎমার্গী হইতে বলিতেছি না। বলিতেছি সতর্ক থাকিতে।

সৎ সঙ্কল্প কদাচ বিফলে যায় না। বলপুর্ব্বক নিজ সঙ্কল্পে সুস্থির থাকিবে। নদীর যেমন জোয়ার-ভাটা আছে, মনের তেমন সবল-দুর্ব্বল অবস্থা আছে। সবল অবস্থায় অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয় হেতু ব্যসনে মত্ত হইও না। দুর্ব্বল অবস্থায় আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের অভাবহেতু অকরণীয়কে করণীয় জ্ঞান করিয়া বসিও না, করণীয়কে অবহেলা করিও না।

একজন আর এক জনের সঙ্কল্পকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিবার জন্য নিয়ত প্রেরণা যোগাও। দল বাঁধিয়া ব্রহ্মচর্য্য-পালনের ব্রত গ্রহণের ইহাই ত' আসল উদ্দেশ্য, একের দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে অপরের অভয়-বাণী সঞ্জীবনী-সুধার কাজটুকু করুক। বহুজনে যখন একটী সৎসঙ্কল্পে আরূঢ় হইয়া কাজে ব্রতী হয়, তখন মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটে।

প্রত্যেকে অন্তর দিয়া বিশ্বাস কর যে, সম্বৎসর-ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য পালনের ক্ষমতা তোমাদের আছে। আরও অনেক বহুবিধ ক্ষমতা তোমাদের আছে, যাহার পরখ নিবার চেষ্টা হয় নাই বলিয়া যাহাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তোমরা কিছুমাত্র জান না। যে ক্ষমতা তোমাদের স্বভাবেই আছে, ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টার দ্বারা তোমরা সেই ক্ষমতাকেই শতগুণে বর্দ্ধিত করিতে যাইতেছ, জানিও।

ঈশ্বরে বিশ্বাসহীনেরাই প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়। তোমরা ঈশ্বরবিশ্বাসের শক্তিতে সংযমী হও। ঈশ্বর এমন একটী বস্তু যে,

তাঁহাতে বিশ্বাস রাখিলে তোমার যাবতীয় শক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে। আমি-তোমাদিগকে ঈশ্বর-বিশ্বাসের পথ দেখাইয়াছি। এই পথে চলিলে নিশ্চয়ই তোমরা প্রবৃত্তির কোলাহল পদতলে চাপিয়া রাখিয়া সিংহবিক্রমে পথ চলিতে পারিবে এবং লক্ষ্যে পৌছিবে।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত তত্ত্ব নিয়া লড়াই করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা প্রতিজনে ব্রহ্মচর্য্যের বলে প্রকৃত সত্যকে চিনিব এবং জগদ্‌বাসীকে অমৃত বিলাইব। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা পরম সত্য লাভ হয় না, লাভ হয় মাত্র ভক্তির অশ্রুপ্লাবনে, এই জাতীয় অসম্পূর্ণ উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন আমাদের নাই। আমরা ব্রহ্মচর্য্যকে যতটা পারি, পাকাপোক্ত করিব, সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্‌ভক্তিরও অনুশীলন করিব। ভক্তির সহিত ব্রহ্মচর্য্যপালনের কোনও বিরোধ নাই। প্রকৃত ভগবদভক্তেরাই সহজে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালনকারীদেরই সহজে ভগবদ্‌ভক্তির উন্মেষ হয়,— ইহাই খাঁটি সত্য। ভক্তিমান্ মানুষে পৃথিবী পরিপূরিত হউক, তবেই ব্রহ্মচর্য্যশালী লোকের সংখ্যা বাড়িবে। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতপরায়ণ মানুষে পৃথিবী পরিপূরিত হউক, তবেই জগতে ভক্ত লোকের সংখ্যা বাড়িবে। ব্রহ্মচর্য্য জ্ঞানেরও ভিত্তি, ব্রহ্মচর্য্য প্রেমেরও ভিত্তি।

তোমরা আমার প্রচার-কার্য্যের বিশ্বস্ত সৈনিক; তোমরা নিজ নিজ ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জগদ্বাসী যাহাকে যাহা বলিবে, সে তাহা অকাট্য জ্ঞানে পালন করিতে বাধ্য হইবে। তোমার ব্রহ্মচর্য্য তোমার চিন্তাকে দিবে স্থিরতা, কর্ম্মকে দিবে দ্রুততা, বাক্যকে দিবে অকাট্যতা।

তোমাদের নিজেদের শক্তি বাড়াইবার জন্য তোমাদের ব্রহ্মচর্য্য পালন। সকলকে শক্তি বিলাইবার যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্যও তোমাদের ব্রহ্মচর্য্য প্রয়োজন। একথা নিজেরাই যে বুঝিয়াছ এবং আমার কাছ হইতে আলাদা প্রেরণার প্রতীক্ষায় যে একযুগ বসিয়া কাল কাটাও নাই, ইহাতে আমার যে কি পরিমাণ গৌরববোধ জাগিয়াছে, কি বলিব। বৃথাই মানব-জন্ম লাভ কর নাই। তোমরা যে মানবোত্তম, ইহা তোমাদের ব্রত-সাধনার সিদ্ধির মর্ধ্য দিয়া প্রমাণিত করিতে হইবে। তোমাদের তপস্যার আলো সূর্য্য-কিরণের মত, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত শত দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ুক। সমগ্র জগৎকে পাপপঙ্ক হইতে তোমরা উদ্ধার করিবে বলিয়াই তোমাদের ব্রহ্মচর্য্যপালন আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলে তোমাদের চিন্তা হইবে অভ্রান্ত, চেষ্টা হইবে নির্ভুল, সাফল্য ঘটিবে সামগ্রিক।

শৈশব হইতে আমি কত সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছি। সেই সকল স্বপ্ন তোমাদের জীবন-চর্য্যা দিয়া বাস্তব হইয়া উঠিতেছে। তোমরা দেবী,— তোমরা সামান্যা মানবী নহ। এই প্রত্যয়কে সর্ব্বদা মনে জাগাইয়া রাখিও।

তোমাদের ব্রত-সাফল্য সমগ্র বিশ্বকে লাভবান্ করিবে। এই জন্যই আমি বিশেষ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তোমরা সফল হও।

একজনের সফলতা প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বজনেরই সফলতা। কারণ, প্রতিটি মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিশ্বের কুশলকেই বিবর্ত্তিত করিতেছে। এইজন্যই আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা ব্রতে সফল হও।

তপঃসাধন করিও নিরহঙ্কার চিত্তে। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে সিদ্ধি অর্জ্জন করিতে হইলে নিজেকে একান্ত ভাবে পরমেশ্বরের দাস জানিতে হয়। তবেই রিপুকুলের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করা যায়। কোনও বিপদেই ঘাবড়াইও না। বিশ্বাস করিও, সহস্র বিঘ্নেও আমি নিয়ত তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমি সর্ব্বক্ষণ সহায়তা করিব।

তোমাদের যে সকল ভগিনীরা চারিপাশে আছে কিন্তু সংযমের মহিমা জানে না বলিয়া সংযম-ব্রতের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা হইতে পারে নাই, তাহাদের এক জনকেও কদাচ ঘৃণা করিও না। সংসার-সেবা করিতে করিতে হঠাৎ একদিন তোমরা যে ভাবে সংযমের সুরভি আঘ্রাণ করিয়া আজ পূণ্য বৈশাখে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে আরূঢ় হইবার সংসঙ্কল্প করিয়াছ, ইহারাও একে একে আস্তে আস্তে এই পথে আসিবে। কারণ, ইহা আসা স্বাভাবিক এবং ইহা আসা সহজ। স্বামী ও পত্নীর মধ্যে সামান্য একটু মতের মিল ঘটিলেই দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন সহজ হইয়া যায়। জীবন হইতে কামচর্চ্চা ও রতিসম্ভোগ দূর হইয়া গেলে জীবন-গতি এত সরল, সহজ ও সাবলীল হয় যে, কঠিন ঝড়েও পাল ছিঁড়ে না। এগুলি কল্পনার অলীক কাহিনী নহে। তোমাদেরই মতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শত শত পুণ্যবতী মহিলার নিজ নিজ জীবনে আস্বাদিত ও প্রত্যক্ষীকৃত হইতেছে এই সত্য।

পুনরপি সকলে আমার স্নেহ ও আশিস নিও। ইতি —

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরিওঁ

বারাণসী

২৩শে বৈশাখ, বুধবার, ১৩৮২

(৭ই মে, ১৯৭৫)

(ডিগবয় নিবাসী শিষ্যগণকে লিখিত)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

সকলে আমার নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সমবেত উপাসনা সম্পর্কে আমি আমার কতকগুলি মতামত ও অনুভব স্পষ্ট করিয়া তোমাদিগকে জানাইতে চাহি। তোমরা প্রত্যেকে ইহা অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিও। আমাদের সমবেত উপাসনা এক ঈশ্বরদত্ত আশ্চর্য্য বস্তু, যাহার সদ্ব্যবহার জগতে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিবে। ইহাকে, ইহার বিধি-নিষেধকে, ইহার প্রকরণকে কেহ হেলার দৃষ্টিতে দেখিও না।

সমবেত উপাসনা আমরা কেহ কল্পনা করিয়া বা চেষ্টা করিয়া সৃষ্টি করি নাই। ইহা অপর কাহারও অনুকরণ বা অনুসরণও নহে। কাহারও উপদেশে ইহা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আশ্চর্য্য রকমে ইহা আমাদের মধ্যে আপনা আপনি প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইহার স্তোত্র-মন্ত্রাদি লিখিবার জন্য কাহাকেও কষ্ট-কল্পনা করিতে হয় নাই। একেবারে তৈরী করা জিনিষ লাঙ্গল চষিতে চষিতে আসিয়া গিয়াছে। তাই সমবেত উপাসনাকে তোমরা দৈব সম্মান প্রদান করিও।

সমবেত উপাসনা-রূপ অনুষ্ঠানটীকে তোমরা বিশেষ মর্য্যাদা

পাইবার উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিও। ইহা যেন তোমাদের মধ্যে সমত্ব, মমত্ব, একতা ও ধ্যান-প্রশান্ত-চিত্ততা আনয়ন করে, আমি তাহাই চাহি। ইহা নিয়া কেহ কোনও কলহে, বাদানুবাদে, কোপন-স্বভাবের অনুশীলনে রত হইও না। ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা ও অমানী হইয়া অন্যকে মানদান প্রভৃতিকে এই সমবেত উপাসনা অনুশীলনের অঙ্গীভূত করিয়া লও।

সমবেত উপাসনার যাহারা ভক্তিযুক্ত-চিত্তে যোগদান করিবে, তাহাদিগকে মনে মনে সম্মান করিবে, তাহাদের প্রতি আদর ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিবে। সমবেত উপাসনার পূর্ণানন্দ আস্বাদন করিবার পক্ষে ইহা একটী প্রকৃষ্ট উপায়। ভক্তকে সম্মান দিলে ভগবান্ তুষ্ট হন। ভগবানের নামে যাহারা একত্র হইয়াছ, তাহারা প্রতিজনে ভগবানের বিশেষ কৃপার পাত্র হইয়াছ বলিয়া জানিবে। সমবেত উপাসনার যোগ দিতে আসিবার এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প করিতে থাকিবে, (১) কাহারও প্রতি রুষ্ট ভাব পোষণ করিব না; (২) কাহারও সহিতই কলহে প্রবৃত্ত হইব না, (৩) সমবেত উপাসনা-কালে চিত্ত-বিক্ষেপকর কোনও কাজ করিব না, (৪) উপাসনা-কালে বা মধ্যবর্ত্তী সময়ে নানা বাজে কথার বা বৃথা শব্দের অবতারণা করিয়া অন্যের ঈশ্বরাভিমুখী মনকে বৃথা বহির্ম্মুখ হইতে দিব না, (৫) যে স্বল্প সময়টুকু উপাসক ও উপাসিকাদের সান্নিধ্যে থাকিব, তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিব।

উপাসনা একবার আরম্ভ হইয়া গেলে মধ্যপথে আবার অন্য উপলক্ষ্য করিয়া শোর-গোল, আওয়াজ শুরু করা আমি পছন্দ করি

না। অঞ্জলির পুষ্প হাতে লইয়াই বসিয়া পড়িবে। হরিওঁ কীর্ত্তনের পরে সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলির স্তোত্র আরম্ভ করা প্রয়োজন। মধ্যপথে জল দাও, হাত ধুইব, ইত্যাদি করিয়া একটা ইন্টারভ্যালের কোনও প্রয়োজন নাই। ইহা নাটক নহে, ইহা ভগবদুপাসনা। মনের ধ্যান-নিবিষ্ট ভাবকে আহত করিয়া কিছু ইহাতে করা যাইবে না। অতীতে যদি এই ভুল কেহ করিয়া থাক, তবে এখন হইতে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও।

এখন তোমরা দশ জন বিশ জন করিয়া এক এক স্থানে সমবেত উপাসনা করিয়া থাক। একদা সহস্র বা লক্ষ জন একত্র বসিয়া সমবেত উপাসনা করিবে। যাহাতে এই বিপুল জনতার সমাবেশ একটা উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডবে পরিণত না হয়, তাহারই জন্য তোমাদের প্রতিজনের প্রতি স্থানে একটী সংশৃঙ্খলার মধ্যে আসার অভ্যাস করা দরকার। উপাসনা দিবে ধ্যানের প্রশান্তি। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কদাচ হট্টগোল ও মতভেদের অশান্তিকে গজাইতে দিও না। প্রত্যেকটী সমবেত উপাসনার নিজ নিজ পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে আনিতে চেষ্টা করিবে। অবশ্য নিতান্ত অবুঝ শিশুদের আনিতে গেলে উহারা গোলমাল করিয়া উপাসনা নষ্ট করিবে। নিজ নিজ পুত্রকন্যাদের ভিতরে যদি তোমরা বাস্তব অনুশীলনের মধ্য দিয়া অখণ্ড-সাধনার প্রকৃত ভাবধারা প্রবেশ করাইয়া না দাও, তাহা হইলে তোমাদের গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র মরুপথে শুষ্ক হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

তোমাদের যে একটা মিশন আছে, তোমাদের যে একটা যুগযুগান্তব্যাপী লক্ষ্য রহিয়াছে, তোমরা যে ভবিষ্যতের এক দেবমানব জাতির সৃষ্টি করিতে বদ্ধপরিকর, তোমাদের আচার-ব্যবহারে তাহার প্রমাণ থাকা প্রয়োজন। আমি একজন গুরুদেব ছিলাম, এই কথা জগদ্বাসী আমার শরীর-পতনের দশ দিন মধ্যেই ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু আমি যে শাশ্বত সত্য তোমাদের দিয়াছি, তাহাকে ধারাবাহিকতায় জাগাইয়া রাখিতে হইবে। এই দায়িত্ব তোমাদের প্রত্যেকের।

সংসারের কাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা না থাকিলে তোমরা সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে যাইবার কালে নিজ নিজ পত্নীকেও সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইও। ইহা দ্বারা পতি-পত্নীর অন্তরের ব্যবধান কমিবে, ভালবাসা বাড়িবে। স্বামী ও স্ত্রী সমবেত উপাসনাতে যোগদান করিয়া যে অমৃত আস্বাদ করিলে, তাহার ফল একটী স্নিগ্ধ, শান্ত, তৃপ্ত মন। এই মন নিয়া তোমরা যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তাহারই কুশল হইবে। নিজ নিজ পুত্রকন্যাদের প্রতি এই কুশল-দৃষ্টি তোমরা নিক্ষেপ কর। তাহার ফলে তাহাদের সমগ্র অস্তিত্বের উপরে অদৃশ্য মধুর পুণ্য বর্ষণ ঘটিতে থাকিবে। স্নেহের পাত্রকে আরও ভাল করিয়া স্নেহ করিতে হইলে সমবেত-উপাসনা-লব্ধ স্নিগ্ধ দৃষ্টি একটি মহৎ সাধন বা নির্ভরযোগ্য একটী আশ্চর্য্য রকমের কর্ম্মকুশল যন্ত্র। কিছুকাল পরীক্ষা করিলেই তোমরা এই সত্যের যথার্থ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে।

সমবেত উপাসনা নূতন জিনিষ নহে। ইহা অতীব পুরাতন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ব্যক্তিগত মুক্তির কামনা মানুষকে বিশ্বের প্রতি অন্ধ করিয়াছিল। পরমেশ্বরের পরম করুণায় ইহার পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। আনুগত্যের দ্বারা এই পুনরাবির্ভাকে তোমরা অভিনন্দিত কর। নিত্য নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া কেহ ইহার সরলতাকে ক্ষুণ্ণ ও সরসতাকে ক্লিষ্ট করিতে যাইও না। সর্ব্বত্র একই নিয়মে, একই বিধিতে, একই প্রকারে ইহার অনুষ্ঠান হউক। তোমাদের ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তিকে এই ক্ষেত্রে খাটো করিয়া নিতে হইবে। প্রত্যেকে একটী নির্দ্দেশের প্রতি অনুগত থাক। তাহা হইলেই তোমাদের ভিতরে ঐক্যবল প্রবুদ্ধ ও প্রবৃদ্ধ হইতে পারিবে। আমাদের সমবেত উপাসনা এই যুগে আসিয়াছে কিন্তু আসিয়াছে ভাবী যুগের প্রয়োজনে, ভাবীকালের মুখ চাহিয়া। আজ যে তুমি উপাসনায় বসিয়া ক্ষণকাল জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প করিলে, তাহার রেশ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তোমার বংশটী বাহিয়া চলিতে থাকিবে। এমন অদ্ভুত জিনিষ আর কেহ দেয় নাই। এই গৌরববোধটুকু তোমাদের থাকা প্রয়োজন।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিয়া অবাক্ হইবে যে, তোমাদের সমবেত উপাসনাতে ভারতের অতীত তপঃসাধনার সারমর্ম্ম বা চুম্বক অতি আশ্চর্য্য রকমে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। ভাবী যুগের দিকে তাকাইয়া তোমাদের সমবেত উপাসনার স্তোত্র-কল্লোলিনী সহর্ষ নৃত্যে ছুটিয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু জন্ম তার হিমালয়ের এমন এক গিরিশৃঙ্গের

অভ্যন্তরস্থ নির্ঝরিণীতে, যেখানকার মন্দাকিনী-ধারা অনন্তকাল বহিয়াও কখনও শুষ্ক হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ

বারাণসী

২৬শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৮২

(১০ই মে, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা ও মা—তোমার সকলে আমার নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সমবেত উপাসনা সম্পর্কে তোমাদিগকে যে এত করিয়া লিখি, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ইহার প্রকৃত সুফলকে তোমরা যে ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া দেখিয়া থাক, ইহার সুফল তুলনায় তাহার কোটি গুণ অধিক। একজন খ্রীষ্টশিষ্য বা মহম্মদশিষ্য তাঁহার গুরুদেবের নির্দ্দেশকে যে ভাবে মান্য করিয়া চলেন, তোমরা হিন্দুরা তাহা কর না বলিয়াই সমবেত উপাসনার প্রকৃত মহিমা বুঝিতে অক্ষম হইতেছ। আদিম আদি যুগে আর্য্যকুল যখন শত্রুভাবাপন্ন নানা জাতির দ্বারা অধ্যুষিত বন, প্রান্তর, কান্তার, মালভূমি শুধু অন্নের সন্ধানে অতিক্রম করিতে যাইয়া বারংবার আক্রান্ত হইয়াও নিশ্চিহ্ন হইয়া যান নাই, তখন এই

সমস্বরে সামগান-রূপী সমবেত উপাসনায়ই তাঁহাদের ঐক্যবল রক্ষা করিয়া যাইতেছিল। কিন্তু ইঁহারা অন্য কারণে শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেও অন্যের ধর্ম্মমতের প্রতি বিরূপ-ভাবাপন্ন ছিলেন না বলিয়া তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার কল্পনাও মনের কোণে পোষণ করেন নাই। নিরন্তর-পরিচয় ক্রমশঃ সৌহৃদ্যের সৃষ্টি করিল এবং আস্তে আস্তে অনার্য্যেরা ক্রমশঃ আর্য্যগোষ্ঠীভুক্ত হইয়া পড়িল। এই ভাবে অনার্য্যদের পূজিত বহু নূতন নূতন দেবতা আর্য্যদের একমেবাদ্বিতীয়মের মণ্ডপে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে সমবেত উপাসনা ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া গেল।

আমাদের দ্বারা সেই প্রাচীন সত্যেরই পুনরুদ্ধার ঘটিতেছে। এই সরল সহজ স্বাভাবিক সত্যটী তোমাদের স্বীকার করা প্রয়োজন।

উপযুক্ত মনোভঙ্গিমা লইয়া সমবেত উপাসনা সম্পর্কে চিন্তা ও আলোচনা করিলে, উপযুক্ত চিত্তভাব লইয়া সমবেত উপাসনাতে যোগদান করিলে, উপযুক্ত স্নিগ্ধ মন লইয়া সমবেত উপাসনার আসর পরিত্যাগ করিলে কয়েক দিন পরেই ইহা তোমাদের উপলব্ধি-গত হইবে যে, ইহা কি অমূল্য সম্পদ, ইহা কি অতুল নিধি। সমবেত উপাসনা তোমাদিগকে কেবল ঐক্যই দিবে, তাহা নহে, আত্মবিশ্বাসও যোগাইবে। ইহা তোমাদিগকে কেবল চিত্ত-প্রসন্নতাই দিবে, তাহা নহে, দুঃসাধ্য-সাধনের শক্তি, রুচি, সাহস ও শৌর্য্য প্রদান করিবে। সমবেত উপাসনা তোমাদের অকাল-বার্দ্ধক্য-জীর্ণ অকর্ম্মণ্য কঙ্কাল সমষ্টিতে তেজোবীর্য্যের ও মাংস-শোণিতের সমাবেশ ঘটাইবে। সমবেত উপাসনা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তোমাদিগকে মহাকার্য্য সাধনের যোগ্য দেহ, মন ও প্রাণ দিবে, শুদ্ধ বিবেক এবং স্বচ্ছ বিচার-শক্তি প্রদান করিবে। একা একা নিজেকে লইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া যে সকল পরিত্রাণোপায় চিন্তা-বিচিন্তা করিয়াছ, তাহাদের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া সমবেত উপাসনা তোমাদিগকে বিশ্ববাসী অসংখ্য মানুষকে এক সূত্রে গাঁথিয়া এক আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া, একই পথের পথিক করিয়া উদ্দেশ্যগত একতা এবং উপায়গত সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিবে। যে দুইটী জিনিষ আমি তোমাদিগকে দিয়াছি,—(১) অভিক্ষা ও (২) সমবেত উপাসনা তাহা অনেক গর্ব্বোদ্ধত অত্যাচারীর আতঙ্ক হইতে জগদ্বাসীকে রক্ষা করিবে।

যাহারা নিজেরাই সর্ব্ববিষয় বেশী পরিমাণে বোঝে, তাহারা গুরুবর্গের উপদেশ নিষ্ঠা সহকারে পালন করে না। যে বাজারে সবাই শেয়ান, সে বাজারে কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশও বিকায় না। হিন্দু মাত্রেই একেবারে সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ মহাপ্রাজ্ঞ,—এই কথাটী প্রকারান্তরে আরবীয় পর্য্যটক আলবেরুণী বোধ হয় বলিয়াছিলেন। এই মহাপ্রাজ্ঞতাই তোমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তোমরা সর্ব্বশক্তির উৎস সমবেত উপাসনাতে কিছুতেই নিষ্ঠাশীল হইতে পারিতেছ না। কালীপূজার ঢাক আর শনিপূজার ঘণ্টা মুহুর্মুহু তোমাদের শিরঃপীড়া ঘটাইতেছে। গুরু করিয়াও তোমরা গুরু মান না, গুরুবাক্য প্রতিপালন কর না; অথচ ঘটা করিয়া দীক্ষা-মণ্ডপে আণ্ডা-বাচ্চা সমেত সকলের ঢুকিয়া পড়া চাই। এই যে এক প্রতারণা পরমেশ্বরের নামের সঙ্গে চলিয়াছে, ইহার কুফল ভাবিয়াও এক এক সময়ে ম্রিয়মাণ হইয়া

পড়ি। তোমরা যদি সমবেত উপাসনাকে শক্ত করিয়া ধরিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের পরিবর্ত্তীরা ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই ইহার ঐতিহাসিক সুফল প্রমাণিত করিতে পারিয়া নিজেদিগকে কৃতকৃতার্থ ও ধন্য মনে করিবে। সমগ্র বিশ্বকে আপন করিবার দীক্ষা তোমরা পাইয়াছ, তোমাদের ভিতরে নিষ্ঠার পৌরুষ আমি নিশ্চয়ই দেখিবার প্রত্যাশা করিব।

(৫৩)

সকলকে ডাকিয়া বল,—এস ভাই, সমবেত উপাসনায় বস। বস শুদ্ধ মনে, সুস্থ মনে, কাম-ক্রোধাদির উপদ্রবহীন শান্ত মনে। এ উপাসনায় স্বার্থ সকলের সমান, কাহারও কম নহে, কাহারও বেশী নহে। সকলকে সমভাবে লাভবান্ করিবার জন্য এই উপাসনা। ব্যক্তিবিশেষের জন্য ইহা নহে, আবার একটী ব্যক্তিকেও বাদ দিয়া ইহা নহে, ইহা অভিনব বলিয়াই তোমরা ইহার মহিমা বুঝিতে পারিতেছ না। কোনও কিছুকে দেখিতে নূতনের মত মনে হইলেই তাহা মিথ্যা হইয়া যায় না। কোনও কিছুতে পুরাতনের মার্কামারা আছে বলিয়াই তাহা সত্য হইয়া যায় না। সত্যের শক্তি প্রত্যক্ষ। কোন্‌টা সত্য, কোনটা মিথ্যা, তাহা তোমরা কাজ করিয়া পরখ করিয়া লও।

অআমার শিষ্য-সংখ্যা বাড়িয়াছে বলিয়াই আমার মূল্য বাড়ে নাই। তোমরা আমার নির্দ্দেশ-পালন করিলে তবে আমার মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। ব্যক্তিগত উপাসনায় অকপট থাক, সমবেত উপাসনায়ও উল্লাস-সহকারে যোগ দাও। সংসারের হাজার কর্ত্তব্যের ফাঁক দিয়া এই কর্ত্তব্যগুলি পালনের জন্যও সময় তোমাদের করিয়া নিতে হইবে।

প্রেম থাকিলেই ইহা সম্ভব হয়। প্রেমহীন প্রাণ ত' মরুভূমি মাত্র। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

২৮শে বৈশাখ, সোমবার, ১৩৮২

(১২ই মে, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়াসুঃ,—

স্নেহের মা—, সকলে নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পুরাতন পত্র ঘাটিতেছিলাম। শত শত পত্র। অধিকাংশ পত্র বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, অনেক পত্রের কাগজগুলি এমন ভাবে দুমড়াইয়া রহিয়াছে যে, সেগুলির নকল কখনো করিতে গেলে সেই সময়েই উহারা পঞ্চত্ব পাইবে। তাহার মধ্যে তোমার লেখা তিনখানা পত্র পাইলাম, যাহা তুমি তোমার স্বামীকে লিখিয়াছিলে। সনটা মনে হয় ১৩৫৬। পত্র তিনখানা পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তুমি তোমার স্বামীকে নবজীবন, চিরযৌবন ও স্বর্গ-সিংহাসন দান করিতে চাহিয়াছিলে। এমন সাধ্বী সতী যদি ভারতে লক্ষ লক্ষ হইত, তাহা হইলে মরণোন্মুখ জাতির মৃত্যুপথ-যাত্রার বেগে ভাটা পড়িত।

স্বামীর প্রতি তোমার সেই সুন্দর সেবা, সেই অনুপম প্রেম, সেই জীবনদায়ী উপদেশ পৃথিবীর সকল স্বামীদের পক্ষে শুভপ্রদ। তুমি যাহা একাকিনী একদা তোমার স্বামীর জন্য করিয়াছিলে, সম্প্রতি

২৪-পরগণা জেলার একটী শহরোপম উন্নতিশীল গ্রামে বেশ কয়েকটী সধবা নারী তাহাদের স্বামীর জন্য তাহাই করিতে চলিয়াছে। ঠিক এই কাজটী তোমার শহরে কি আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে না? আরম্ভ হইলে প্রতিটি নারী ও পুরুষ একে অন্যের সহায়ক হইয়া মৃত-সঞ্জীবনী-সুধার আস্বাদন করিবে। তোমাদের সঙ্ঘ বলশালী হইবে।

সংখ্যায় তোমরা বাড়িতেছ, আমার চেষ্টা, আদেশ বা ইঙ্গিত ছাড়াই বাড়িতেছে। অন্যত্র দল বাড়াইবার জন্য কত ফন্দী-ফিকিরের আশ্রয় নেওয়া হয়। তোমাদের ব্যাপারে সে সব একেবারেই অনুপস্থিত। তথাপি তোমরা বাড়িতেছ। বাড়িতেছ দলে দলে, শতে শতে, হাজারে হাজারে। আমি তরবারি লইয়া তোমাদের পল্লীগুলি আক্রমণ করি নাই, তবু তোমরা বাড়িতেছ। আমি আধুনিক জীবনের সুখ-সুবিধার প্রলোভনগুলি তোমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতে পারি নাই এবং যাই নাই, তবু তোমরা বাড়িতেছ। এই বৃদ্ধিটা যাহাতে একটা রোগে পরিণত না হয়, তাহার জন্য এখনি তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রত্যেকটী নবদীক্ষিতের কাছে যাইয়া তোমরা ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা সম্বন্ধে বলিতে থাক। আর বলিতে থাক, দ্বিধাহীন আনুগত্যের প্রয়োজনের কথা। শক্তিশালী যদি হইতে চাহ, বীর্য্যশালী যদি থাকিতে চাহ, তাহা হইলে এই দুইটী জিনিষের সুপরিনিষ্ঠিত সেবা চাই। ব্রহ্মচর্য্য এবং আনুগত্য নিয়া তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও। জগতে যে তোমাদের করিবার কাজ কত আছে, তাহা ইহার ফলে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।

মান-অভিমান, অতীতের কোন্দল, নানা অপ্রীতিকর পরচর্চ্চা, সবকিছু ছাড়িয়া দিয়া তোমরা প্রতিজনে নবদীক্ষিতদের মধ্যে যাও অখণ্ড-সংহিতার উদাত্ত বাণী লইয়া, যেই বাণী বিশ্বকল্যাণকে লক্ষ্য করিয়াই একদা নির্গত হইয়াছিল। প্রতি পল্লীতে যাও, প্রতিটি ঘরে যাও, প্রতিটি মানুষের কাছে যাও, প্রত্যেককে শুনাও, একদা তাহাদেরই কুশলার্থে কি কথা বলা হইয়াছিল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরিওঁ

বারাণসী

২রা আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৮২

(১৭ই জুন, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস্ নিও।

মুর্শিদাবাদ জেলার জাজিরাচর-ডুমুরিয়া অঞ্চলে রাজাপুর গ্রামে তোমরা একটী অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছ এবং প্রথম সূচনা-সভাতেই পাঁচ শতের মত জনসমাগম ঘটাইতে পারিয়াছ, এই সংবাদে চমৎকৃত হইলাম। কাজ ভাল ভাবেই আরম্ভ হইল, এখন প্রয়োজন তোমাদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠার। ধারাবাহিক প্রযত্নে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটীকে

নিয়মিত ও সময়নিষ্ঠা সহকারে চালু রাখিতে হইবে। একাজটী পাকা হইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে নানা স্থানে সময়-সুযোগ অনুযায়ী পাঠ -প্রকল্প চালাইবে। তারপরে আস্তে আস্তে কি করিবে, তাহা মালদহ মণ্ডলী হইতে উপদেশ নিয়া করিতে থাকিও। প্রবীণ মণ্ডলী সমূহ নবীন মণ্ডলী গঠনে এবং পরিচালনে নানা ভাবে সহায়তা করিবেন, ইহা প্রত্যাশা করা অসঙ্গত নহে।

তোমরা অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া কাজ করিও। কেহ অন্তরে কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার রাখিও না। প্রত্যেকে সত্যনিষ্ঠ এবং সময়ানুবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিও। মণ্ডলী গঠন ও পরিচালন তোমাদের চরিত্রোন্নতির সহায়ক হউক। ব্রহ্মচর্য্য পালনের ভাণকে পরিহার করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের ভাবকে চারিদিকে প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিও। সর্ব্বদা মনকে সচ্চিন্তাপরায়ণ রাখিতে চেষ্টা করিবে। শরীরকে রোগমুক্ত রাখিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সদুপায় অবলম্বন করিয়া চলিবে।

কাজ অনেক করিতে হইবে। তার চেয়ে বড় কথা এই যে, একই কাজ সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া করিতে হইবে। কদাচ ভগ্নোদ্যম হইবে না, হতাশ হইবে না, হাল ছাড়িয়া দিবে না। কলহের প্রবৃত্তিকে কদাচ ইন্ধন যোগাইবে না। মণ্ডলী মিলনের মহাতীর্থ, ভেদ-বিসম্বাদ-বিবাদের আড্ডা নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরিওঁ বারাণসী

২রা আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস্ নিও।

তুমি এবং তোমার পরলোকগত পুণ্যবান স্বামী আজীবন যে সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া চলিয়াছিলে, তোমাদের পুত্র-পৌত্রদের মধ্যে তাহাই ধারাবাহিক ভাবে প্রবহমাণ থাকুক, আমি এই আশীর্ব্বাদ করি। একটা তপস্যা যদি পুরুষানুক্রমিক ভাবে একই ধারায় চলে, তবে তাহা নূতন মানব-জাতি সৃষ্টির সহায়ক হয়। বর্ত্তমানে মানব-জাতির যে নমুনা আমরা আমাদের জীবনের কর্ম্মে ও দৈনন্দিন অনুশীলনে দেখাইতেছি, এমন সৃষ্টিতে বিশ্বস্রষ্টার প্রকৃত আনন্দ করিবার কিছু থাকে না। ইহার চেয়ে উন্নততর, ইহার চেয়ে মহত্তর কিছু আমাদের কাছে বা আমাদের পরবর্ত্তী পুরুষের কাছে পাইবার প্রত্যাশা জগদ্বাসীরা নিশ্চয়ই করিতে পারে।

আমি যত-কিছু ধর্ম্ম-প্রেরণা বা কর্ম্ম-তালিকা তোমাদের কাছে সমগ্র জীবন দিয়া যাইতেছি তাহা প্রধানতঃ এই প্রেরণায়। যাহারা আমার মনের কথা বুঝিয়াছ, তাহারা নিজ নিজ পুত্র, পৌত্র, কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র-দৌহিত্রীর দিকে দৃষ্টি দাও। কি তোমাদিগকে বলিতে হইবে, কি তোমাদিগকে করিতে হইবে, তাহা আমার আর যতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই।

ভগবানের শ্রেষ্ঠ নামটীতে নিয়ত মনোনিবেশ কর। সেই নামের প্রতি অন্তরের নিষ্ঠা বাড়াইতে চেষ্টা কর। ঐ নামের প্রতি নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিদিগকে প্রাণাধিক প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাহাদের সাধন-বিঘ্ন-সমূহ দূর করিবার চেষ্টায় অবহিত হও। সমসাধকদের মধ্যে কোনও তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারেও যাহাতে মতাদর্শ-সংঘাত না জন্মিতে পারে, কলহের না সৃষ্টি হয়, তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ। সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধকদের প্রতি ক্ষেমময় স্নেহস্নিগ্ধ প্রেমসুন্দর দৃষ্টি রাখিবার চেষ্টা কর। ধন-সম্পত্তি, নারী ও গ্রাম্য সম্মান নিয়া জগতে অনেক কলহ হইয়াছে, ধর্ম্ম নিয়া কলহ যেন কদাচ না হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫)

হরিওঁ বারাণসী

২রা আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস্ নিও।

অখণ্ডমণ্ডলী ততক্ষণ নিরাপদ, যতক্ষণ তাহাতে উগ্র কর্ত্তৃত্ববোধ ও নেতৃত্বস্পৃহা না জাগে। দশ জনে মিলিয়া মণ্ডলী, তার মধ্যে একজনকে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইতেই হইবে,—এই সাধ অনেক

সৎলোককে অতীব বিকৃতবুদ্ধি হইতে বাধ্য করে। তখন সে আর সৎ থাকে না। তখন সে অন্যের সম্মান-নাশের জন্য অকরণীয় করিতে পারে, অভাবনীয় ভাবিতে পারে। যে কাজে লজ্জা পাওয়া উচিত, সে কাজে সে তখন গৌরব বোধ করে। স্বার্থপর তোষামোদকারিগণ তখন তাহাকে আরও উস্‌কাইয়া দেয়, ফুলাইয়া তোলে। ইহা এক বিচিত্র নাটক, যাহা দর্শক-মাত্রেরই বিরক্তি উৎপাদন করে এবং নৈতিক ক্ষতি সাধন করে।

মণ্ডলী নিয়া ঝগড়া হওয়া উচিত নহে। ইহা কাহারও পৈতৃক তালুক নহে। এখানে সবাই মিলিবে সংঘের সেবার জন্য, নিজের নেতৃত্বের জন্য নহে।

তোমার পত্র পাইয়া বুঝিলাম, তুমি এই ব্যাপারে ঠিক রায়ই দিয়াছ। আত্মকলহ করিতে করিতে হিন্দুরা সর্ব্বত্র নিজেদিগকে হেয় করিয়াছে, এখন কি সেই আত্মকলহ অখণ্ডমণ্ডলীগুলিকেও আক্রমণ করিবে? ইহা ভাবিতেও ক্লেশ বোধ করিতেছি।

যে সকল স্থানে মণ্ডলী নিয়া অত্মকলহ নাই, সেই সকল স্থান ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত কাজে অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। এগুলি উৎসাহ-বর্দ্ধক সদ্দৃষ্টান্ত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৬)

হরিওঁ

বারাণসী

২রা আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস্ নিও।

তুমি একটা দিগ্‌দর্শন চাহিতেছিলে। দেখ, তাহা ধুবড়ী হইতে আসিয়া গেল। শহরের কুড়ি জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি,—(কেহ হিন্দু, কেহ ব্রাহ্ম, কেহ শিখ, কেহ জৈন, কেহ মুসলমান)—চরিত্রগঠন আন্দোলনের অনুকূলে সভা আহ্বান করিয়া জনসাধারণের মধ্যে আমাদের চির-প্রচারিত আদর্শকে বাস্তবায়িত করিতে চাহেন। সকল স্থানেই মানুষ এই জিনিষটী এখন চাহিতেছেন, কেননা, ব্যাপক চরিত্রহানির ফলে আমাদের জাতীয় মেরুদণ্ড এমন ভাবে ভাঙ্গিয়াছে যে, এখনি সাবধান না হইলে ভবিষ্যতে আর উদ্ধারের উপায় থাকিবে না।

তোমাদের এখন প্রত্যেক স্থানেই কিছু বক্তার সৃষ্টি করিতে হইবে। তোমাদের বক্তাদের সব চেয়ে বড় গুণ হইবে নিজেদের চরিত্র অক্ষত রাখিবার বিষয়ে অকপট চেষ্টা। যে যাহা নিজে পালন করে, তার মুখ হইতে সেই বিষয়ের বাণী যেন বজ্রের শক্তি নিয়া নির্গত হয়। তোমরা যাহারা দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার চেষ্টা করিতেছ, তাহারা ঘৃণাক্ষরেও তোমাদের এই ব্রত-পালনের কথা বাহিরে প্রচার করিও না। কারণ, তাহা করিলে তোমাদের ব্রতের আগ্রহ শিথিল হইয়া যাইবে, তোমরা সহজে ব্রতচ্যুত হইবে। এই সকল বিষয়ে

আত্মপ্রচারের মতন ক্ষতিকর ব্যাপার আর কিছু নাই। জীবনে ভাণ আসিলেই মেরুদণ্ড ঘূণে ধরিবে। ভাণ হইতে সাবধান। যে ব্যক্তি সপ্তাহে চারি পাঁচ বার স্ত্রীসম্ভোগ করিত, সে যদি চেষ্টার ফলে সপ্তাহে মাত্র একবার সম্ভোগ-সীমাকে বাঁধিয়া দিতে পারে, তবে ইহাও একটা কম যুদ্ধজয় নহে। মাসে যে চারিবার করিত, সে যদি মাসে একেবারে সন্তুষ্ট থাকিবার মানসিক যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে, তবে ইহাও একটা তুচ্ছ কথা নহে। ছোট্ট জয়টাও ছোট নহে। স্বল্পকালের জন্য সংযমও অবহেলার বস্তু নহে। যে যতটুকু সংযমী, সে ততটুকু শুচি, শুদ্ধ ও পুণ্যবান্। তাহার মুখনিঃসৃত বাক্যে ততটুকু শক্তির ঘটিবে সমাবেশ ও সমারোহ। বক্তা সৃষ্টি করিবার প্রয়াসে এই মূল কথাটুকু স্মরণে রাখিও।

যে-কোনও কথা ভাল করিয়া বলিতে পারিলে শ্রোতারা আগ্রহ সহকারে শোনেন। কিন্তু সব কথা তাঁহারা মনে রাখিতে পারেন না। এই জন্যই একই কথা বারংবার নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া মানুষকে শুনানো প্রয়োজন। যে-কোনও প্রচার-মূলক স্থায়ী কাজ করিতে হইলে এই কথাটী ভাল করিয়া মনে রাখা সঙ্গত। অভিধানে একই শব্দ দুইবার লিখিত হয় না কিন্তু সাহিত্যে একই শব্দ সুযোগ মত শত স্থানে শতবার ব্যবহৃত হইতে পারে। শত শত সভানুষ্ঠানের দ্বারা এক একটা আন্দোলনকে স্থায়িত্ব দিতে হয়। স্বার্থলেশহীন চিত্তে তোমাদিগকে তাহা করিতে হইবে।

কেহ আমার নিকটে দীক্ষিত নহে বলিয়া তাহাকে তোমরা পর

ভাবিবে না। পৃথিবীর সকল লোককে আমারই নিকটে দীক্ষিত হইতে হইবে, এমন অসম্ভব আবদারের কোনও ভিত্তিই নাই। হাজার হাজার গুরুর শিষ্যরা দেশের সর্ব্বসাধারণের নৈতিক উন্নতি বিধানের আন্দোলনে ছুটিয়া আসিয়া যোগদান করুন, তোমরা এই কামনা নিয়া কাজ করিও। পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তে যে-কোনও ভাষাভাষী, যে-কোনও ধর্ম্মাবলম্বী, যে-কোনও মত-বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি সৎ ও প্রেমিক হন, তাহা হইলে উহা দ্বারাই নিখিল বিশ্বের কুশল সম্পাদন করেন। সততা চরিত্রের মেরুদণ্ড আর প্রেমিকতা সততার প্রাণ। প্রেমিক যে নহে, তাহার সৎ হওয়া কঠিন, সৎ যে নহে, তাহার প্রেমিক হওয়া এক হেঁয়ালি। সততা আর প্রেমিকতা জগতের প্রত্যেক মানুষের স্বভাবসিদ্ধ সম্পদ হউক, এই কামনা নিয়া, এই কল্পনা নিয়া কাজ করিও।

নিজেদের ছেলেদের সঙ্গে বাহিরের ছেলেদেরও আনিয়া এই শুভ উদ্দেশ্যে মিলিত কর। আগে নিজেদের ছেলেদের টানো। তাহাদের বাদ দিয়া যে সংসার গড়ার চেষ্টা হইতেছে, তাহা এক আত্মনাশা প্রক্রিয়া। পাশ্চাত্য দেশে বৃদ্ধেরা সমাজের বাহিরে ঠিকরিয়া পড়িতেছে, হতাশ দীপ্তিহীন নয়নে তাহারা বৃদ্ধাশ্রমের কক্ষবাতায়নে শুধু মহাশূন্যের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে। এই দেশেরও পারিবারিক একাত্মবর্ত্তিতা ভাঙ্গিয়াছে কিন্তু কিশোর ও বৃদ্ধদের মধ্যেকার যোগসূত্র যেন ছিঁড়িয়া না যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরিওঁ

বারাণসী
২রা আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস্ নিও।

কল্যাণীয়া সাধনার নিকট লিখিত তোমার পত্র দেখিলাম। সাধনার পত্র লিখিবার অবসর হইল না। বিশেষতঃ প্রকৃত জিজ্ঞাসাটা তোমার হইতেছে আমারই নিকটে।

আসল প্রশ্নটায় আগে না গিয়া অবান্তর বিষয়ে আগে লিখিতেছি। তুমি নিজে যতই সৎলোক হইয়া থাক, কোনও গৃহস্বামী যতই সদাশয় ভদ্রলোক হইয়া থাকুন এবং ঐ পরিবারের গৃহিণী যতই সদালাপী ও আনন্দিত-স্বভাবা হইয়া থাকুন, তুমি মহিলাটীর সঙ্গে ধার্ম্মিক, সামাজিক ও সাংসারিক গল্প করিতে করিতে রাত্রি বারোটা হইতে দুইটা তিনটা করিয়া দিবে, ইহা কোনও সুন্দর কথা নয়। ভদ্রলোক গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িবেন আর তার পরেও তুমি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল আলাপ-আলোচনাই চালাইতে থাকিবে, তোমার একবার মনে হইবে না যে, এর পরে আর গল্প করিবার জন্য ঐ গৃহে তোমার থাকিবার প্রয়োজন নাই,—ইহা আমার নিকটে আশ্চর্য্য লাগিতেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে কোনও বয়স্ক পুরুষের পক্ষে এইরূপ আচরণ কদাপি অনুকরণীয় নহে। দাদা ডাকিয়াছ আর বোন্ ডাকিয়াছ,

এই সম্পর্ক ত' নিতান্ত পাতান। তোমার আপন দাদা বা আপন বোন্ হইলেও এইরূপ আচরণ প্রশংসনীয় হইত না। অন্তরের সরলতা বশতঃ তুমি না বুঝিয়া এইরূপ আচরণ দিনের পর দিন করিয়াছ, কেহ তোমাকে কাজের অযৌক্তিকতা বুঝাইয়া বলে নাই। আজ আমি তোমার ত্রুটিটা বুঝাইয়া বলিয়া দিতেছি যে, এই জাতীয় সরল আচরণ হইতে দূরে থাক।

তুমি তাঁহার বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেও ভদ্রমহিলার ঘুম আসিতে এক দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। কারণ, ঐ সময় তিনি ক্যালেণ্ডারে ছাপান হাজার দেবতার ছবি একটার পর একটা করিয়া প্রণাম করিবেন, তবে ত' ঘুব আসিবে। যাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের প্রতিচিত্রের প্রতি ভদ্রমহিলার অন্তরের ভক্তিভাব নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু বহুদেবতার প্রতি তাঁর এই যে আনুগত্য, তাহা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার মনকে একমাত্র পরব্রহ্মের প্রতি অনুরক্ত করিবার জন্য তুমি যে তাঁহাকে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র দান করিলে এবং তাহার অর্থ লিখিয়া দিলে, সেই কাজটী করিবার আগে কি তুমি তাঁহার মনে এই আস্থা স্থাপন করিতে পারিয়াছিলে যে, তোমার ব্রহ্মগায়ত্রী দিবার অধিকার সত্য সত্য আছে? সবাই কি সবাইকে সব জিনিষ দিতে পারে? এখন পুরোহিত-ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ভয় দেখাইতেছেন যে, শূদ্র হইয়া, স্ত্রীলোক হইয়া ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিবার ফলে তাঁহার নরক হইবে, নির্ব্বংশ ঘটিবে, ভুত প্রেত তাঁহাকে চিবাইয়া খাইবে।

এইরূপ অবস্থায় যদি মহিলাটা ভয় পাইয়া যান এবং গায়ত্রী জপ বন্ধ করিয়া দেন, তবে তোমার দিক্ হইতে কি করিবার আছে? তোমার দেওয়া আশ্বাস ত' তাঁহাকে গায়ত্রী জপে পরিনিষ্ঠিত করিতে পারিবে না। অতঃপর তুমি আর এইভাবে কাহাকেও মন্ত্র বলিয়া যা মন্ত্র লিখিয়া দিও না। মন্ত্র যে দেয়, তাহার দায়িত্ব, মন্ত্র যে নেয়, তার চেয়ে কদাপি কম নহে।

স্ত্রী-শূদ্রে ওঙ্কারের অধিকার-দানের বিরোধকারী একজন লক্ষ শিষ্যের স্বনামধন্য গুরুদেব দিন কতকআগে বারাণসী আশ্রমে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র আমার এই সম্পর্কিত কাজের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি বা তাঁহার মতন আরও দশ বিশ জন ত্রিভুবনখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারকদের সক্রিয় বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আমি যে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণে ওঙ্কার ও ব্রহ্মগায়ত্রী অনায়াসে বিতরণ করিয়া যাইতে পারিতেছি এবং অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে নিজ কর্ত্তব্য করিতে পারিতেছি, তাহার একমাত্র না হইলেও, প্রধান কারণ হইতেছে আমার যে প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দিবার অধিকার আছে, এই বিষয়ে শিষ্যকুলের অবিসংবাদিত আস্থা। এ আস্থা যাহার নাই, তাহাকে আমি দীক্ষা দেই না। এই আস্থা যাহার আছে, তাহার কাছে এক হাজার খানা শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে অতিসম্পাত কুড়াইয়া আনিয়া ছড়াইয়া দিলেও সে ভয় পায় না, পরম নিষ্ঠায় গুরুদত্ত সাধনে লাগিয়া থাকে।

ভুল যাহাই করিয়া থাক, ইহা নিয়া অনুতাপ করিয়া জ্বলিয়া পুড়িবার দরকার নাই। ভবিষ্যতে এরূপ কাজ আর করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮)

বারাণসী

হরিওঁ

৩রা আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮২

(১৮ই জুন, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস্ নিও। তোমার স্বামী, পুত্র ও কন্যাদের আমার স্নেহ ও আশিস দিও।

আঠারো উনিশ দিন আগে তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। অদ্য অবসর মিলিল পাঠ করিবার। রেজেষ্টারী করিয়া পত্র দিও না। বৃথা কতকগুলি ব্যয়। পত্র পাওয়াও যায় দেরীতে। তার চেয়ে একই পত্রের দুইখানা প্রতিলিপি দুই দিনের সাধারণ ডাকে দিলে একখানা না একখানা আমার কাছে পৌছিবেই। অথচ খরচ কম, পাইবও আগে।

শুধু আমার বই পড়িয়াই তোমার প্রাণে এমন প্রেরণা জাগিয়াছে যে, সংযম-ব্রত পালিতে লাগিয়া গিয়াছ। আশ্চর্য্য হই ভাবিয়া যে

স্বামীকে সম্মত করিলে কি করিয়া? দাম্পত্য সংযম পালনে প্রধানতঃ স্বামীদেরই অস্বস্তি হয় বেশী। সংযম-ব্রত নিবার পরে দেখিতে দেখিতে নির্ব্বিঘ্নে তিনটা বৎসর অতিক্রম করিয়া দিয়াছ। তুমি ত' ভাগ্যবতী মেয়ে। তোমাকে কাঁধে তুলিয়া আমার নাচিতে ইচ্ছা করে।

আমার কোন্ বহির কোন্ পৃষ্ঠাগুলি পড়িয়া তোমার এমন প্রবল সঙ্কল্প জন্মিল এবং অনায়াসে তাহা তিনটা বৎসর পালন করিয়া গেলে, তাহাও জানিতে আমার ইচ্ছা করে। আমার হাতে যদি কখনো টাকা হয় তবে আমি ঐ পৃষ্ঠাগুলি কোটি কোটি সংখ্যায় মুদ্রণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় প্রচার ও বিতরণ করিব।

পশুপক্ষীদের চেয়ে মানুষ যে শ্রেষ্ঠ, তাহার একটা প্রমাণ এইখানে। নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পশুপক্ষীরা একেবারেই প্রবৃত্তির দাস। সাধন-বলে মানুষ প্রকৃতির হয় প্রভু। এইখানে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূল নিহিত।

নিজের সংযম নিজে নীরবে নিভৃতে পালন করিয়া যাইতে থাক, বাহিরে ইহার প্রচার করিও না। তোমার স্বামী তোমার শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হউক, তুমি তোমার স্বামীর সংযমে মুগ্ধ হও। সংযমব্রতের জানাজানির পরিধি মাত্র এইটুকুই হউক।

*　　　*　　　*

সাংসারিক অন্য দশটা কর্ত্তব্যে যদি গুরুতর বিঘ্ন কিছু না ঘটে, তাহা হইলে সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত পালন ত' খুবই ভাল কথা।

একদিন মৌন পালন করিয়াও সপ্তাহের বাকী ছয় দিন কিছুটা সংযত-বাক্ থাকার চেষ্টা করা ভল। মৌন পালনে কিন্তু মা একটা বড় অসুবিধা আছে। তাহা এই যে, লোককে না জানাইয়া গোপনে মৌন-পালন সম্ভব হয় না। ফলে লোকের কাছে সম্মান বাড়ে অর্থাৎ নিজের মনে অহঙ্কার বাড়ে। অহঙ্কার ত' সর্ব্বপ্রকার উন্নতিরই শত্রু। তাই মৌনব্রত গ্রহণ করিবার আগে সঙ্কল্প করিতে হইবে যে, অহঙ্কারী হইব না, আমি মৌন-পালন করিতেছি বলিয়া অন্যদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করিব না। * * * আমার সন্তান তোমরা ওখানে যে কয়জন আছ, প্রত্যেকে চেষ্টিত হও, নিজেদের জীবনকে প্রতিদিন পূর্ব্বদিনকার অবস্থা হইতে এক রতি এক রতি করিয়া উন্নততর করিতে। একদিনে হঠাৎ কেহ অনেক বড় হইয়া যায় না। আস্তে আস্তেই বড় হইতে হয়। একটী দিনও উন্নতিকর চিন্তা, উন্নতিকর বাক্য, উন্নতিকর কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে না। বড় বড় চিন্তা করিতে না পার, ছোট ছোট সচ্চিন্তাই প্রত্যহ কর। বড় বড় বাক্য কহিতে না পার, ছোট ছোট সদ্বাক্যই উচ্চারণ কর। বড় বড় কার্য্য সম্পাদন করিতে না পার ত' ছোট ছোট সৎকার্য্যই করিতে চেষ্টা কর। চেষ্টায় যেন বিরতি না থাকে। ইঞ্জিন যেন থামিয়া না যায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়া একটু একটু করিয়া প্রত্যহ আগাইতে চেষ্টা করিলে তোমরা নিশ্চয়ই প্রতিজনে একদা অভাবনীয় উন্নতি করিতে পারিবে।

এই চিন্তাগুলি নিজ নিজ পুত্রকন্যাদের মধ্যে মজ্জাগত কর। তাহার ভিতরেই মানবজাতির ভাবী সমৃদ্ধি লুক্কায়িত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৯)

হরিওঁ

বারাণসী

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শ্রীমতী জনরুং এবং শ্রীমান গদাধরের পত্র পাঠ করিয়া বুঝিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার বাংলাতে লেখা বহিগুলি পাঠ করিয়া চতুর্দ্দিকের পাহাড়ী জনতাকে শুনাইতেছ এবং সম্ভবমত তাহাদের মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্ব ও উপদেশ-সমুহ বুঝাইতেছ। নতুবা সভ্য জগতের সংস্পর্শ হইতে অতি দূরে অবস্থিত এই সব নরনারীর ভিতরে দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রেরণা জাগিতে পারিত না। এই কাজটী তোমরা আরও গভীরতার সহিত, আরও ব্যাপক ভাবে, আরও সুন্দর রূপে করিতে সকলে মিলিয়া চেষ্টিত হও। আমাকে জীবনে যাহারা দেখে নাই, তাহারাও আমার বাণী শুনিয়া নিশ্চিতই বুঝিতে পারিবে যে, আমি ইহাদেরই প্রতিজনের মঙ্গল কামনায় আজীবন শ্রম করিয়া আসিতেছি। যে-কোনও অনাবিষ্কৃত

অঞ্চলে গিয়া তোমরা যদি আমার মনের কথাগুলি, মুখের ভাষাগুলি জীবনের অভিপ্রায়গুলি বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, যাহাকে তোমরা আগে মনে করিয়াছিলে প্রস্তর-কঠিন, সে কুসুম-কোমল হইয়াছে, যাহাকে আগে তোমরা দেখিয়াছিলে একটী শুষ্ক মরুভূমি, সে শ্যামল প্রান্তরের রূপ ধারণ করিয়াছে। কাজে নামিয়া গেলেই ইহা দেখিতে পাইবে এবং দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইবে। কাজ না করিয়া ঘরে বসিয়া তর্ক আর চুলচেরা বিচার করিলে কোনও ফল হইবে না।

তোমরা যাহারা অন্যান্যদের ভিতরে কাজ করিবে, তাহারা প্রতিজনে যতটা পার ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ, সততা-পরায়ণ এবং সত্যশীল থাকিতে চেষ্টা করিবে। কারণ, ব্যাপক কর্ম্মসিদ্ধির ও স্থায়ী সুফলার্জ্জনের ইহাই পাকাপোক্ত শক্ত ভিত্তি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০)

হরিওঁ

বারাণসী

৪ঠা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৮২

(১৯শে জুন, ১৯৭৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা গদাধর ও স্নেহের মা জনরুং—, তোমরা সকলে

আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। "প্রতিধ্বনি,'তে পত্র প্রকাশের কালে কোনও পত্র-প্রাপকের নামটী প্রকাশ করি না। তোমাদের নিকট লিখিত এই পত্র মুদ্রণ-কালে তোমাদের নাম দুইটী ইচ্ছা করিয়াই প্রকাশ করিব। কারণ, বন-পর্ব্বত-বাসী অশিক্ষিত অনালোকিত রিয়াংদের মধ্যেও যে আমাদের সংযম-প্রচার-আন্দোলন শক্ত শিকড় গাড়িতে সমর্থ হইতেছে, তাহার তোমরা দুই জনে একটী জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। শিক্ষিত মানুষগুলি জানুক যে, যাহা দরিদ্র, অশিক্ষিত, আদিবাসী রিয়াংরাও পালন করিতে পারে, তাহা উহাদের পক্ষে পালন অসম্ভব হইবার কথা নহে।

তোমরা স্বামী ও স্ত্রীতে মিলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছ যে, আগামী দুই বৎসর কাল পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া চলিবে। ইহার চেয়ে গৌরবের কথা আর কি আছে? আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা তোমাদের সঙ্কল্প পালনে সম্যক্ রূপে সমর্থ হও। সর্ব্বদা ঈশ্বরে মন রাখিও। ক্রোধ, হিংসা, অহঙ্কার আদি বর্জ্জন করিয়া চলিও। কলহ ও বিদ্বেষ হইতে দূরে থাকিও। জগতের প্রতিটি মানবের কুশল চিন্তা করিও। নিয়মিত নিজেদের ধ্যান, জপ, উপাসনাদি কার্য্য চালাইয়া যাইও। অত্যধিক ভোজন, বৃথা উপবাস, মল-মূত্রের বেগধারণ আদি পরিত্যাগ করিও। মদ্য স্পর্শও করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭১)

হরিওঁ

বারাণসী

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৮২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস হও।

বাটকিয়ামারির তৃতীয় বার্ষিক উৎসব তোমরা একটী সুসফল উদয়াস্ত কীর্ত্তনের দ্বারা করিয়াছ জানিয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু নদীয়া জেলায় আঠারোটী মণ্ডলী থাকিতেও মাত্র আটটী মণ্ডলী কেন সহযোগ করিল, বাকী দশটী কেন অবহেলা করিল, ইহা ত' এক আশ্চর্য্য কথা। পরস্পর পরস্পরের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানকে সফলতা দিবে, ইহা শুধু শিষ্টসম্মত রীতিই নহে, বলবর্দ্ধনের ইহা এক আশ্চর্য্য কৌশল। বার্ষিক উৎসব ত' বৎসরে মাত্র একটাই হয়। সুতরাং বেশ কিছু দিন হাতে থাকিতেই চারিদিকে খবরাখবর দিয়া সকল স্থানের কর্ম্মীদিগকে একত্র পাওয়ার চেষ্টা বাঞ্ছনীয়। ছোট হউক, বড় হউক, তোমরা চারিদিকে নূতন নূতন মণ্ডলী স্থাপন কর। প্রতিস্থানে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটী ভাল ভাবে রপ্ত হউক। তারপরে আস্তে আস্তে সকলকে এক একটী বিশেষ অনুষ্ঠানে একত্র করিবার চেষ্টা করিবে। তোমাদের ওখানে তোমরা সংখ্যায় কম বলিয়া আফশোষ করিতেছ। আমি ত' একবার ঘুরিয়া আসিলে সংখ্যা শতে শতে বাড়াইয়া দিতে পারি কিন্তু বাবা, আসল ভয়টা আমার এই

হইয়াছে যে, দীক্ষার ঘরে যে বিশাল জনতা প্রবেশ করে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই নির্দ্দেশ পালনের মনোবৃত্তি বা যোগ্যতা নিয়া ঢোকে। পিতামাতার নির্দ্দেশ যাহারা জীবনে পালন করে নাই, তাহারা গুরুর নির্দ্দেশই বা কেন মানিবে? আমি যে একজন মারু দীক্ষাদাতা, একথা ত' প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু আদেশ দিলে, সৈনিকেরা প্রাণ-বিনিময়েও এই সেনাপতির আদেশ পালিবেই, এই বিষয়ে ত' গ্যারাণ্টি নাই। জোর-জবরদস্তি করিয়া, ভয় দেখাইয়া, সামাজিক শাসন করিয়া, মার-ধোর করিয়া বা গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া নবদীক্ষিতকে দীক্ষোত্তর কর্ত্তব্য পালন করিতে বাধ্য করা ত' আমার স্মৃতিশাস্ত্রের অনুমোদিত কার্য্য নহে। বিপদ ত' ঘটিয়াছে এইখানে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)

"ইষ্ট-নাম জগতের
সর্ব্বনাম সার,
একমাত্র ইষ্টনামে
জগৎ-উদ্ধার।"

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—

হইয়াছে যে, দীক্ষার ঘরে যে বিশাল জনতা প্রবেশ করে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই নির্দ্দেশ পালনের মনোবৃত্তি বা যোগ্যতা নিয়া ঢোকে। পিতামাতার নির্দ্দেশ যাহারা জীবনে পালন করে নাই, তাহারা গুরুর নির্দ্দেশই বা কেন মানিবে? আমি যে একজন মারু দীক্ষাদাতা, একথা ত' প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু আদেশ দিলে, সৈনিকেরা প্রাণ-বিনিময়েও এই সেনাপতির আদেশ পালিবেই, এই বিষয়ে ত' গ্যারান্টি নাই। জোর-জবরদস্তি করিয়া, ভয় দেখাইয়া, সামাজিক শাসন করিয়া, মার-ধোর করিয়া বা গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া নবদীক্ষিতকে দীক্ষোত্তর কর্ত্তব্য পালন করিতে বাধ্য করা ত' আমার স্মৃতিশাস্ত্রের অনুমোদিত কার্য্য নহে। বিপদ ত' ঘটিয়াছে এইখানে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)

"ইষ্ট-নাম জগতের
সর্ব্বনাম সার,
একমাত্র ইষ্টনামে
জগৎ-উদ্ধার।"
—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ"** প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **'কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা"** ও **"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ
"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-২২১০১০

ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ত্রয়স্ত্রিংশতম খণ্ড